

সংস্কৃত

অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

সংস্কৃত

অষ্টম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

মাধবী রানী চন্দ
ড. পরেশ চন্দ্র মডল
ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য
নিরঞ্জন অধিকারী

প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৯৬

সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনোক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পদ পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন, মূদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতুহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

অষ্টম শ্রেণির সংকৃত পাঠ্যপুস্তকটি যদিও বাংলা হরফে লিখিত বিষ্ট এর ভাষা সংকৃত। পুস্তকটি পাঠ করে শিক্ষার্থী বেদ, মহাভারত ও শ্রীমত্তগবদ্ধ গীতার অবিলাশী শ্লোক ও স্তোত্রের অর্থ ও গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। সমাজের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য পুস্তকটিতে হিন্দুধর্মের আদর্শিক গল্প সংযোজন করা হয়েছে। পুস্তকটিতে প্রয়োজনীয় ও সহজ ব্যাকরণ ও সংযোজন করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা শিক্ষায় সহায়ক হবে।

পাঠ্যবই যাতে জ্বরদস্তি মূলক ও ঝুঁতিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামূলক ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিচ্ছিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলক্রটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতভর্তা সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের স্বার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্রম্

বিষয়াঃ	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ	বিষয়াঃ	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
প্রথমঃ অধ্যায়ঃ		চতুর্দশঃ পাঠঃ	
প্রথমঃ পাঠঃ		বিদ্যপ্রশস্তিঃ	৩৯
কপটবন্ধু-কথা	১	পঞ্চদশঃ পাঠঃ	
দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ		সুভাষিতানি	৮১
বিগহ-বানর-কথা	৮	দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ	
তৃতীয়ঃ পাঠঃ		প্রথমঃ পাঠঃ	
ব্রাহ্মণ-শক্তুশরাব-কথা	৭	পদপ্রকরণম্	৮৮
চতুর্থঃ পাঠঃ		দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ	
জরদৃগব-কথা	১০	গত্ত-বত্ত-বিধানম্	৮৭
পঞ্চমঃ পাঠঃ		তৃতীয়ঃ পাঠঃ	
ভৈরবব্যাধ-কথা	১৩	শদ্বৃপঃ	৫০
ষষ্ঠঃ পাঠঃ		চতুর্থঃ পাঠঃ	
নীলবর্ণ-শৃঙ্গাল-কথা	১৫	ধাতুবৃপঃ	৬২
সপ্তমঃ পাঠঃ		পঞ্চমঃ পাঠঃ	
হিংস-শশক-কথা	১৮	কারক-বিভক্তিঃ	৭৮
অষ্টমঃ পাঠঃ		ষষ্ঠঃ পাঠঃ	
ব্রাহ্মণ-নকুল-কৃষ্ণসর্প-কথা	২১	সমাসপ্রকরণম্	৮৫
নবমঃ পাঠঃ		সপ্তমঃ পাঠঃ	
গুরুশিদ্য-সংবাদঃ	২৮	সান্ধিপ্রকরণম্	৯২
দশমঃ পাঠঃ		অষ্টমঃ পাঠঃ	
শ্রীরামকৃষ্ণঃ পরমহংসঃ	২৭	বাচপ্রকরণম্	১০২
একাদশঃ পাঠঃ		নবমঃ পাঠঃ	
বসন্তকালঃ	৩০	লিঙ্গপ্রকরণম্	১০৭
দ্বাদশঃ পাঠঃ		তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ	
দ্বিশুরস্তুতিঃ	৩৩	অনুবাদঃ	১০৯
ত্রয়োদশঃ পাঠঃ		অভিধানিকা	১১৩
গীতাচয়নম্	৩৬		

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাঠঃ

হিতোপদেশঃ

কপটবন্ধু-কথা

আসীৎ বাণীপুরং নাম কশ্চিদ্ গ্রামঃ। তত্ত্ব আস্তাং শ্যামলঃ কমলশ বৌ বন্ধু। একদা তো বনমার্গেণ গচ্ছত্বে
ভলুকমেকম্ অপশ্যাতাম্। তমবলোক্য তয়োর্মনসি ভয়ং সঞ্চাতম্। অতঃ প্রাণরক্ষার্থং তো যত্নম্ অকুরুতাম্।
বলিষ্ঠঃ শ্যামলঃ তৎক্ষণাদেব নিকটস্থং বৃক্ষমারূচঃ। কমলস্য তু বৃক্ষারোহণে সামর্থ্যং নাসীৎ। নিরূপায়ঃ স
বৃক্ষস্য অধোভাগে মৃত ইব স্থিতঃ। ভলুকস্তত্রাগত্য নাসিকয়া আশ্রায় তাঃ মৃতং মত্তা প্রস্থিতঃ।

গতে ভলুকে শ্যামলো বৃক্ষাং অবতীর্য অবদৎ, “সখে কমল! ভলুকস্তে কর্ণে কিমকথয়ৎ?” কমলোভদৎ,
“বিপদি মিত্রং পরিত্যজ্য যঃ পলায়তে স ন প্রকৃতো বন্ধুঃ। অবশ্যমেব স পরিত্যজ্য ইতি ভলুকেনোক্তম্।”

আপৎসু মিত্রং জানীয়াৎ।

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

মনসি— মনে। অধোভাগে— নিচে। নাসিকয়া— নাক দ্বারা। মত্তা— মনে করে। আশ্রায়— দ্রাণ নিয়ে।
পরিত্যজ্য— পরিত্যাগ করে। পরিত্যাজ্যঃ— পরিত্যাগের ঘোগ্য। আপৎসু— বিপদে।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিচ্ছেদ :

ভলুকমেকম্ = ভলুকম্ + একম্। তমবলোক্য = তম্ + অবলোক্য। ভলুকস্তত্রাগত্য = ভলুকঃ + তত্ত্ব +
আগত্য। ভলুকেনোক্তম্ = ভলুকেন + উক্তম্। অবশ্যমেব = অবশ্যম্ + এব।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

মনসি— অধিকরণে ৭মী। বৃক্ষমৃ— কর্মে ২য়া। নাসিকয়া— করণে ৩য়া। ভলুকেন— কর্তায় ৩য়া। তে—
সংস্কৰ্মে ৬ষ্ঠী। বৃক্ষাং— অপাদানে ৫মী।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় :

নিরূপায়ঃ— নাস্তি উপায়ঃ যস্য সঃ (বহুবীহিঃ)। বৃক্ষারোহণে— বৃক্ষস্য আরোহণম্ (ষষ্ঠীতৎ), তস্মিন्।
বনমার্গেণ— বনস্থিতঃ মার্গঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ), তেন। নিকটস্থম— নিকটে তিষ্ঠিতি যঃ
(উপপদতৎ), তম্।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটি পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- (ক) বাণীপুর একটি দেশের/গ্রামের/নগরের/প্রদেশের নাম।
- (খ) শ্যামল ও কমল বনের ভেতর দেখেছিল বাঘ/সিংহ/শূকর/ভলুক।
- (গ) ভয়ার্ত শ্যামল আরোহণ করেছিল গাছে/পর্বতে/চিনের চালে/স্তম্ভে।
- (ঘ) ভলুক কমলকে দস্তাঘাত/নখাঘাত/আঘাগ/পদাঘাত করেছিল।
- (ঙ) বন্ধুকে বুঝতে হবে বিপদ কালে/সম্পদ কালে/মৃত্যু কালে/বিবাহ কালে।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) শ্যামলঃ —— বৌ বন্ধু।
- (খ) —— ভয়ং সঞ্জাতম।
- (গ) কমলস্য তু —— সামর্থ্যং নাসীৎ।
- (ঘ) —— কর্ণে কিমকথয়ঃ?
- (ঙ) স ন প্রকৃতো ——।

৩। বাক্য রচনা কর :

আসীৎ, অত্র, মনসি, অবতীর্য, বন্ধুঃ।

৪। শব্দার্থ লেখ :

অধোভাগে, আপৎসু, মত্তা, পরিত্যাজ্যঃ, আশ্রায়।

৫। সম্বিধ বিজ্ঞেদ কর :

তমবলোক্য, ভলুকমেকম, তয়োর্মনসি, বৃক্ষমারূঢঃ, অবশ্যমেব।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

বৃক্ষম, ভলুকেন, নাসিকয়া, তে, বৃক্ষাণ।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

বনমার্গেণ, নিকটস্থম, নিরুপায়ঃ, বৃক্ষারোহণে।

৮। বাংলায় উত্তর দাও :

- (ক) শ্যামল ও কমল কোথায় বাস করত?
- (খ) ভলুককে দেখে শ্যামল ও কমলের মনের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল?
- (গ) প্রাণ রক্ষার জন্য শ্যামল কি করেছিল?
- (ঘ) নিরূপায় কমল কি করেছিল?
- (ঙ) ভলুক চলে গেলে শ্যামল কমলকে কি বলেছিল?
- (চ) শ্যামলের কথা শুনে কমল কি বলেছিল?
- (ছ) কথন মিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়?

৯। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) একদা তো সংজ্ঞাতম্ ।
- (খ) কমলস্য তু প্রসিততঃ ।
- (গ) বিপদি মিত্রং ভলুকেনোক্তম् ।

১০। গজ্জটির উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় লেখ এবং বাংলায় তার অনুবাদ কর ।

১১। ‘কপটবন্ধু-কথা’ গজ্জটি নিজের ভাষায় লেখ ।

টীকা :

হিতোপদেশঃ পতিত নারায়ণ রচিত একটি গল্পগ্রন্থ । গল্পের মাধ্যমে এতে নীতিশিক্ষা দেয়া হয়েছে ।

দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ
হিতোপদেশঃ
বিহগ-বানর-কথা

অস্তি নর্মদাতীরে বিশালো বটবৃক্ষঃ । তত্র নীড়ান् বিরচ্য বিহগাঃ সুখেন নিবসন্তি স্ম । একদা বর্ষাকালে মহতী বৃষ্টিরভবৎ । তদা কতিপয়াঃ বানরাঃ তস্মিন् বৃক্ষতলে উপবিষ্টাঃ । তান् সিঙ্গান্ম কমপমানাংশ দ্রষ্টা বিগহা অবদন্, “হস্তপদাদিসংযুক্তাঃ যুয়ং কিমর্থম্ অবসীদথ?”

তদাকর্ণ্য বানরাণাং ক্রোধঃ সঞ্জাতঃ । তে অচিন্তয়ন, “অহো! নীড়েয় সুখেন স্থিতাঃ বিহগাঃ অস্মান् উপহসন্তি । তদ্ভবতু তাবৎ বৃষ্টেরূপশমঃ।”

অনন্তরং শান্তে বারিবর্ষণে বানরাঃ বৃক্ষমারুহ্য পক্ষিণাং নীড়ান্ অভঙ্গন্ তেষাং ডিষ্বান্চ ভূমৌ পাতিতবন্তঃ।

“উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।”

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

বিরচ্য — রচনা করে । মহতী — প্রচুর । যুয়ম — তোমরা । অবসীদথ — অবসন্ন হচ্ছ, কষ্ট পাচ্ছ । সুখেন — সুখে । অস্মান् — আমাদেরকে । উপহসন্তি — উপহাস করছে । আরুহ্য — আরোহণ করে । ভূমৌ — মাটিতে ।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিচ্ছেদ :

বৃষ্টিরভবৎ = বৃষ্টিঃ + অভবৎ । কমপমানাংশ = কমপমানান् + চ । বৃষ্টেরূপশমঃ = বৃষ্টেঃ + উপমশঃ ।
বৃক্ষমারুহ্য = বৃক্ষম + আরুহ্য ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

নর্মদাতীরে— অধিকরণে ৭মী । বর্ষাকালে— কালাধিকরণে ৭মী । অস্মান্— কর্মে ২য়া । বানরাণাম— সম্বন্ধে
ষষ্ঠী । বারিবর্ষণে— ভাবে ৭মী । প্রকোপায়/শান্তয়ে— নিমিত্তার্থে ৪র্থী । ভূমৌ— অধিকরণে ৭মী ।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় :

নর্মদাতীরে— নর্মদায়াঃ তীরম (৬ষ্ঠীতৎ), তস্মিন् । বিহগাঃ— বিহায়সা গচ্ছন্তি যে (উপপদতৎ), তে ।
বটবৃক্ষঃ— বটনামকঃ বৃক্ষঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ)

ପ୍ରଶ୍ନମାଲା

୧। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟିର ପାଶେ ଟିକ (✓) ଚିହ୍ନ ଦାଓ :

- (କ) ନର୍ମଦାତୀରେ ଛିଲ ଏକଟି ବଟଗାଛ/ମିଶୁଲଗାଛ/ନିମଗାଛ/ନାରକେଳଗାଛ ।
- (ଖ) ବଟଗାଛେ ବାସ କରତ କରେକଟି ବାନର/ବିଡ଼ାଳ/ପାଖି/ମୂଷିକ ।
- (ଗ) ବଟଗାଛେର ନିଚେ ଶୀତେ କାପଛିଲ କରେକଟି ଭଲୁକ/ସିଂହ/ବାନର/ଶୁଗାଳ ।
- (ଘ) ପାଖିଗୁଲୋର କଥା ଶୁଣେ ବାନରେରା ଆନନ୍ଦିତ/କ୍ରୁଦ୍ଧ/ଅନୁପ୍ରାଣିତ/ଦୁଃଖିତ ହେଲାଛି ।
- (ଓ) ବାନରେରା ପାଖିଗୁଲୋର ଡିମ ଫେଲେଛିଲ ପୁକୁରେ/ମାଟିତେ/ବାଗାନେ/ନଦୀତେ ।

୨। ଶୂନ୍ୟମୁଖାନ ପୂରଣ କର :

- (କ) ବିହଗାଃ ସୁଖେନ —— ମ ।
- (ଖ) ବାନରାଃ ବୃକ୍ଷତଳେ —— ।
- (ଗ) —— କ୍ରୋଧଃ ସଞ୍ଜାତଃ ।
- (ଘ) ବିହଗାଃ —— ଉପହସନ୍ତି ।
- (ଓ) —— ତାବଃ ବୃଷ୍ଟେରୁପଶମଃ ।

୩। ନିଚେର ପଦଗୁଲୋର ସାହାଯ୍ୟ ବାକ୍ୟରଚନା କର :

ବିହଗାଃ, ବର୍ଷାକାଳେ, ସଞ୍ଜାତଃ, ଉପହସନ୍ତି, ଭୂମୌ ।

୪। ଶଦ୍ଵାର୍ଥ ଲେଖ :

ବିରଚ୍ୟ, ତଦ, ବାନରାଃ, ଅବସୀଦଥ, ଆବୁହ୍ୟ ।

୫। ସମ୍ବିଦ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ କର :

ବୃଷ୍ଟିରଭବଃ, ବୃକ୍ଷମାରୁହ୍ୟ, କିମର୍ଥମ, ତଦ୍ଭବତୁ, ବୃଷ୍ଟେରୁପଶମଃ ।

୬। କାରଣସହ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

ବର୍ଷାକାଳେ, ବାରିବର୍ଷଣେ, ପ୍ରକୋପାଯ, ବାନରାଗାମ, ଭୂମୌ ।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :
নর্মদাতীরে, বিহগাঃ, বৃক্ষতলে, বটবৃক্ষঃ ।

৮। বাংলায় উত্তর দাও :

- (ক) বটবৃক্ষটি কোথায় অবস্থিত ছিল?
- (খ) পাখিরা কোথায় বাসা তৈরি করেছিল?
- (গ) বৃক্ষতলে কাঁচা বসেছিল?
- (ঘ) পাখিরা বানরগুলোকে কি বলেছিল?
- (ঙ) পাখিদের কথা শুনে বানরেরা কি চিন্তা করেছিল?
- (চ) বৃক্ষ থেমে গেলে বানরেরা কি করেছিল?

৯। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) তদা কতিপয়া অবসীদথ?
- (খ) তে অচিন্তয়ন বৃষ্টেরূপশমঃ ।
- (গ) অনন্তরং শান্তে পাতিতবন্তঃ ।

১০। ‘বিহগ-বানর-কথা’ গজ্জটির উপদেশ সংস্কৃতে লেখ এবং বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ কর ।

১১। ‘বিগহ-বানর-কথা’ গজ্জটি বাংলায় লেখ ।

তୃତୀୟঃ পাঠঃ

হিতোপদেশঃ

ব্ৰাহ্মণ-শক୍ତুশৱাৰ-কথা

অস্তি বিজয়নগরে দেবশৰ্মা নাম ব্ৰাহ্মণঃ। তেনেকদা পুণ্যতিথো শক୍ତুপূৰ্ণশৱাৰঃ প্ৰাপ্তঃ। ততস্তমাদায় স
ৌদ্রাকুলিতঃ কস্যচিৎ কুম্ভকারস্য গৃহে সুপ্তঃ। তস্মিন গৃহে বহুনি মৃৎপাত্ৰাণি আসন্ত।

ততঃ সুপ্তেতোথিতঃ স শক୍ତুৱক্ষাৰ্থঃ হস্তদড়ং গৃহীতবান्। অথ সোঁচিত্তয়ৎ, “যদি অহমিমং শক୍ତুশৱাবং বিক্ৰীয়
দশকপদকান্ প্ৰাপ্নোমি তৰ্হি তৈঃ কপদৈকেঃ বাণিজাং কৰিষ্যামি। তেনাহং প্ৰভৃতং ধনং লঙ্ঘা বিবাহচতুষ্টয়ং
কৰিষ্যামি। অনন্তৰং যদা সপত্ন্যঃ পৰম্পৰং বিবদিষ্যত্বে তদা লগুড়েন তাস্তাড়য়িষ্যামি। ইত্যালোচ্য তেন
লগুড়ো নিক্ষিপ্তঃ। তেন শক୍ତুশৱাৰঃ চূণিতঃ বহুনি চ ভাঙানি ভগ্নানি। ততো ভগ্নভাতশদং শুভ্রা কুম্ভকারস্তত্ত্ব
আগত্য অৰ্ধচন্দ্ৰং দন্তা ব্ৰাহ্মণং গৃহাং বহিষ্কৃতবান্।

দুৱাশা পৱিত্ৰাজ্যা।

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

শক୍ତঃ— ছাত্ৰ। কুম্ভকারস্য— কুমারেৰ। মৃৎপাত্ৰাণি— মাটিৰ পাত্ৰসমূহ। গৃহীতবান— গ্ৰহণ কৰেছিলেন।
বিক্ৰীয়—বিক্ৰয় কৰে। লঙ্ঘা— লাভ কৰে। সপত্ন্যঃ— সতীনেৱা। বিবদিষ্যত্বে— বিবাদ কৰাৰে। লগুড়েন—
লাঠি দিয়ে। শুভ্রা— শুনে।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিচেদ :

তেনেকদা = তেন + একদা। ততস্তমাদায় = ততঃ + তম + আদায়। সোঁচিত্তয়ৎ = সঃ + অচিত্তয়ৎ।
তাস্তাড়য়িষ্যামি = তাৎ + তাড়য়িষ্যামি। ইত্যালোচ্য = ইতি + আলোচ্য। কুম্ভকারস্তত্ত্ব = কুম্ভকারঃ +
তত্ত্ব।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নিৰ্ণয় :

বিজয়নগরে— অধিকৰণে ৭মী। কুম্ভকারস্য— সমষ্টিক্ষেত্ৰে ৬ষ্ঠী। দশকপদকান— কৰ্মে ২য়া। লগুড়েন—
কৰণে ৩য়া। তাৎ— কৰ্মে ২য়া। তেন— কৰ্ত্তায় ৩য়া। গৃহাং— অপাদানে ৫মী।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নিৰ্ণয় :

পতুপূৰ্ণশৱাৰঃ-শক୍ତুলা পূৰ্ণঃ = শক୍তুপূৰ্ণঃ (৩য়া তৎ), তাদৃশঃ শৱাৰঃ (কৰ্মধাৱয়ঃ)। ৱৌদ্রাকুলিতঃ- ৱৌদ্রেণ
আকুলিতঃ (৩য়া তৎ)। কুম্ভকারস্য- কুম্ভং কৰোতি যঃ = কুম্ভকারঃ (উপপদতৎ), তস্য। বিবাহচতুষ্টয়ম—
বিবাহস্য চতুষ্টয়ম (৬ষ্ঠী তৎ)।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উভরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- (ক) ব্রাহ্মণের নাম ছিল বিষ্ণুশর্মা/দেবশর্মা/মিত্রশর্মা/প্রিয়শর্মা ।
- (খ) ব্রাহ্মণ আশুয় নিয়েছিলেন কুম্ভকারের/রাজকের/কর্মকারের/স্বর্ণকারের গৃহে ।
- (গ) শক্তু রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ হাতে নিয়েছিলেন খড়গ/ত্রিশূল/অসি/লাঠি ।
- (ঘ) ব্রাহ্মণ তিনটি/পাঁচটি/চারটি/দুটি বিয়ে করার কথা ভেবেছিলেন ।
- (ঙ) লাঠির আধাতে ভেঙেছিল ছাতুর পাত্র/ছাতুর পাত্র ও অনেক মৃৎপাত্র/মজ্জালঘট/পাথরের বাটি ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) অস্তি বিজয়নগরে ————— নাম ব্রাহ্মণঃ ।
- (খ) অস্মিন् গৃহে বহুনি ————— আসন্ন ।
- (গ) ————— তেন লগুড়ো নিষ্ক্রিপ্তঃ ।
- (ঘ) বহুনি চ ভাড়ানি ————— ।
- (ঙ) দুরাশা ————— ।

৩। বাক্য গঠন কর :

অস্তি, সুন্তঃ, অথ, করিষ্যামি, বহিষ্কৃতবান् ।

৪। শব্দার্থ লিখ :

কুম্ভকারস্য, বিকৌষ্ঠ, বিবদিষ্যাত্তে, শক্তঃ, শুভ্রা ।

৫। সম্বিধেন কর :

তৈনেকদা, তাস্তাড়য়িষ্যামি, সোৱচিত্তয়ৎ, অহমিমং, কুম্ভকারস্তত্ত্ব ।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

গৃহাঃ, লগুড়েন, বিজয়নগরে, তাৎ, কুম্ভকারস্য ।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ :

গৌদ্রাকুলিতঃ, কুম্ভকারস্য, বিবাহচতুর্যম্ শক্তুপূর্ণশরাবঃ ।

৮। সংক্ষেপে উভর দাও :

- (ক) বিজয়নগরে কে বাস করতেন?
- (খ) ব্রাহ্মণ পুণ্যতিথিতে কি পেয়েছিলেন?
- (গ) ব্রাহ্মণ কার গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন?
- (ঘ) ঘুম থেকে জেগে ব্রাহ্মণ কি ভেবেছিলেন?
- (ঙ) ব্রাহ্মণ শাঠি নিক্ষেপ করার ফলে কি হয়েছিল?
- (চ) ভাঙা পাত্র দেখে কুম্ভকার কি করেছিল?

৯। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) তেনেকদা ----- আসন् ।
- (খ) যদি অহমিমং ----- বাণিজ্যং করিষ্যামি ।
- (গ) অনন্তরং সদা ----- নিষ্কিপ্তঃ ।
- (ঘ) তেন শক্তুশ্রাবঃ ----- বহিষ্কৃতবান् ।

১০। গজ্জটির উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় উন্মুক্ত কর এবং তার বাংলা অর্থ লেখ ।

১১। ‘ব্রাহ্মণ-শক্তুশ্রাব-কথা’ গজ্জটি বাংলা ভাষায় লেখ ।

চৰুৰ্ধঃ পাঠঃ
হিতোপদেশঃ
জরদ্গব-কথা

অস্তি পদ্মাতীরে বিশালো বটবৃক্ষঃ। তস্য কোটৱে জরদ্গবো নাম জরাগ্রস্তঃ কশ্চিং গৃহ্ণো নিবসতি স্ম।
বৃক্ষবাসিনো বিহগাঃ তেষাম্ আহারাং কিঞ্চিং উদ্ধৃত্য তন্মে প্রায়চ্ছন্ন। তেন স জীবতি স্ম।

একদা কশ্চিদ বিড়ালঃ পঞ্চিশাবকান् ভক্ষয়িতুং তত্রাগত্য জরদ্গবম্ আশ্রয়মযাচত। জরদ্গবো২বদৎ,
“দূরমপসর, নচেৎ তৎ ময়া হস্তব্যঃ।” তদা ধূর্তো বিড়ালঃ বিবিধৈঃ শাস্ত্রবচনেঃ জরদ্গবস্য বিশ্঵াসম্ উৎপাদ্য
অস্মিন্নেব তরুকোটৱে স্থিতঃ।

অথ গচ্ছৎসু কালেমু বিড়ালঃ পঞ্চিশাবকান্ ধূতা বৃক্ষকোটৱম্ আনীয় ভক্ষয়তি স্ম। অনন্তরং শাবকহীনাঃ
বিহগাঃ সর্বতঃ অনুৰোধম্ অকুর্বন্ত। তদ্বিজ্ঞায় বিড়ালঃ কোটৱাং বহিরাগত্য পলায়িতঃ।

অথ বিহগাঃ তরুকোটৱে তেষাং শাবকানাম্ অস্মীনি প্রাপ্তবন্তঃ। অনন্তরং ‘অনেনৈব জরদ্গবেন অস্মাকং
শাবকাঃ ভক্ষিতাঃ’ ইতি নিশ্চিত্য পঞ্চিশস্তৎ হতবন্তঃ।

“অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিং।”

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

কোটৱে— গর্তে। তেষাম্— তাদের। পঞ্চিশাবকান्— পাখিৰ বাঢ়াগুলোকে। আগত্য— এসে।
হস্তব্যঃ— হত্যা কৰাৰ যোগ্য। অপসর— সরে যাও। শাস্ত্রবচনেঃ— শাস্ত্রবাক্যসমূহেৰ দ্বাৰা। ধূতা—
ধৰে। বিজ্ঞায়— জেনে। অস্মীনি— হাড়গুলো। অস্মাকম্— আমাদেৱ।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিচ্ছেদ :

কিঞ্চিং = কিম্ + চিং। তত্রাগত্য = তত্ত্ব + আগত্য। দূরমপসর = দূরম্ + অপসর। অস্মিন্নেব = অস্মিন্ +
এব। অনুৰোধম্ = অনু + এধণম্। বহিরাগত্য = বহিঃ + আগত্য। অনেনৈব = অনেন + এব।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

কোটৱে— অধিকৱণে ৭মী। তেষাম্— সঘন্মে ৬ষ্ঠী। জরদ্গবম্— কর্মে ২য়া। শাস্ত্রবচনেঃ— কৱণে
৩য়া। কোটৱাং— অপাদানে ৫মী। জরদ্গবেন— কৰ্ত্তায় ৩য়া।

(ଗ) ବ୍ୟାସବାକ୍ୟସହ ସମାସେର ନାମ :

ପଞ୍ଚିଶାବକାନ୍-ପଞ୍ଚିଶାବକାଃ (୬ଷ୍ଠୀ ତ୍ୟ), ତାନ୍ | ଶାସ୍ତ୍ରବଚନୈଃ-ଶାସ୍ତ୍ରାଗାଂ ବଚନାନି (୬ଷ୍ଠୀ ତ୍ୟ), ତୈଃ |

ବୃକ୍ଷକୋଟିରମ୍-ବୃକ୍ଷସ୍ୟ କୋଟିରମ୍ (୬ଷ୍ଠୀ ତ୍ୟ) | ତରୁକୋଟିରେ-ତରୋଃ କୋଟିରମ୍ (୬ଷ୍ଠୀ ତ୍ୟ), ତମିନ୍ |

ପ୍ରଶ୍ନମାଲା

୧। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟିର ପାଶେ ଟିକ (✓) ଚିହ୍ନ ଦାଓ :

- (କ) ଗୃହେର ନାମ ଛିଲ ଜରଦ୍ଗବ/ହୃଦୀବ/ଭଙ୍ଗହୃଦୀବ/ମଣିହୃଦୀବ |
- (ଖ) ବିଡ଼ାଳ ଜରଦ୍ଗବେର ନିକଟ ଢେଇଛିଲ ଆଶ୍ୟ/ଖାଦ୍ୟ/ପଞ୍ଚିଶାବକ/ପାନୀୟ |
- (ଗ) ବିଡ଼ାଳ ଆଶ୍ୟ ପେଯେଛିଲ ଗୃହସେଥର ବାଡ଼ିତେ/ବୃକ୍ଷକୋଟିରେ/ପର୍ବତକନ୍ଦରେ/ଘରେର ଢାଳେ |
- (ଘ) ବିଡ଼ାଳ ଖେଯେଛିଲ ଇନ୍ଦୁର/ପୋକା/ମାକଡ଼ୁସା/ପଞ୍ଚିଶାବକ |
- (ଓ) ଧୂର୍ତ୍ତକେ/କୃତ୍ସ୍ନକେ/ଅଭାତକୁଳଶୀଳକେ/ପାପୀକେ ଆଶ୍ୟ ଦେଓୟା ଉଚିତ ନୟ |

୨। ଶୂନ୍ୟମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ କର :

- (କ) ଅଚିତ ————— ବିଶାଳୋ ବଟବୃକ୍ଷଃ |
- (ଖ) ତେବେ ସହ ଜୀବତି ————— |
- (ଗ) ବିଡ଼ାଳଃ କୋଟିରାଖ ବହିରାଗତ୍ୟ ————— |
- (ଘ) ————— ଶାବକାନାମ୍ ଅସ୍ଥୀନି ପ୍ରାପ୍ତବନ୍ତଃ |
- (ଓ) ଅଦ୍ୟାକଂ ————— ଭକ୍ଷିତାଃ |

୩। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର :

ବଟବୃକ୍ଷଃ, ତମେ, ଧୃତା, ପଲାୟିତଃ, ଅନୁଷ୍ଠାନମ୍ |

୪। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଲେଖ :

ତେଷାମ୍, ଆଗତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାଯ, ହତବାନ, ଅସ୍ଥୀନି |

୫। ସଂଖ୍ୟା ବିଚେଦ କର :

ଆନ୍ତେଷ୍ଣଗମ୍, ତତ୍ରାଗତ୍ୟ, କିଧିତ୍, ଦୂରମପସର, ଅନେନେବ |

୬। କାରଣମୁହଁ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

ଶାସ୍ତ୍ରବଚନୈଃ, କୋଟିରେ, ତେଷାମ୍, କୋଟିରାଖ, ଜରଦ୍ଗବେନ |

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাদের নাম লেখ :
পঞ্চশাবকান্, বৃক্ষকোটরম্, শাস্ত্রবচনেঃ ।

- ৮। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :
- (ক) জরদ্গব কোথায় বাস করত?
 - (খ) কিভাবে জরদ্গব বেঁচে থাকত?
 - (গ) বিড়াল জরদ্গবের নিকট কেন এসেছিল?
 - (ঘ) কিভাবে বিড়াল বৃক্ষকোটরে আশ্রয় নিয়েছিল?
 - (ঙ) বৃক্ষকোটরে থেকে বিড়াল কি করেছিল?
 - (চ) শাবকহীন পাখিরা কি করেছিল?
 - (ছ) কাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়?

- ৯। বাংলায় অনুবাদ কর :
- (ক) বৃক্ষবাসিনো ----- জীবতি স্ম ।
 - (খ) জরদ্গবোৰবদৎ ----- স্থিতঃ ।
 - (গ) অনন্তরং শাবকহীনাঃ----- পলায়িতঃ ।
 - (ঘ) অথ বিহগাঃ----- ইতবন্তঃ ।
- ১০। গল্পটির উপরে সংস্কৃত ভাষায় উন্নত কর এবং বাংলায় অনুবাদ কর ।
- ১১। ‘জরদ্গব-কথা’ গল্পটি বাংলা ভাষায় লেখ ।

ପଞ୍ଚମ ପାଠঃ
ହିତୋପଦେଶঃ
ତୈରବବ୍ୟାଧ-କଥା

ଆସୀଏ ପୁରା ତୈରବୋ ନାମ କଣ୍ଠରେ ବ୍ୟାଧଃ । ଏକଦା ସ ମାଂସାର୍ଥଂ ଧନୁରାଦାୟ ବିଷ୍ଣ୍ୱାରଣ୍ୟଂ ଗତଃ । ତତଃ ସ ଧନୁଷା କଣ୍ଠିଦ୍ଵାରା ମୃଗମହନ୍ । ମୃଗମାଦାୟ ଗଛନ୍ ସ ଘୋରାକୃତିଂ ଶୂକରମେକଂ ଦୃଷ୍ଟବାନ୍ । ତତଃ ସ ମୃଗଂ ଭୂମୌ ନିଧାୟ ଶୂକରଂ ଶରେଣ ଆହତବାନ୍ । ଶୂକରୋଷି ତତ୍ରାଗତ୍ୟ ଘୋରଗର୍ଜନଂ କୃତ୍ତା ତଂ ବ୍ୟାଧଂ ହତବାନ୍ । ତତ୍କଳାଦେବ ସ ଭୂମୌ ଅପତତ୍ ।

ଅଥ ତଥୋଃ ପାଦାସଫାଲନେନ କଣ୍ଠରେ ସର୍ପୋଷି ମୃତଃ । ଅନନ୍ତରମେକଃ ଶୂଗାଲଃ ଆହାରାର୍ଥୀ ପରିଭ୍ରମନ୍ ତାନ୍ ମୃଗବ୍ୟାଧସର୍ପଶୂକରାନ୍ ଅପଶ୍ୟାଂ । ସୋହଚିତ୍ରଯାଂ, “ଆହୋ ଭାଗ୍ୟମ୍! ମହଦଭୋଜ୍ୟଂ ମେ ସମୁପସଥିତମ୍ । ଭବତ୍, ଏଷାଂ ମାଂସେଃ ମାସତ୍ରଯଂ ମେ ସୁଖେନ ଗମିଷ୍ୟତି । ତତଃ ପ୍ରଥମଂ କୁଦ୍ଧାୟାଂ ସ୍ଵାଦହିନଂ ଧନୁର୍ଗୁଣଂ ଖାଦ୍ୟମି ।” ଇତ୍ୟକ୍ରମ୍ମା ତଥାକରୋତ୍ ।

ତତ୍ପରିଷ୍ଠନେ ଗୁଣେ ଦ୍ରୁତମୁଧ୍ୟପତିତେନ ଧନୁଷା ହୃଦି ନିର୍ଭିନ୍ନଃ ସ ଶୂଗାଲଃ ପଞ୍ଚତ୍ରଂ ଗତଃ ।

“କର୍ତ୍ତବ୍ୟୋ ନାତିସଥ୍ୱଯଃ ।”

ଅନୁଶୀଳନୀ

ଶବ୍ଦାର୍ଥ :

ମାଂସାର୍ଥଂ— ମାଂସେର ଜନ୍ୟ । ଧନୁଷା— ଧନୁକେର ଦ୍ଵାରା । ନିଧାୟ— ରେଖେ । ଅପତତ୍— ପତିତ ହରେଛି ।
ପାଦାସଫାଲନେନ— ପାଯେର ଆସଫାଲନେ । ପରିଭ୍ରମନ୍— ପରିଭ୍ରମନ କରାତେ କରାତେ । ମାସତ୍ରଯଂ— ତିନମାସ ।

ବ୍ୟାକରଣ

(କ) ସମ୍ବିଧାନ :

ଧନୁରାଦାୟ = ଧନୁଃ + ଆଦାୟ । ମୃଗମହନ୍ = ମୃଗମ୍ + ଅହନ୍ । ଶୂକରମେକଂ = ଶୂକରମ୍ + ଏକଂ । ସର୍ପୋଷି = ସର୍ପଃ + ଅଷି । ଇତ୍ୟକ୍ରମ୍ମା = ଇତି + ଉକ୍ତା ।

(ଖ) କାରଣସହ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ୟ :

ଧନୁଷା— କରଣେ ଓଯା । ଶୂକରଂ— କର୍ମେ ଦ୍ୟା । ଶରେଣ— କରଣେ ଓଯା । ମେ— ସମନ୍ଦେଖ ଦ୍ୟାତ୍ । ମାସତ୍ରଯଂ—
ବ୍ୟାପ୍ତିର୍ଥେ ଦ୍ୟା । ଧନୁର୍ଗୁଣଂ— କର୍ମେ ଦ୍ୟା । ହୃଦି— ଅବଜ୍ଞଦେ ଦ୍ୟା ।

(ଗ) ବ୍ୟାସବାକ୍ୟସହ ସମାସେର ନାମ :

ଆହାରାର୍ଥୀ— ଆହାରମ୍ ଅର୍ଥାତେ ଯଃ (ଉପପଦ ତଂ) । ମାସତ୍ରଯଂ— ମାସାନାଂ ତ୍ରୟଂ (ଦ୍ୟାତ୍ ତଂ) । ସ୍ଵାଦହିନଂ— ସାଦେନ
ହିନଂ (ଦ୍ୟା ତଂ) ।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (\checkmark) চিহ্ন দাও :

- (ক) ব্যাধের নাম ছিল চড়ুরব/প্রণব/মহীধর/ভৈরব।
- (খ) ব্যাধ শিকারের জন্য গিয়েছিল নৈমিয়ারণ্যে/বিন্ধ্যারণ্যে/দণ্ডকারণ্যে/ব্যাসারণ্যে।
- (গ) মৃগ শিকার করে যাওয়ার সময় ব্যাধ দেখেছিল একটি বানর/ব্যাঘ/সিংহ/শূকর।
- (ঘ) ব্যাধকে হত্যা করেছিল ভলুক/শূকর/ব্রাহ্মণ/সিংহ।
- (ঙ) শৃঙ্গাল পঞ্চতৃত প্রাপ্ত হয়েছিল ত্রিশূলের/গদার/ধনুকের/কৃপাণের আঘাতে।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) স ————— ধনুরাদায় বিল্ধ্যারণ্যং গতঃ।
- (খ) ব্যাধঃ শূকরঃ ————— আহতবান্।
- (গ) ————— স ভূমৌ অপতৎ।
- (ঘ) মহদ্বোজাং ————— সমুপস্থিতম্।
- (ঙ) ————— ধনুর্গুণং খাদয়ি।

৩। বাক্য গঠন কর :

মাংসার্থং, শৃঙ্গালঃ, শূকরঃ, নাম, সুখেন।

৪। শব্দার্থ লিখ :

ধনুষা, পরিত্রমন, নিরায়, অপতৎ, মাসত্রয়ঃ।

৫। সম্বিধি বিচ্ছেদ কর :

সর্পোহপি, ধনুরাদায়, মৃগমহন, ইত্যাক্ত্বা, ততশ্চিহ্নে।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্গত কর :

ধনুষা, যে, মাসত্রয়ঃ, ধনুর্গুণঃ, হৃদি।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

আহারার্থী, স্বাদহীনং, মাসত্রয়ঃ।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) ততঃ স ----- দ্রষ্টবান्।
- (খ) শূকরোহপি ----- অপতৎ।
- (গ) অন্তরমেকঃ ----- সমুপস্থিতম্।
- (ঘ) ভবতু ----- তথাকরোৎ।

৯। গজাটির উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় উন্মৃত করে তার বাংলা অর্থ লেখ।

১০। 'ভৈরবব্যাধ-কথা' গজাটি বাংলা ভাষায় লেখ।

ସତ୍ତଃ ପାଠଃ
ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ଵମ्

ନୀଲବର୍ଣ୍ଣ-ଶୃଗାଳ-କଥା

ଅସିତ କୃଷ୍ଣପୁରେ କାଟିଥ ଶ୍ୟାମଲୀ ଅରଣ୍ୟାନୀ । ଅତ୍ର ଚଢ଼ରବୋ ନାମ ଶୃଗାଳଃ ପ୍ରତିବସତି ମ୍ବ । ଏକଦା ସ କ୍ଷୁଦ୍ରାପୀଡ଼ିତଃ ଆହାରାର୍ଥଂ ଗ୍ରାମଂ ପ୍ରବିଷ୍ଟଃ । ତତ୍ର କୁକୁରେଣ ତାଡ଼ିତଃ ସ କମ୍ୟାଚିତ୍ ରଜକସ୍ୟ ନୀଲଜଳେ ପତିତଃ । ତେଣ ସ ନୀଲବର୍ଣ୍ଣଃ ସଙ୍ଗାତଃ । ଅନୁତରଂ ସ ନୀଲବର୍ଣ୍ଣଃ ଶୃଗାଳଃ ଅରଣ୍ୟଂ ପ୍ରତାଗତଃ ।

ନୀଲବର୍ଣ୍ଣଶୃଗାଳଃ ଦୃଷ୍ଟା ବନବାସିନଃ ପଶବଃ ଭୟାର୍ତ୍ତାଃ ପଲାଯିତୁମୁଦ୍ୟତାଃ । ତଦା ଧୂର୍ତ୍ତଃ ଶୃଗାଳୋବଦ୍ରୁତଃ, “ତୋଃ ତୋଃ ପଶବଃ! ନ ଭେତବ୍ୟମ୍, ନ ଭେତବ୍ୟମ୍ । ଦେବପ୍ରେସିତଃ ଅହମେବ ଅସିନ୍ ବଲେ ପଶୁନାଂ ରାଜା । ଅତୋ ଯୁଧ ମଯା ଯତ୍ରେନ ପାଲନୀଯାଃ ରକ୍ଷଣୀୟାଶ ।”

ତତଃ ପ୍ରଭୃତି ସ ଶୃଗାଳୋ ରାଜେବ ଆଚରିତବାନ୍ । ସର୍ବେ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତବଶ ଅହର୍ନିଶଂ ତଂ ଭ୍ରତ୍ୟବ୍ୟ ସେବଣେ ମ୍ବ ।

ଆଥେକଦା ନୀଲବର୍ଣ୍ଣଃ ଶୃଗାଳଃ ପଶୁଭିଃ ପରିବୃତଃ ଉପବିଷ୍ଟଃ । ଅସିନ୍ ସମୟେ ଦୂରତଃ ଶୃଗାଳରବଂ ଶୁଦ୍ଧା ସ ମୋହାଦୁଚୈତଃ ରବଂ କୃତବାନ୍ । ତ୍ରୁଟିକାଂ ଶୃଗାଳ ଏବାଯଂ ନ ଦେବପ୍ରେସିତୋ ରାଜା ଇତି ଜ୍ଞାତ୍ଵା ହିଂସ୍ରଜନ୍ତବଶତଂ ଖର୍ଦ୍ଦିତବଶତଃ ।

ସଭାବୋ ଦୂରତିକ୍ରମ୍ୟଃ ।

ଅନୁଶଳନୀ

ଶଦ୍ଵାର୍ଥ :

ଅରଣ୍ୟାନୀ—ବୃଦ୍ଧ ଅରଣ୍ୟ । ପ୍ରବିଷ୍ଟଃ—ପ୍ରବେଶ କରେଛି । ରଜକସ୍ୟ—ଧୋପାର । ଦୃଷ୍ଟା—ଦେଖେ । ପଲାଯିତୁମ୍—ପଲାଯନ କରାତେ । ନ ଭେତବ୍ୟମ୍—ଭୟ ପାଓୟା ଉଚିତ ନୟ । ଦେବପ୍ରେସିତଃ—ଦେବତା କର୍ତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରେରିତ । ରାଜେବ—ରାଜାର ମତ । ଅହର୍ନିଶଂ—ଦିନରାତ ।

ବ୍ୟାକରଣ

(କ) ସମ୍ବିଧି ବିଚ୍ଛେଦ :

ପ୍ରତାଗତଃ = ପ୍ରତି + ଆଗତଃ । ପଲାଯିତୁମୁଦ୍ୟତାଃ = ପଲାଯିତୁମ୍ + ଉଦ୍ୟତାଃ । ରାଜେବ = ରାଜା + ଇବ । ଆଥେକଦା = ଅଥ + ଏକଦା । ମୋହାଦୁଚୈତଃ = ମୋହାତ୍ + ଉଚୈତଃ ।

(ଖ) କାରଣମହ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

କୃଷ୍ଣପୁରେ - ଅଧିକରଣେ ୭ମୀ । କୁକୁରେଣ - କର୍ତ୍ତ୍ବୟ ତୟା । ଅରଣ୍ୟଂ - କର୍ମେ ୨ୟା । ପଶୁନାଂ - ସମୟରେ ୬ଟୀ । ମୋହାତ୍ - ହେତୁ ଅର୍ଥେ ୫ମୀ ।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় :

বনবাসিনঃ- বনে বসতি যে (উপপদতৎ)। ভয়ার্তাঃ- ভয়েন ঝাতাঃ (তয়া তৎ)। দেবপ্রেষিতঃ-দেবেন প্রেষিতঃ (তয়া তৎ)।

টীকা :

পঞ্চতত্ত্বম্ সংস্কৃত গঞ্জসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে গঞ্জের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দেয়া হয়েছে। কথিত আছে যে, দাক্ষিণাত্যের পড়িত বিকুশ্চর্মা এটি রচনা করেন। পৃথিবীর পঞ্চাশটিরও বেশি ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে।

পঞ্চমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক (✓) চিহ্ন দাও :

- (ক) কৃষ্ণপুরে ছিল একটি পর্বত/নদী/উদ্যান/অরণ্যানী।
- (খ) শৃঙ্গালটির নাম ছিল ভৈরব/চন্দ্রব/দীর্ঘব/যোরব।
- (গ) নীলবর্ণশৃঙ্গাল পশুদের বলেছিল যে, সে দেবপ্রেষিত/মহেশ্বরপ্রেষিত/শ্রীবিষ্ণুপ্রেষিত/শ্রীদুর্গাপ্রেষিত রাজা।
- (ঘ) শৃঙ্গাল আচরণ করেছিল বন্দুর/সেবকের/রাজার/মন্ত্রীর মত।
- (ঙ) হিংস্র জন্মের শৃঙ্গালকে খেয়েছিল/খড় করেছিল/আঘাত করেছিল/নাখাঘাত করেছিল।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) শৃঙ্গালঃ —— আহারার্থং গ্রামং প্রবিষ্টঃ।
- (খ) তেন স নীলবর্ণঃ ——।
- (গ) নীলবর্ণঃ শৃঙ্গালঃ —— প্রত্যাগতঃ।
- (ঘ) —— যত্তে পালনীয়াঃ রক্ষণীয়াশ।
- (ঙ) —— তৎ ভৃত্যবৎ সেবন্তে স।

৩। বাক্য গঠন কর :

অরণ্যানী, নীলবর্ণঃ, ধূর্তঃ, রাজা, ভৃত্যবৎ।

৪। শব্দার্থ লেখ :

প্রবিষ্টঃ, তেতব্যম্, দৃষ্ট্বা, রজকস্য, রাজেব।

৫। সম্বিধি বিজ্ঞেদ কর :

মোহাদুচ্চেৎঃ, ভয়ার্তাঃ, রাজেব, প্রত্যাগতঃ, অঠেকদা ।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

পশুনাং, কৃষ্ণপুরে, কুকুরেণ, মোহাং, অরণ্যং ।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

ভয়ার্তাঃ, দেবপ্রেষিতঃ, বনবাসিনঃ, কুধাপীড়িতঃ ।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) তত্ত্ব কুকুরেণ প্রত্যাগতঃ ।

(খ) দেবপ্রেষিতঃ অহমেব রক্ষণীয়াশ্চ ।

(গ) অস্মিন् সময়ে খড়িতবন্তঃ ।

৯। ‘নীলবর্ণ-শৃঙ্গাল-কথা’ গল্পটির উপদেশ বাংলা অনুবাদসহ লেখ ।

১০। ‘নীলবর্ণ-শৃঙ্গাল-কথা’ গল্পটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? গল্পটি নিজের ভাষায় লেখ ।

সম্প্রতি পাঠঃ
হিতোপদেশঃ
সিংহ-শশক-কথা

আসীৎ শ্যামলী নাম কাচিং অরণ্যানী। তত্র দুর্দাণ্ডো নাম একঃ সিংহো নিবসতি স্ম। স প্রত্যহং যথাভিলাষং পশুন् অহন্ত। একদা সর্বে পশবো মিলিত্বা তৎসমীপং গতাঃ। ততস্তে অবদন্, “দেব! কিমৰ্থং ভবান् সর্বান্ পশুন হস্তি? যদি প্রসাদো ভবতি, তর্হি বয়মেব ভবতো ভোজনার্থং প্রত্যহম্ একৈকং পশুম উপহরামঃ।” সিংহো২বদ্ব, “যদ্যেতৎ যুদ্ধাক্ষম অভিমতম্ তর্হি তদ্ভবতু।” তস্মাত্ প্রভৃতি প্রতিদিনম্ একৈকং পশুং ভুক্তা সিংহঃ সুখেন কালং নীতবান্ত।

অঈকেদা কস্যাপি বৃন্দশশকস্য বারঃ সমায়াতঃ। সো২চিত্তয়ং, “যতো মৃত্যুর্মে ভবিষ্যতি তর্হি কথং সিংহস্য অনুনয়ং করিষ্যামি? তন্মুন্দং মন্দং যাস্যামি।” ততো ধীরং গচ্ছন্ স সিংহস্য সমীপম্ উপস্থিতঃ। ক্ষুধার্তঃ সিংহঃ কোপাত্ম শশকমবদ্ব, “কথম্ আগতো২সি বিলম্ফেন?” শশকো২বুবীং, “মহারাজ! আগচ্ছন্ পথি কেলচিং সিংহেন বলাদৃ ধৃতঃ।”

এতৎ শুক্তা সিংহঃ সকোপমবদ্ব, “কুত্রাসৌ দুরাত্মা? সত্ত্বরং দর্শয় মাম্।”

অনন্তরং স শশকঃ সিংহেন সহ কস্যাচিং কৃপস্য সমীপং গতঃ। ততঃ সো২বদ্ব, “অত্রাগত্য পশ্যতু প্রভুঃ।” অথাসৌ সিংহঃ কৃপজলে ঘন্তিবিষং দৃষ্টা সিংহাস্তরম্ অমন্যত। তেন কৃপিতঃ স প্রতিবিশোপরি আত্মানং নিক্ষিপ্য পঞ্চত্তৎ গতঃ।

“বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।”

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

মিলিত্বা — মিলিত হয়ে। প্রসাদঃ— অনুগ্রহ। হস্তি — হত্তা করে বা করছে। প্রত্যহম् — প্রতিদিন। যুদ্ধাক্ষম — তোমাদের। ভুক্তা — খেয়ে। যাস্যামি — যাব। গচ্ছন् — যেতে যেতে। শশকঃ — খরগোশ। বলাত্ম — বলপূর্বক। দর্শয় — দেখাও।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিধি বিচ্ছেদ :

ততস্তে = ততঃ + তে। বয়মেব = বয়ম্ + এব। একৈকং = এক + একং। যদ্যেতৎ = যদি + এতৎ। মৃত্যুর্মে = মৃত্যাঃ + মে। কুত্রাসৌ = কুত্র + অসৌ। অত্রাগত্য = অত্র + আগত্য।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

পশুন् — কর্মে ২য়া। যুদ্ধাক্ষয় — সমন্বে ৬ষ্ঠী। মন্দৎ — ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া। কোপাং — হেতু অর্থে ৫ষ্ঠী। সিংহেন — কর্তায় তয়া। কৃপজলে — অধিকরণে ৭ষ্ঠী।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম :

যথাভিলাষৎ — অভিলাষ্য অন্তিক্রম্য (অব্যয়ীভাবঃ)। তৎসমীপৎ — তস্য সমীপং (৬ষ্ঠী তৎ)।
বৃদ্ধশক্ষকস্য — বৃদ্ধঃ শশকঃ (কর্মধারয়ঃ), তস্য। ক্ষুধার্তঃ — ক্ষুধয়া খাতঃ (তয়া তৎ)। দুরাত্মা — দুঃ (দুষ্টঃ) আত্মা যস্য সঃ (বহুবীহিঃ)।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উচ্চরটির পাশে টিক (\checkmark) চিহ্ন দাও :

- (ক) সিংহটির নাম ছিল প্রচড়/চড়/দুর্দাঙ্গ/দুর্গড়।
- (খ) সিংহটি বাস করত ব্রহ্মারণে/বিল্ড্যারণে/নেমিষারণে/শ্যামলী অরণ্যে।
- (গ) সকল পশু সিংহের আহারের জন্য প্রতিদিন উপহার দিত একটি/দুটি/তিনটি/চারটি পশু।
- (ঘ) একদিন পালা এসেছিল বৃদ্ধ শৃঙ্গালোর/শাশকের/হরিণের/গাভীর।
- (ঙ) যার বুদ্ধি আছে তার আছে জ্ঞান/বল/ভক্তি/মুক্তি।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) স প্রতাহং — পশুন্ অহন্।
- (খ) — ভবান্ সর্বান্ পশুন্ হস্তি?
- (গ) কস্যাপি বৃদ্ধশক্ষকস্য বারঃ —।
- (ঘ) — সিংহঃ কোপাং শশকমবদং।
- (ঙ) কুত্রাসৌ —?

৩। বাক্য গঠন কর :

শ্যামলী, অবদন, পশুম, ভৃক্তা, কুপিতঃ।

৪। শব্দার্থ লেখ :

প্রসাদঃ, শশকঃ, হস্তি, মিলিতা, দর্শয়।

৫। সম্প্রিণী বিচ্ছেদ কর :

বয়ামেব, আত্রাগত্য, ততস্তে, যদোতৎ, মৃত্যুর্মে ।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

যুগ্মাকম্য, কৃপজলে, সিংহেন, কোপাদ্য, পশুন् ।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাদের নাম লেখ :

ক্ষুধার্তৎ, তৎসমীপং, যথাভিলাষং, দুরাত্মা, বৃদ্ধশশকস্য ।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) একদা সর্বে হস্তি?

(খ) যতো মৃত্যুর্মে যাস্যামি ।

(গ) এতৎ শুক্তা দর্শয় মাম্ ।

(ঘ) অথাসৌ সিংহঃ পঞ্চত্তৎ গতঃ ।

৯। ‘সিংহ-শশক-কথা’ গল্পটির উপদেশ সংস্কৃতে লেখ ।

১০। ‘বৃদ্ধির্ঘস্য বলৎ তস্য’- এই নীতিবাক্যটি অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় একটি গল্প লেখ ।

অষ্টমঃ পাঠঃ

হিতোপদেশঃ

ব্রাহ্মণ-নকুল-কৃষ্ণসর্প-কথা

আসীৎ দেবগ্রামে প্রণবো নাম ব্রাহ্মণঃ। তস্য পত্নী পুত্রমেকং প্রসূতবতী। একদা সা শিশুপুত্রং রক্ষিতুং ব্রাহ্মণম্ অবস্থাপ্য স্নানার্থং নদীং গত। অত্রাত্মে কশ্চিদ্ রাজকর্মচারী আগত্য ব্রাহ্মণম্ অবদৎ, “ভো ব্রাহ্মণ! কৃপাং কুরু। রাজভবনম্ আগত্য পার্বণশুল্দস্য দানং গৃহাণ।”

তদা ব্রাহ্মণো দারিদ্র্যবশাং অচিন্তয়ৎ, “যদি সত্ত্বরং ন গচ্ছামি তর্হি অপরঃ কশ্চিং ব্রাহ্মণো দানং গ্রহীষ্যতি। কিন্তু নকুলং বিনা অপরঃ কোৱপি অত্র নাস্তি। তৎ কিং করোমি? ভবতু, পুত্রবৃপেণ পালিতম্ ইমং নকুলং শিশুপুত্রস্য রক্ষণায় নিয়োজ্য গচ্ছামি।” এবং চিন্তয়িত্বা ব্রাহ্মণো রাজগৃহং গতঃ।

অত্রাত্মে কশ্চিং কৃষ্ণসর্পো বালকসমীপম্ আগতঃ। তদালোক্য নকুলমস্তং নিহত্য বালকস্য জীবনমরক্ষৎ। ততো ব্রাহ্মণো গৃহম্ আগত্য রক্তলিপ্তমুখং নকুলমপশ্যৎ। অতঃ সোৱচিন্তয়ৎ, “অবশ্যমেব মম পুত্রোভেন নকুলেন ভক্ষিতঃ। ইত্যালোচ্য স ব্রাহ্মণো নকুলং লগুড়েন হতবান्। ততো গৃহং প্রবিশ্য সুপ্তপুত্রং মৃতসর্পস্ত দৃঘৃতো স অতীব অনুতপ্তেৰভবৎ।

“সহসা বিদ্যীত ন ক্রিয়াম্।”

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

প্রসূতবতী — প্রসব করেছিল। রক্ষিতুং — রক্ষা করতে। পার্বণশুল্দস্য — পার্বণশুল্দের। দারিদ্র্যবশাং — দারিদ্র্যতাহেতু। গ্রহীষ্যতি — গ্রহণ করবে। রক্ষণায়—রক্ষার জন্য। চিন্তয়িত্বা — চিন্তা করে। কৃষ্ণসর্পঃ — গোকুর — সাপ। নিহত্যা— হত্যা করে। নকুলেন — বেজির দ্বারা।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিধি বিচ্ছেদ :

কোৱপি = কঃ + অপি। জীবনমরক্ষৎ = জীবনম্ + অরক্ষৎ। অবশ্যমেব = অবশ্যম্ + এব। মৃতসর্পস্ত = মৃতসর্পম্ + চ। অনুতপ্তেৰভবৎ = অনুতপ্তঃ + অভবৎ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

দেবগ্রামে — আধিকরণে ৭মী। ব্রাহ্মণম্ — কর্মে ২য়া। দারিদ্র্যবশাং — হেতু অর্থে ৫মী। শিশুপুত্রস্য — সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। রক্ষণায় — নিমিত্তার্থে ৪র্থী।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম :

রাজকর্মচারী — রাজঃ কর্মচারী (৬ষ্ঠী তৎ)। বালকসমীপম্ — বালকস্য সমীপম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। রক্তলিপ্তমুখং — রক্তেন লিপ্তঃ = রক্তলিপ্তঃ (ওয়া তৎ), রক্তলিপ্তং মুখং যস্য সঃ = রক্তলিপ্তমুখঃ (বহুবীহি), তম্।
সুণ্ডপুত্রং — সুণ্ডঃ পুত্রঃ (কর্মধারয়), তম্।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (\checkmark) টিক দাও :

- (ক) ব্রাহ্মণের নাম ছিল যাদব/মাধব/নবেন্দু/প্রণব।
- (খ) ব্রাহ্মণ শিশুপুত্রের রক্ষায় নিযুক্ত করেছিলেন নকুলকে/কুকুরকে/মার্জারকে/ময়নাকে।
- (গ) ব্রাহ্মণের আহান এসেছিল স্বর্ণকার বাঢ়ি/কর্মকার বাঢ়ি/রাজবাঢ়ি/রজকের বাঢ়ি থেকে।
- (ঘ) ব্রাহ্মণপুত্রের প্রাণ রক্ষা করেছিল বানর/নকুল/ভলুক/শশীক।
- (ঙ) নকুলকে মেরে ব্রাহ্মণ আনন্দিত/বিষণ্ণ/শাস্তি/অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) তস্য পত্নী পুত্রমেকং ——।
- (খ) তো ——, কৃপাং কুরু।
- (গ) —— কিৎ করোমি?
- (ঘ) ব্রাহ্মণো গৃহম্ আগত্য —— নকুলমপশ্যৎ।
- (ঙ) সহসা —— নং ক্রিয়াম্।

৩। বাক্য রচনা কর :

তস্য, কুরু, গ্রহীষ্যতি, প্রবিশ্য, অনুতপ্তঃ।

৪। শব্দার্থ লেখ :

রক্ষণায়, পার্বণশ্রাদ্ধস্য, দারিদ্র্যবশাঃ, নিহত্য, নকুলেন।

৫। সম্বিধি বিচ্ছেদ কর :

জীবনমরফ্ফৎ, কোৱপি, অবশ্যমেব, মৃতসর্পধ্বঃ, কশিঃ।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

রক্ষণায়, দেবগ্রামে, ব্রাহ্মণম্, দারিদ্র্যবশাণ, শিশুপুত্রস্য ।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাচের নাম লেখ :

সুপ্তপুত্রং, রাজকর্মচারী, রক্তলিপ্তমুখং, বালকসমীপম্ ।

৮। বাম পাশের পদের সঙ্গে ডান পাশের পদের মিল কর :

দানং	কুরু
রক্ষকঃ	গতঃ
ব্রাহ্মণঃ	নাস্তি
কৃপাঃ	গৃহাণ

৯। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) একদা সা পার্বৎশান্ত্রস্য দানং গৃহাণ ।
- (খ) তৎ কিং রাজগৃহং গতঃ ।
- (গ) অবশ্যমেব মম হতবান् ।
- (ঘ) ততো গৃহং অনুতপ্তেোভবৎ ।

১০। 'ব্রাহ্মণ-নকুল-কৃষ্ণসর্প-কথা' গল্পের উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় লেখ ।

১১। 'ব্রাহ্মণ-নকুল-কৃষ্ণসর্প-কথা' গল্পটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? গল্পটি নিজের ভাষায় লেখ ।

নবমঃ পাঠঃ

গুরুশিষ্য-সংবাদঃ

[আচার্যঃ আসনে উপবিষ্টঃ। শিষ্যস্য প্রবেশঃ]

শিষ্যঃ — আচার্য! প্রণমামি ভবত্তম্।

গুরুঃ — বৎস! কল্যাণং তে ভবত্তু। আসনে উপবিশ।

[শিষ্যঃ তথাকরোঞ্চ]

আচার্যঃ — কিৎ তৃয়া জ্ঞাতব্যাম?

শিষ্যঃ — বদত্ত ভবান् কঃ শ্রেষ্ঠঃ পিতা মাতা শিক্ষকো বা।

আচার্যঃ — “পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমাত্মপঃ” ইতি শাস্ত্রবচনং সর্বেবেব সুবিদিতম্।

অতঃ পিতা পূজনীয়ঃ শুন্দেহঘৃত।

শিষ্যঃ — আচার্য! গর্ভধারিণী প্রসবিত্রী চ মাতা অস্মান् যেহেন যত্তেন চ পালয়তি।

আচার্যঃ — বৎস! সত্যমেতৎ “গর্ভধারণপোষণাভ্যাং তাতান্নাতা গরীয়সী।”

শিষ্যঃ — আচার্য! বদত্ত তাবৎ শিক্ষকস্য অবদানম্।

আচার্যঃ — পিতা জন্মাতাশিক্ষকস্তু জ্ঞানাতাতা। স জ্ঞানাঙ্গলক্ষ্মাকয়া চক্ষুষাম্ উন্মীলনং করোতি।

শিষ্যঃ — ভগবদ্বচনং শুভ্রা প্রীতোভুমি।

আচার্যঃ — সাধু। আযুষ্মান্ ভব।

অনুশীলনী

শব্দার্থঃ

শিষ্যস্য — শিষ্যের। তপঃ — তপস্যা। শাস্ত্রবচনং — শাস্ত্রের কথা। প্রসবিত্রী — প্রসবকারিণী। যত্তেন — যত্তের সঙ্গে। শিক্ষকস্য — শিক্ষকের। চক্ষুষাম্ — চক্ষুগুলোর। শুভ্রা — শুনে। ভব — হও। তাতাঃ — পিতা থেকে। ভবান् — আপনি।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিদ্বারা বিচ্ছেদ :

শিক্ষকো বা = শিক্ষকঃ + বা। পরমত্তপঃ = পরম্য + তপঃ। সর্বেরেব = সর্বঃ + এব। সত্যমেতৎ = সত্যম् + এতৎ। তাতান্নাতা = তাতাঃ + মাতা। প্রীতোহম্ = প্রীতঃ + অহম্।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

ভবত্তম् — কর্মে ২য়া। আসনে — অধিকরণে ৭মী। সর্বঃ — কর্তায় ৩য়া। অস্মান् — কর্মে ২য়া। তাতাঃ — অপেক্ষার্থে ৫মী। চক্রুষাম্ — সমন্বে ৬ষ্ঠী।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরির পাশে টিক (\checkmark) চিহ্ন দাও :

- (ক) আচার্য শিষ্যকে বসতে বলেছিলেন বেধেও/আসনে/বৃক্ষতলে/ঘাসের উপর।
- (খ) পিতা অপেক্ষা মাতা শ্রেষ্ঠ, মেহ করেন/গর্ভধারণ করেন/পোষণ করেন/গর্ভধারণ ও পোষণ করেন
বলে।
- (গ) শিক্ষক অর্থদাতা/সমৃদ্ধিদাতা/জ্ঞানদাতা/মুক্তিদাতা।
- (ঘ) শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের চম্পুরূপীলন করেন অঞ্জনশ্লাকা/অলঙ্করণশ্লাকা/লেখনীশ্লাকা/জ্ঞানাঞ্জনশ্লাকা
দ্বারা।
- (ঙ) আচার্য শিষ্যকে আশীর্বাদ করলেন বিদান/বুদ্ধিমান/বিভ্রবান/আযুমান হতে।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) —— ভবান् কঃ শ্রেষ্ঠঃ।
- (খ) পিতা হি ——।
- (গ) —— তাতান্নাতা গরীয়সী।
- (ঘ) বদতু তাবৎ শিক্ষকস্য ——।
- (ঙ) ভগবদ্বচনং —— প্রীতোহম্।

৩। বাক্য রচনা কর :

প্রগমামি, তৃয়া, সত্যম्, শিক্ষকস্য, গরীয়সী।

৪। শব্দার্থ লেখ :

ভবান्, শাস্ত্রবচনৎ, যত্নেন, প্রসবিত্তী, শুত্তা ।

৫। সম্বিচ্ছেদ কর :

প্রীতোহম্, পরমস্তপঃ, সত্যমেতৎ, তাতান্নাতা, সৰ্বৈরেব ।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

সৰ্বেৎ, তাতাং, ভবস্তম্, চক্ষুম্যান्, অস্মান् ।

৭। বাম পাশের পদগুলোর সঙ্গে ডান পাশের পদগুলো সাজিয়ে লেখ :

ভবস্তম্	জ্ঞাতব্যম্
ত্ত্বা	ভব
পিতা	অহম্
প্রীতঃ	স্বর্গঃ
আযুম্যান्	প্রণমামি

৮। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- (ক) শিষ্য আচার্যের নিকট কি জানতে চেয়েছিল?
- (খ) আচার্য পিতা সম্পর্কে শিষ্যের নিকট কি বলেছিলেন?
- (গ) শিষ্য মাতা সম্পর্কে আচার্যের নিকট কি বলেছিল?
- (ঘ) শিক্ষক কি দান করেন?

৯। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) পিতা স্বর্গঃ শন্দেহযশ্চ ।
- (খ) বৎস! গরীয়সী ।
- (গ) পিতা জন্মদাতা করোতি ।

১০। গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের সারাংশ নিজের ভাষায় লেখ ।

দশমং পাঠঃ

শ্রীরামকৃষ্ণং পরমহংসঃ

শ্রীরামকৃষ্ণঃ পরমহংসঃ পশ্চিমবঙ্গস্য হুগলীজেলায়াঃ কামারপুরগ্রামে আবির্ভূতঃ। ধর্মনিষ্ঠঃ কুদিরামঃ চট্টোপাধ্যায়ঃ তস্য পিতা। সরলা পতিত্রতা করুণাময়ী চন্দ্রমণিদেবী তস্য মাতা। শৈশবে তস্য নামাসীৎ গদাধরঃ। একদা স জ্যেষ্ঠাভাত্রা সহ কলিকাতাম্ আগতঃ। অত্র দক্ষিণেশ্বরে রাসমণিদেব্যা প্রতিষ্ঠিতে কালীমন্দিরে স পূজকো২ভবৎ। তস্য ভক্ত্যা পূজয়া চ প্রীতিং লক্ষ্মী জগজ্জননী কালিকা তৎসমীপে আবির্ভূতা। বিবিধেমৈতেঃ সাধনাং কৃত্তা স ঈশ্বরমলভত। অনন্তরং সো২বদৎ “সর্বে এব ধর্মাঃ পন্থানশ্চ সত্যম্। যেন কেনচিৎ পথা মতেন বা সাধনাং কৃত্তা ঈশ্বরো লভ্যতে।”

শ্রীরামচন্দ্রমুখোপাধ্যায়স্য কল্যা সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণস্য সহধর্মিণী। স্বামী বিবেকানন্দঃ আসীনস্য শ্রেষ্ঠঃ শিষ্যঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চ অবতারঃ। সঃ ‘অবতারবরিষ্ঠঃ’ ইতি বিবেকানন্দস্য অভিমতম্। অতঃ শ্রীরামকৃষ্ণঃ অবতাররূপেণ সর্বত্র পূজ্যতে।

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

তস্য — তাঁর, ভক্ত্যা — ভক্তির দ্বারা। পূজয়া — পূজার দ্বারা। লক্ষ্মী — লাভ করে। ঈশ্বরম্ — ঈশ্বরকে। অলভত — লাভ করেছিলেন, লাভ করেছিল। পন্থানঃ — পথসমূহ। পথা - পথের দ্বারা। মতেন — মতের দ্বারা। বিবেকানন্দস্য — বিবেকানন্দের।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিধে বিচ্ছেদ :

নামাসীৎ = নাম + আসীৎ। পূজকো২ভবৎ = পূজক + অভবৎ। বিবিধেমৈতেঃ = বিবিধেঃ + মৈতেঃ।
ঈশ্বরমলভত = ঈশ্বরম্ + অলভত। পন্থানশ্চ = পন্থানঃ + চ। আসীনস্য = আসীৎ + তস্য।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

শৈশবে — কালাধিকরণে ৭মী। দক্ষিণেশ্বরে, কালীমন্দিরে — অধিকরণে ৭মী। ভক্ত্যা, পূজয়া — হেতু অর্থে ৩য়া। মতেন, পথা — করণে ৩য়া।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় :

কালীমন্দিরে — কাল্যাঃ মন্দিরম্ (৬ষ্ঠী তৎ), তস্মিন्। জগজ্জননী — জগতঃ জননী (৬ষ্ঠী তৎ)।
অবতারবরিষ্ঠঃ — অবতারেষু বরিষ্ঠঃ (৭মী তৎ)। অবতাররূপেণ — অবতারস্য রূপম্ (৬ষ্ঠী তৎ), তেন।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- (ক) শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন বিষ্ণুপুরে/বাণীপুরে/ব্রহ্মপুরে/কামারপুরে ।
- (খ) শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় এসেছিলেন মামা/পিতৃব্য/জ্যোষ্ঠাতাত/জ্যোষ্ঠাতার সঙ্গে ।
- (গ) দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রাসমণিদেবী/চন্দ্রমণিদেবী/যমুনাদেবী/সারদাদেবী ।
- (ঘ) শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মীণি ছিলেন মণিকাদেবী/কণিকাদেবী/সারদাদেবী/চন্দ্রাদেবী ।
- (ঙ) শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ/স্বামী অভেদানন্দ/স্বামী বিবেকানন্দ/স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) শৈশবে তস্য —— গদাধরঃ ।
- (খ) স কালীমন্দিরে —— ।
- (গ) সর্বে —— পন্থানশ্চ সত্যম् ।
- (ঘ) —— শ্রীরামকৃষ্ণস্য সহধর্মীণি ।
- (ঙ) স্বামী বিবেকানন্দঃ —— শ্রেষ্ঠঃ শিষ্যঃ ।

৩। বাক্য গঠন কর :

আবির্ভূতঃ, পিতা, শৈশবে, বিবেকানন্দঃ, শিষ্যঃ ।

৪। শব্দার্থ লেখ :

ভঙ্গা, অলভত, বিবেকানন্দস্য, পথা, মতেন ।

৫। সম্বিধি বিচ্ছেদ কর :

বিবিধের্মতেঃ, আসীতস্য, ঈশ্বরমলভত, পন্থানশ্চ, পূজাকোৰ্ভবৎ ।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

পথা, পূজয়া, শৈশবে, দক্ষিণেশ্বরে, মতেন ।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

জগজজননী, অবতাররূপেণ, কালীমন্দিরে, অবতারবরিষ্ঠঃ ।

৮। বাম পাশের পদগুলোর সঙ্গে ডান পাশের পদগুলো সাজিয়ে লেখ :

শ্রীরামকৃষ্ণঃ	সত্যম্
কালিকা	পূজ্যতে
শ্রীরামকৃষ্ণ মাতা	আবির্ভূতা
অবতাররূপেণ	চন্দ্রমণিদেবী
সর্বে পন্থানঃ	অবতারবরিষ্ঠঃ

৯। বাংলায় উত্তর দাও :

- (ক) শ্রীরামকৃষ্ণ কোথায় আবির্ভূত হন?
- (খ) শ্রীরামকৃষ্ণের পিতার নাম কি?
- (গ) শ্রীরামকৃষ্ণের মাতা কেমন ছিলেন?
- (ঘ) শ্রীরামকৃষ্ণ কোন মন্দিরের পূজক ছিলেন?
- (ঙ) সাধনায় সিন্ধি লাভ করে শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলেছিলেন?

১০। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) একদা স আবির্ভূতা ।
- (খ) অনন্তরং সোভদৃ ইশুরো লভ্যতে ।
- (গ) শ্রীরামকৃষ্ণঃ সর্বত্র পূজ্যতে ।

১১। তোমার পাঠ্যাংশ অনুসরণে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনী বাংলায় লেখ ।

একাদশঃ পাঠঃ

বসন্তকালঃ

বাংলাদেশে ষট্ ঋতবঃ সন্তি । তেষু বসন্ত এব শ্রেষ্ঠঃ । স ঋতুরাজ ইতি উচ্যতে । শীতাত্ পরং বসন্তঃ সমায়াতি । অস্মিন् কালে পৃথিবী অতীব শোভাময়ী ভবতি । বৃক্ষেষু জায়তে নবানি পত্রাণি । কাননে উদ্যানে চ বিচ্ছিন্নি পুষ্পাণি বিকশন্তি । সুগন্ধঃ বায়ুর্বাতি । সরোবরস্য জলং ভবতি নির্মলম্ । অত্র প্রস্ফুটন্তি মনোহরাণি কমলানি । মধুকরাঃ গুঞ্জন্তি সানন্দম্ । তে পুষ্পেভ্যো মধু আহরণ্তি রচয়ন্তি চ মধুচক্রম্ । দক্ষিণস্যাঃ দিশো বহুতি মলয়পবনঃ । বিহগাঃ কৃজন্তি মধুরম্ । কোকিলাঃ মধুরেণ কুহুরবেণ মুখরণ্তি দশ দিশঃ । অস্মিন् কালে ফাল্লনৌপূর্ণিমায়াৎ ভবতি দোলোৎসবঃ । তদা সর্বে অনুভবন্তি আনন্দম্ । অতো ভগবান् শ্রীকৃষ্ণঃ অবদৎ, “অহং ঋতুনাং কুসুমাকরঃ।”

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

ঋতবঃ — ঋতুসমূহ । শোভাময়ী — সুন্দরী । বৃক্ষেষু — বৃক্ষসমূহে । জায়তে — জন্মে । বাতি — প্রবাহিত হয় । মধুকরাঃ — মৌমাছিরা । মধুচক্রম — চৌমাক । তদা — তখন । কুসুমাকরঃ — বসন্ত ।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিধি বিজ্ঞেদ :

বায়ুর্বাতি = বায়ুঃ + বাতি । দোলোৎসবঃ = দোল + উৎসবঃ । পুষ্পেভ্যো মধু = পুষ্পেভ্যঃ + মধু । অতো ভগবান् = অতঃ + ভগবান् । কুসুমাকরঃ = কুসুম + আকরঃ ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

তেষু — নির্ধারণে ৭মী । বৃক্ষেষু — অধিকরণে ৭মী । সরোবরস্য — সংযোগে ৬ষ্ঠী । পুষ্পেভ্যঃ — অপাদানে ৫মী । মধুচক্রম — কর্মে ২য়া । মধুরম — ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া । ঋতুনাং — নির্ধারণে ৬ষ্ঠী ।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম :

ঋতুরাজঃ — ঋতুনাং রাজা (৬ষ্ঠী তৎ) । সুগন্ধঃ — সু (শোভনঃ) গন্ধঃ যস্য সঃ (বহুবীহি) । মধুকরাঃ — মধু কুর্বন্তি যে (উপপদতৎ) । কুসুমাকরঃ — কুসুমস্য আকরঃ (৬ষ্ঠী তৎ) ।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (\checkmark) চিহ্ন দাও :

- (ক) ঝাতুরাজ বলা হয় বর্ষাকে/শরৎকে/হেমন্তকে/বসন্তকে ।
- (খ) বসন্তকালে মনোহর কমল প্রম্ফুটিত হয় সরোবরে/নদীতে/সমুদ্রে/গোৰপদে ।
- (গ) দোলোৎসব হয় চৈত্র মাসের/ফাল্গুন মাসের/মাঘ মাসের/আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় ।
- (ঘ) কোকিলের শব্দকে বলা হয় ছেষা/কুকু/বৃংহণ/কৃজন ।
- (ঙ) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, “ঝাতুসম্মহের মধ্যে আমি শরৎ/হেমন্ত/শীত/কুসুমাকর ।”

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) বাংলাদেশে ষট্ —— ।
- (খ) —— পরং বসন্তঃ সমায়তি ।
- (গ) বৃক্ষেষ্য —— নবানি পত্রাণি ।
- (ঘ) —— জলং ভবতি নির্মলম् ।
- (ঙ) তে —— মধু আহরণ্তি ।

৩। বাক্য গঠন কর :

বসন্তঃ, পত্রাণি, বিকশতি, বিহগাঃ, শ্রীকৃষ্ণঃ ।

৪। শব্দার্থ লেখ :

কুসুমাকরঃ, জায়তে, বৃক্ষেষ্য, বাতি, ঝাতবঃ ।

৫। সংধি বিচ্ছেদ কর :

দোলোৎসবঃ, অতো ভগবান्, বাযুবৰ্তি, কুসুমাকরঃ ।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্গয় কর :

পুষ্পেভ্যঃ, মধুরম্, ঝাতুনাং, মধুচক্রম্, সরোবরস্য ।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

কুসুমাকরঃ, ঝাতুরাজঃ, সুগন্ধঃ, মধুকরাঃ ।

৮। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

- (ক) কোন্ ঝাতুকে ঝাতুরাজ বলা হয়?
- (খ) কখন বসন্তের সমাগম হয়?
- (গ) বসন্তকালে সরোবরের জল কেমন হয়?
- (ঘ) মধুকর কোথা থেকে মধু আহরণ করে?
- (ঙ) মলয়পুরন কোন্ দিক থেকে প্রবাহিত হয়?

৯। বামপাশের পদগুলোর সঙ্গে ডান পাশের পদগুলো সাজিয়ে লেখ :

ষট্	কৃজন্তি
বসন্তঃ	অবদৎ
শ্রীকৃষ্ণঃ	ঝাতবঃ
দোলোৎসবঃ	ঝাতুরাজঃ
বিহুঃ	ভবতি

১০। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) অমিন্ কালে বিকশন্তি ।
- (খ) মধুকরাঃ মলয়পুরনঃ ।
- (গ) অমিন্ কালে কুসুমাকরঃ ।

১১। বাংলা ভাষায় বসন্তকালের বর্ণনা দাও ।

ସାଦଶଃ ପାଠଃ

ଈଶ୍ୱରମୁତିଃ

ଈଶ୍ୱରଃ ପରମଃ କୃଷଃ ସଚିଦାନନ୍ଦବିଗ୍ରହଃ ।
ଅନାଦିରାଦିର୍ଗୋବିନ୍ଦଃ ସର୍ବକାରଣ-କାରଣମ् ॥
(ବ୍ରଙ୍ଗାସଂହିତା-୫/୧)

ନମୋ ବିଶ୍ୱରୂପାୟ ବିଶ୍ୱସିଥତ୍ୟଭେତବେ ।
ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟ ବିଶ୍ୱାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
(ଗୋପାଲପୂର୍ବତାପନିୟମ ଉପନିୟମ-୧)

ତୃମକ୍ଷରଃ ପରମଃ ବେଦିତବ୍ୟ ।
ତୃମସ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ପରଃ ନିଧାନମ୍ ।
ତୃମବ୍ୟରଃ ଶାଶ୍ଵତଧର୍ମଗୋପତା
ସନାତନମୃତଃ ପୁରୁଷୋ ମତୋ ମୋ ।

(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା-୧୧/୧୮)

ଅନୁଶୀଳନୀ

ଶବ୍ଦାର୍ଥ :

ବିଶ୍ୱସିଥତ୍ୟଭେତବେ — ବିଶ୍ୱେର ସିଥିତି ଓ ବିନାଶେର ହେତୁକେ । ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟ — ବିଶ୍ୱେର ଈଶ୍ୱରକେ । ବେଦିତବ୍ୟ —
ଜ୍ଞାତବ୍ୟ । ବିଶ୍ୱସ୍ୟ — ବିଶ୍ୱେର । ଶାଶ୍ଵତଧର୍ମଗୋପତା — ସନାତନଧର୍ମେର ରକ୍ତକ । ମତଃ — ଅଭିମତ । ମୋ —
ଆମାର । ଗୋବିନ୍ଦାୟ — ଗୋବିନ୍ଦକେ । ବିଶ୍ୱରୂପାୟ — ବିଶ୍ୱରୂପକେ ।

ବ୍ୟାକରଣ

(କ) ସମ୍ପଦ ବିଚ୍ଛେଦ :

ସଚିଦାନନ୍ଦବିଗ୍ରହଃ = ସ + ଚି + ଅନନ୍ଦବିଗ୍ରହଃ । ଅନାଦିରାଦିର୍ଗୋବିନ୍ଦଃ = ଅନାଦିଃ + ଆଦିଃ + ଗୋବିନ୍ଦଃ ।
ନମୋ ନମଃ = ନମଃ + ନମଃ । ତୃମକ୍ଷରଃ = ତୃମ୍ + ଅକ୍ଷରଃ । ସନାତନମୃତଃ = ସନାତନଃ + ତୃଃ । ତୃମସ୍ୟ = ତୃମ୍ +
ଅସ୍ୟ ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

গোবিন্দায়, বিশ্বায়, বিশ্বরূপায়, বিশ্বেশ্বরায় - নমস् (নমঃ) শব্দ যোগে ৪র্থী। বিশ্বস্য - সমষ্টিক্ষেত্রে ৬ষ্ঠী। ত্রুম্ - কর্তায় ১ম।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম :

গোবিন্দঃ - গাং বিন্দতি যঃ (উপপদতৎ)। বিশ্বরূপায় - বিশ্বং বৃপৎ যস্য সঃ (বহুবৰীহি), তটেম। বিশ্বেশ্বরায় - বিশ্বস্য দ্বিশ্বরঃ (৬ষ্ঠী তৎ), তটেম। অক্ষরং - ন ক্ষরং (নএও তৎ)।

প্রশ্নমালা

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) —— সর্বকারণকারণম্।
- (খ) নমো বিশ্বরূপায় ——।
- (গ) ত্রুমস্য —— পরং নিধানম্।
- (ঘ) —— শাশ্বতধর্মগোপ্তা।
- (ঙ) দ্বিশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ ——।

২। বাক্য গঠন কর :

অনাদিঃ, দ্বিশ্বরঃ, গোবিন্দায়, অব্যয়ঃ, মে।

৩। শব্দার্থ লেখ :

বিশ্বরূপায়, গোবিন্দায়, বেদিতব্যং, বিশ্বস্য, বিশ্বেশ্বরায়।

৪। সম্বিধ বিচ্ছেদ কর :

নমো নমঃ, ত্রুমক্ষরং, সনাতনসত্ত্বং, ত্রুমস্য।

৫। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

গোবিন্দায়, বিশ্বস্য, ত্রুম।

৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

গোবিন্দঃ, বিশ্বেশ্বরায়, অক্ষরং, বিশ্বরূপায়।

৭। বাম পাশের পদগুলোর সঙ্গে ডান পাশের পদগুলো সাজিয়ে লেখ :

ঈশ্বরঃ	নির্ধারণ
বিশ্বরূপায়	অব্যয়ঃ
তত্ত্ব	সর্বকারণকারণম্
বিশ্বস্য	নমঃ

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) ঈশ্বরঃ সর্বকারণকারণম্ ॥
- (খ) নমো বিশ্বরূপায় নমো নমঃ ॥
- (গ) তত্ত্বক্ষেত্ মতো মে ॥

৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ের ১৮ সংখ্যক শোকটি উদ্ধৃত কর ।

১০। তোমার পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত ব্রহ্মসংহিতার শোকটি মুখস্থ লেখ ।

ত্রয়োদশঃ পাঠঃ

গীতাচয়নম্

(ক) কর্মবিষয়কাঃ শোকাঃ

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেন্মু কদাচন ।

মা কর্মফলহেতুভূমি তে সঙ্গোৎস্থুকর্মণি ॥ ২/৪৭

নিয়তং কুরু কর্ম তৎ জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধেদকর্মণঃ ॥ ৩/৮

যজ্ঞার্থাং কর্মণোভ্যত্র লোকোভ্যাং কর্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গাঃ সমাচর ॥ ৩/৯

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসংজ্ঞিনাম্ ।

যোজয়েৎ সর্বকর্মণি বিদ্঵ান् যুক্তঃ সমাচরন् ॥ ৩/২৬

(খ) জ্ঞানবিষয়কাঃ শোকাঃ

শ্রেয়ান্ দ্রব্যাময়াদ্যজ্ঞাজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ ।

সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৪/৩৩

তত্ত্বিদ্ব প্রতিপাতেন পরিপ্রক্ষেপ সেবযা ।

উপদেশ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩/৩৪

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।

তৎ স্থায়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৪/৩৮

শ্রুত্যাবান् লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিযঃ ।

জ্ঞানং লক্ষ্মা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৪/৩৯

(ଗ) ଭକ୍ତିବିଷୟକାଃ ଶୋକାଃ

ସତତେ କୀର୍ତ୍ତ୍ୟାନ୍ତୋ ମାଂ ଯତ୍ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ବ୍ରତାଃ ।
ନମସ୍ୟପ୍ରତି ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତା ଉପାସତେ ॥ ୧୯/୧୪

ପତ୍ରେ ପୁଷ୍ପେ ଫଳେ ତୋଯେ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟାଚ୍ଛତି ।
ତଦହେ ଭକ୍ତ୍ୟାପହୃତମଶ୍ଵାମି ପ୍ରୟତାଆନଃ ॥ ୧୯/୨୬

ଶ୍ରୀପ୍ରେ ଭବତି ଧର୍ମାତ୍ମା ଶଶ୍ଵତ୍ତ୍ୱାତ୍ମିଂ ନିଗଞ୍ଜତି ।
କୌଣ୍ଡେ ପ୍ରତିଜାନୀହି ନ ମେ ଭକ୍ତଃ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି ॥ ୧୯/୩୧

ଯୋ ନ ହୁୟତି ନ ଦୈଟି ନ ଶୋଚତି ନ କାଞ୍ଚକତି ।
ଶୁଭାଶୁଭପରିତ୍ୟାଗୀ ଭକ୍ତିମାନ୍ ସଃ ସ ମେ ପ୍ରିୟଃ ॥ ୧୨/୧୭

ଅନୁଶୀଳନୀ

ଶବ୍ଦାର୍ଥ :

ଅକର୍ମଣଃ — କର୍ମ ନା କରା ଥେକେ । ପ୍ରସିଧ୍ୟେତ୍ — ନିର୍ବାହ ହୁଏ । ଯୋଜଯେତ୍ — କର୍ମେ ନିଯୁକ୍ତ ରାଖବେନ । କୌଣ୍ଡେ ହେ କୁଞ୍ଚିପୁତ୍ର । ବିନ୍ଦତି — ଲାଭ କରେ । ଜ୍ଞାନେ ତଥଗରଃ — ଜ୍ଞାନନିଷ୍ଠ । ସଂଘତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ — ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ । ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ — ବିନୀତ ଜିଜ୍ଞାସାର ଦ୍ୱାରା । ଭକ୍ତ୍ୟାପହୃତମ୍ — ଭକ୍ତିପ୍ରଦତ୍ତ । ପ୍ରତିଜାନୀହି — ନିଶ୍ଚଯରୂପେ ଜାନ ।

ବ୍ୟାକରଣ

(କ) ସମ୍ବିଦ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ :

ହୃକର୍ମଣଃ = ହି + ଅକର୍ମଣଃ । ପ୍ରସିଧ୍ୟେଦକର୍ମଣଃ = ପ୍ରସିଧ୍ୟେତ୍ + ଅକର୍ମଣଃ । କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସେତ = କର୍ମଣି + ଏବ + ଅଧିକାରଃ + ତେ । ପବିତ୍ରମିହ = ପବିତ୍ରମ୍ + ଇହ । କର୍ମାଖିଲଃ = କର୍ମ + ଅଖିଲଃ । ଜ୍ଞାନିନମ୍ତତ୍ତ୍ଵଦର୍ଶିନଃ = ଜ୍ଞାନିନଃ + ତତ୍ତ୍ଵଦର୍ଶିନଃ । ଶଶ୍ଵତ୍ତ୍ୱାତ୍ମିଂ = ଶଶ୍ଵ୍ତ + ଶାତ୍ମିଂ ।

(ଖ) କାରଣମହ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ୟ :

ଅକର୍ମଣଃ — ଅପେକ୍ଷାର୍ଥେ ୫ମୀ । ଜ୍ଞାନେନ — ‘ସଦୃଶମ’ ଶବ୍ଦଯୋଗେ ୩ୟା । କର୍ମଣି — ଅଧିକରଣେ ୭ମୀ । ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ — କର୍ତ୍ତାଯ ୧ମା । ଜ୍ଞାନେ — କର୍ମେ ୨ୟା । ସେବୟା — କରଣେ ୩ୟା । ଭକ୍ତ୍ୟା — କରଣେ ୩ୟା ।

(ଗ) ବ୍ୟାସବାକ୍ୟମହ ସମାସେର ନାମ :

ଶରୀରଯାତ୍ରା — ଶରୀରସ୍ୟ ଯାତ୍ରା (୬ଟୀ ତ୍ରେ) । ସଂଘତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ — ସଂଘତାନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ସଃ (ବହୁବ୍ରୀହି) । ତତ୍ତ୍ଵଦର୍ଶିନଃ — ତତ୍ତ୍ଵେ ପଶ୍ୟାତ୍ମି ସେ (ଉପପଦତ୍ରେ) । ଦୃଢ଼ବ୍ରତାଃ — ଦୃଢ଼େ ବ୍ରତେ ଯେବାଂ ତେ (ବହୁବ୍ରୀହି) । ଧର୍ମାତ୍ମା — ଧର୍ମଃ ଆତ୍ମା ସଃ (ବହୁବ୍ରୀହି) ।

প্রশ্নমালা

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) —— সর্বকর্মাণি বিদ্঵ান् যুক্তঃ সমাচরন् ।
- (খ) তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় —— সমাচর ।
- (গ) —— তে জ্ঞানং ভজানিষ্টত্ত্বদর্শিনঃ ।
- (ঘ) নমস্যত্ত্ব মাং ভক্ত্যা —— উপাসতে ।
- (ঙ) ছিপ্রং তবতি ধর্মাত্মা —— নিগচ্ছতি ।

২। বাক্য গঠন কর :

কুরু, সমাচর, কদাচ, বিদ্যতে, প্রণশ্যতি ।

৩। শব্দার্থ লেখ :

কৌন্তেয়, অকর্মণঃ, বিন্দতি, সংযতেন্দ্রিযঃ, প্রতিজানীহি ।

৪। ভাবার্থ লেখ :

- (ক) ন হি কালেনাত্মনি বিন্দতি॥
- (খ) যো ন মে প্রিযঃ॥
- (গ) নিয়তং কুরু প্রসিদ্ধেয়দকর্মণঃ॥

৫। সম্বিচ্ছেদ কর :

পবিত্রমিহ, শশৃচ্ছাস্তিৎ, কর্মাখিলং, হ্যকর্মণঃ ।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

কর্মণি, ভক্ত্যা, অকর্মণঃ, জ্ঞানং, জ্ঞানেন ।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

তত্ত্বদর্শিনঃ, শরীরযাত্রা, দৃঢ়ব্রতাঃ, ধর্মাত্মা ।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) কর্মণেবাধিকারস্তে সঙ্গোৎসত্ত্বকর্মণি॥
- (খ) শুন্দ্রাবান् শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥
- (গ) পত্রং প্রযতাত্মনঃ॥
- (ঘ) ছিপ্রং প্রণশ্যতি॥

৯। ভক্তিসম্পর্কিত একটি শোক মুখস্থ লেখ ।

১০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৯ নম্বর শোকটি উন্ধৃত কর ।

১১। কর্মবিষয়ক একটি শোক মুখস্থ লেখ ।

চতুর্দশং পাঠঃ বিদ্যাপ্রশস্তিঃ

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
 লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্শণঃ কিং করিষ্যতি ॥১
 শব্দীভূষণং চন্দ্রো নারীগাং ভূষণং পতিঃ ।
 পৃথিবীভূষণং রাজা বিদ্যা সর্বস্য ভূষণম् ॥২
 জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে নৈব ঢোরেণাপি ন নীয়তে ।
 দানে নৈব ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্ ॥৩
 রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ ।
 বিদ্যাহীনা ন শোভত্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ ॥৪

অনুশীলনী

শব্দার্থ :

করোতি — করে। লোচনাভ্যাং — দুই চোখে। করিষ্যতি — করবে। শব্দীভূষণং — রাতের অলংকার।
 জ্ঞাতিভিঃ — জ্ঞাতিগণের দ্বারা। বণ্ট্যতে — বণ্টিত হয়। ঢোরেণ — ঢোরের দ্বারা। কিংশুকাঃ —
 পলাশফুলগুলো।

ব্যাকরণ

(ক) সম্মিলিত বিচ্ছেদ :

নাস্তি = ন + অস্তি। নৈব = ন + এব। জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে = জ্ঞাতিভিঃ + বণ্ট্যতে। ঢোরেণাপি = ঢোরেণ +
 অপি।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় :

লোচনাভ্যাম্ — করণে ওয়া। দর্শণঃ — কর্তায় ১মা। সর্বস্য — সমন্বেধ ৬ষ্ঠী। জ্ঞাতিভিঃ — অনুকৃত কর্তায়
 (কর্মবাচের কর্তায়) ওয়া। বিদ্যাহীনাঃ — কর্তায় ১মা।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম :

শব্দীভূষণং — শব্দ্যাঃ ভূষণং (৬ষ্ঠী তৎ)। পৃথিবীভূষণং — পৃথিব্যাঃ ভূষণং (৬ষ্ঠী তৎ)। বিদ্যারত্নং —
 বিদ্যা এব রত্নং (রূপকক্রমধারয়)। মহাধনম্ — মহৎ ধনম্ (কর্মধারয়)। বিদ্যাহীনাঃ — বিদ্যয়া হীনাঃ (ওয়া
 তৎ)।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উভরটির পাশে টিক (\checkmark) চিহ্ন দাও :

- (ক) শাস্ত্র তার কোন কাজে লাগেনা যার বিদ্যা/প্রজ্ঞা/শ্রদ্ধা/ভক্তি/ নেই।
- (খ) পৃথিবীর ভূষণ রাজা/বিদ্যান/সাধু/কবি।
- (গ) দর্পণ কাজে লাগে না যার চোখ/বিদ্যা/বুদ্ধি/ভক্তি নেই।
- (ঘ) মহাধন বীরত্ব/সত্যবাদিতা/মততা/বিদ্যা।
- (ঙ) বিদ্যাহীন জবা/টিগর/কিংশুক/অপরাজিতা ফুলের মত।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) দর্পণঃ কিৎ ——।
- (খ) বিদ্যা —— ভূষণম্।
- (গ) —— মহাধনম্।
- (ঘ) —— নৈব ক্ষয়ঃ যাতি।
- (ঙ) বিদ্যাহীনা ন ——।

৩। বাক্য রচনা কর :

কদাচন, এব, দর্পণঃ, বিদ্যা, কিংশুকঃ।

৪। শব্দার্থ লেখ :

প্রজ্ঞা, জ্ঞাতিভিঃ, কিংশুকাঃ, বণ্ট্যতে, চৌরেণ।

৫। সম্বিধি বিচ্ছেদ কর :

চৌরেণাপি, নৈব, নাস্তি, জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে।

৬। কারণ উল্লেখ করে বিভক্তি নির্ণয় কর :

শাস্ত্রং, বিদ্যাহীনাঃ, রাজা, জ্ঞাতিভিঃ, সর্বস্য।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

পৃথিবীভূষণং, বিদ্যাহীনাঃ, বিদ্যারত্নং, মহাধনম।

ପଞ୍ଚଦଶଃ ପାଠଃ

ସୁଭାଷିତାନି

ତନ୍ତ୍ରକ୍ସ୍ୟ ବିଷଂ ଦନ୍ତେ ମକ୍ଷିକାଯାଃ ବିଷଂ ଶିରେ ।
 ବୃଚ୍ଛିକ୍ସ୍ୟ ବିଷଂ ପୁଛେ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଅସତୋ ବିଷମ୍ ॥ ୧
 ବରମେକୋ ଗୁଣୀ ପୁତ୍ରୋ ନ ଚ ମୂର୍ଖତୈରପି ।
 ଏକଶନ୍ଦୁସତମୋ ହନ୍ତି ନ ଚ ତାରାଗଣୈରପି ॥ ୨
 ପରିବତିନି ସଂସାରେ ମୃତଃ କୋ ବା ନ ଜାଯାତେ ।
 ସ ଜାତୋ ଯେନ ଜାତେନ ଯାତି ବଂଶଃ ସମୟାତିମ୍ ॥ ୩
 ଲୋଭାତ୍ କ୍ରୋଧଃ ପ୍ରଭବତି କ୍ରୋଧାଦ୍ଵ୍ରୋହଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ।
 ଦ୍ରୋହେଣ ନରକଂ ଯାତି ଶାସ୍ତ୍ରଭୋଷିପି ବିଚକ୍ଷଣଃ ॥ ୪
 ମାତୃବନ୍ ପରଦାରେୟ ପରଦୁରୋଧୀ ଲୋକ୍ତ୍ରବନ୍ ।
 ଆତ୍ମବନ୍ ସର୍ବଭୂତେୟ ସଃ ପଶ୍ୟାତି ସ ପଡ଼ିତଃ ॥ ୫
 ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଧ୍ୟାତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣି ନ ମନୋରଥେଃ ।
 ନ ହି ସୁପ୍ତ୍ସ୍ୟ ସିଂହ୍ସ୍ୟ ମୁଖେ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୃଗାଃ ॥ ୬
 ବରଂ ପର୍ବତଦୁର୍ଗେୟ ଭାସ୍ତ୍ରଂ ବନ୍ଚରୈଃ ସହ ।
 ନ ମୂର୍ଖଜନ୍ସଂସରଃ ଦୁରେନ୍ଦ୍ରବନେସ୍ଵପି ॥ ୭
 ଅଯଃ ନିଜଃ ପରୋ ବେତି ଗଣନା ଲଘୁଚେତସାମ୍ ।
 ଉଦାରଚରିତାନାଂ ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ॥ ୮
 ଉତସବେ ବ୍ୟାସନେ ତୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ରବିପବେ ।
 ରାଜଦାରେ ଶ୍ରୀଶାନେ ଚ ଯତ୍ତିତ୍ତୁତି ସ ବାନ୍ଧବଃ ॥ ୯
 ନୀଚଂ ଗୁରୁତରଯତ୍ତାଦର୍ପିତମପି ଭୂଭୂତୋରୁଥେ ।
 ତରଳତଯା ଯଥ ସଲିଲଂ ସଖଳତି ସହସା ସୟଃ ନୀଚେ ॥ ୧୦

ଅନୁଶୀଳନୀ

ଶବ୍ଦାର୍ଥ :

ମକ୍ଷିକାଯାଃ— ମାହିର । ବୃଚ୍ଛିକ୍ସ୍ୟ— ବିଷାକ୍ତ ପୋକାର । ଜାଯାତେ— ଜନ୍ୟ ନେଯ । ଜାତେନ— ଜନ୍ୟେର ଦ୍ୱାରା ।
 ବିଚକ୍ଷଣ— ପଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି । ଲୋକ୍ତ୍ରବନ୍— ମାଟିର ଢେଲାର ମତ । ସର୍ବଭୂତେୟ— ସକଳ ପ୍ରାଣୀର ମଧ୍ୟେ । ସୁପ୍ତ୍ସ୍ୟ—
 ଘୁମନ୍ତେର । ପର୍ବତଦୁର୍ଗେୟ— ପର୍ବତେର ଗୁହାୟ । ଲଘୁଚେତସାମ୍— ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ-ହନ୍ଦଯ ବ୍ୟକ୍ତିଦେର । କୁଟୁମ୍ବକମ୍— ଆତ୍ମୀୟ ।
 ବ୍ୟାସନେ— ବିପଦେ । ଭୂଭୂତଃ— ପର୍ବତେର ।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিচেদ :

বরমেকো = বরম् + একঃ। একশন্দ্রমতমো = একঃ + চন্দ্ৰঃ + তমঃ। ক্রোধাদ্দ্রোহঃ = ক্রোধাঃ + দ্রোহঃ।
 শাস্ত্রজ্ঞেৰপি = শাস্ত্রজ্ঞঃ + অপি। সুরেন্দ্ৰভবনেৰপি = সুরেন্দ্ৰভবনেয়ু + অপি। যস্তিষ্ঠতি = যঃ +
 তিষ্ঠতি। গুৱুতৰযত্তাদপিৰ্তমপি = গুৱুতৰযত্তাঃ + অপিৰ্তমঃ + অপি।

(খ) কাৰণসহ বিভক্তি নিৰ্ণয় :

তক্ষকস্য - সমন্বে থষ্টী। বিষৎ - কৰ্মে ২য়। মূৰ্খতৈঃ - কৰণে তয়া। পৱিবত্তিনি - অধিকৰণে ৭মী। লোভাঃ
 - হেতু অৰ্থে ৫মী। পৱদারেষু - অধিকৰণে ৭মী। পডিতঃ - কৰ্ত্তায় ১মা। বনচৱৈঃ - সহাৰ্থে ৩য়া।
 লঘুচেতসাম্ - সমন্বে থষ্টী। তৱলতয়া - হেতু অৰ্থে তয়া।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসেৰ নাম :

শাস্ত্রজ্ঞঃ- শাস্ত্রং জানাতি যঃ সঃ (উপপদতৎ)। পৱদারেষু - পৱাণাং দারাণি (৬ষ্টীতৎ), তেষু। পৰ্বতদুর্গেষু -
 পৰ্বতানাং দুর্গাণি (৬ষ্টী তৎ), তেষু। মূৰ্খজনসংসর্গঃ - মূৰ্খঃ জনঃ (কৰ্মধাৰয়), তেষাঃ সংসর্গঃ (৬ষ্টী তৎ)।
 সুরেন্দ্ৰভবনেষু - সুৱাণাম ইন্দ্ৰঃ যঃ সঃ, সুরেন্দ্ৰ (বহুবীহি), তসা ভবনম্ (৬ষ্টী তৎ), তেষু (গৌৱবে বহু)।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তৰটিৰ পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

- (ক) তক্ষকেৰ বিষ থাকে মাথায় / দন্তে / পায়ে / লেজে।
- (খ) শতমূৰ্ধেৰ চেয়ে ভাল একজন গুণিপুত্ৰ / বিদ্বানপুত্ৰ/ মূৰ্খপুত্ৰ/ সুন্দৱপুত্ৰ।
- (গ) লোভ থেকে জন্ম লেয় দ্রোহ/অসুখ/ক্রোধ/আকাঙ্ক্ষা।
- (ঘ) সকল প্রাণীকে দেখতে হবে নিজেৰ / শত্রুৰ / বন্ধুৰ / মূৰ্ধেৰ মত।
- (ঙ) আনন্দে, বিপদে যে পাশে থাকে সে-ই বাস্তৰ / পডিত/ গুণী / সজন।

২। শূণ্যস্থান পূরণ কর:

- (ক) —— বিষৎ দণ্ডে ।
- (খ) বরমেকো —— পুত্রঃ ।
- (গ) যাতি বংশঃ —— ।
- (ঘ) ক্রোধাদ্দ্রোহঃ —— ।
- (ঙ) বসুধৈব —— ।

৩। বাক্য রচনা কর:

শিরে, হস্তি, মৃগাঃ, বরং, অয়ং, নীচং ।

৪। শব্দার্থ লেখ:

পুচ্ছ, অসতঃ, হস্তি, পরিবর্তিনি, লোভাং, মাতৃবৎ, প্রবিশন্তি, তরলতয়া ।

৫। সম্বিধি বিচ্ছেদ কর:

মূর্খশ্টৈরপি, কো বা, সুরেন্দ্রভবনেষ্঵পি, যস্তিত্ত্বতি, বসুধৈব, ভূত্তোহগ্রে ।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর:

মক্ষিকায়াঃ, সর্বাঙ্গে, সম্মুল্লতিম, দ্রোহাং, নরকং, মনোরথৈঃ, রাষ্ট্রবিগবে ।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ:

মূর্খশ্টৈঃ, শাস্ত্রজ্ঞঃ, পরদ্বয়েষু, মূর্খজনসংসর্গঃ । উদারচরিতানাং, রাজদ্বারে ।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর:

- (ক) তক্ষকস্য-----বিষম ॥
- (খ) মাতৃবৎ-----পতিতঃ ॥
- (গ) অয়ং নিজ-----কুটুম্বকম্ ॥
- (ঘ) নীচং-----স্বয়ং নীচে ॥

৯। তোমার পাঠ্যাংশ থেকে যে- কোন একটি শোক উদ্ভৃত কর এবং বাংলায় তার অর্থ লিখ ।

১০। বামপাশের পদের সঙ্গে ডানপাশের পদের মিল কর:

তক্ষকস্য	হস্তি
একশচন্দ্রস্তমঃ	নীচে
আত্মবৎ	বিষৎ
বনচরোঃ	সর্বভূতেষু
স্বয়ং	সহ

ଦ୍ୱିତୀୟঃ অধ্যাযঃ

প্ৰথমঃ পাঠঃ

পদপ্রকরণম्

শব্দ : কয়েকটি বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি একত্র হয়ে যদি একটি অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে বলা হয় শব্দ।
যেমন- ন + অ + র + অ = নৰ | ল + অ + ত + আ = লতা।

কিন্তু বর্ণসমষ্টি যদি কোন অর্থ প্রকাশ না করে, তাহলে শব্দ হয় না। যেমন- ক + এ + ত + অ = কেত।
এখানে কতগুলো বর্ণ একত্র হলেও এগুলো মিলিতভাবে কোন অর্থ প্রকাশ না করায় শব্দ হয়নি।

পদ : বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলা হয়। যেমন- নৰ + ঔ = নৰো। এখানে 'নৰ' একটি শব্দ। এর সঙ্গে 'ঔ' এই শব্দবিভক্তি যুক্ত হয়ে 'নৰো' পদ গঠিত হয়েছে।

পদের শ্রেণীবিভাগ : পদ পাঁচ প্রকার- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

১। বিশেষ্য

যে পদের দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, গুণ, অবস্থা, ক্রিয়া প্রভৃতির নাম বোবায়, তাকে বলা হয় বিশেষ্য।

যেমন-

ব্যক্তি: গোপালঃ, গোবিন্দঃ, সীতা ইত্যাদি।

বস্তু: বিন্দু, জলম, অন্নম ইত্যাদি।

স্থান: মথুরা, কাশী, গয়া, বৃন্দাবনম ইত্যাদি।

গুণ: মধুরতা, চপলতা, মহাকুম ইত্যাদি।

অবস্থা: কৈশোরম, যৌবনম, দারিদ্র্যম ইত্যাদি।

ক্রিয়া: শয়নম, দর্শনম ইত্যাদি।

২। বিশেষণ

যে পদ বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ বলে। বিশেষণ
প্রধানত দুই প্রকার- নামবিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ।

নামবিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য পদের গুণ, অবস্থা প্রভৃতি প্রকাশ করে, তাকে নামবিশেষণ বলে। যেমন-
ক্লান্তঃ পথিকঃ। গতীরা রজনী। পৰকম ফলম।

ক্রিয়াবিশেষণ : যে পদ ক্রিয়াপদের অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া
বিভক্তির একবচন ও ক্লীবলিঙ্গ হয়। যেমন- কোকিলঃ মধুরম কৃজতি। বালিকা ধীরম গচ্ছতি।

୩ । ସର୍ବନାମ

ଯେ ପଦ ବିଶେଷୋର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତାକେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବଲେ । ସେମନ— ରାମଃ ସୁଶୀଳଃ ବାଲକଃ, ରାମଃ ପ୍ରତିଦିନମ୍ ବିଦ୍ୟାଲୟମ୍ ଗଞ୍ଜିତି, ରାମସ୍ ଚରିତ୍ରମ୍ ନିର୍ମଳମ୍—ଏହି ତିନଟି ବାକେୟ ବାରବାର 'ରାମ' ପଦେର ବ୍ୟବହାରେ ଶୁତିକଟ୍ଟ ଦୋଷ ହୁଏ । ଏଜନ୍ୟ 'ରାମଃ' ପଦେର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଦି ସଃ (ସେ) ଏବଂ ରାମସ୍ (ରାମେର) ପଦେର ପରିବର୍ତ୍ତେ 'ତସ' (ତାର) ପଦ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ, ତାହଲେ ବାକ୍ୟଗୁଲୋ ଶୁତିମଧ୍ୟର ହୁଏ । ସୁତରାଂ ଶୁତିକଟ୍ଟ ଦୋଷ ପରିତ୍ୟାଗେର ଜନ୍ୟ ବିଶେଷୋର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରା ପ୍ରୟୋଜନ । ବିଶେଷୋର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ପଦଗୁଲୋଇ ସର୍ବନାମ ।

କହେକଟି ସର୍ବନାମ ପଦ : ତେ (ତାରା), ତ୍ରମ୍ (ତୁମି), ସଃ (ଯେ), କଃ (କେ), କିମ୍ (କି), ଅୟମ୍ (ଏହି) ଇତ୍ୟାଦି ।

୪ । ଅବ୍ୟାୟ

ଅବ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ 'ଯାର ବାଯ ନେଇ' । ବାଯ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ସୁତରାଂ ଯେ ପଦେର କଥନେ କୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା, ଅର୍ଥାଂ ଯା ସବ ସମୟ ଏକଇ ରୂପେ ଥାକେ, ତାକେ ଅବ୍ୟାୟ ବଲା ହୁଏ । ସେମନ— ଅଧୁନା ଅହଂ ଗମିଷ୍ୟାମି—ଆମି ଏଥିନ ଯାବ । ତସ୍ୟାଃ ମୁଖଂ ପଦ୍ମମ୍ ଇବ—ତାର ମୁଖ ପଦ୍ମେର ମତ । ଏଥାନେ 'ଅଧୁନା' ଏବଂ 'ଇବ' ଅବ୍ୟାୟ ପଦ ।

ଆରୋ କହେକଟି ଅବ୍ୟାୟ ପଦେର ଉଦାହରଣ :

କଦା (କଥନ), କୁତ୍ର (କୋଥାଯା), ଅତୀବ (ଅତ୍ୟନ୍ତ), ଚ (ଏବଂ), ତତଃ (ତାରପର), ତଦା (ତଥନ) ଇତ୍ୟାଦି ।

୫ । କ୍ରିୟା

ଯା ଦ୍ୱାରା କୋଣ କାଜ କରା ବୋରାଯା, ତାକେ କ୍ରିୟାପଦ ବଲେ । ସେମନ— ସତ୍ୟଂ ବଦ-ସତ୍ୟ ବଲ । ଧର୍ମଂ ଚର-ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର । ବାଲକଃ ପଠିତି-ବାଲକଟି ପଡ଼େ । ବାଲିକା ଚନ୍ଦ୍ରମ୍ ପଶ୍ୟତି-ବାଲିକା ଚାନ୍ଦ ଦେଖେ ।

ଅନୁଶୀଳନୀ

- ୧ । ଶବ୍ଦ କାକେ ବଲେ? ଉଦାହରଣ ଦିଯେ ବୁଝିଯେ ଦାଓ ।
- ୨ । ପଦ କାକେ ବଲେ? ପଦ କତ ପ୍ରକାର ଓ କି କି?
- ୩ । ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କାକେ ବଲେ? ପୌଛଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦେର ଉଦାହରଣ ଦାଓ ।
- ୪ । ନାମବିଶେଷଣ ଓ କ୍ରିୟାବିଶେଷଣେର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଦାହରଣସହ ଦେଖ ।
- ୫ । ସର୍ବନାମ ପଦ କାକେ ବଲେ? କହେକଟି ସର୍ବନାମ ପଦେର ଉଦାହରଣ ଦାଓ ।
- ୬ । ଅବ୍ୟାୟ କାକେ ବଲେ? ଦୁଟି ଅବ୍ୟାୟ ପଦେର ବାକେୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଓ ।

৭। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- (ক) বিভক্তিযুক্ত শব্দকে কি বলে?
- (খ) 'মধুরতা' কোন পদ?
- (গ) ক্রিয়াবিশেষণে কোন লিঙ্গ হয়?
- (ঘ) সর্বনাম পদ কেন্দ্র পদের পরিবর্তে বসে?
- (ঙ) 'অব্যয়' শব্দের অর্থ কি?

৮। সঠিক উত্তরটি লেখ :

(ক) বিভক্তিযুক্ত শব্দকে বলে-

- | | |
|----------|----------------|
| (i) কারক | (ii) সম্বিধ |
| (iii) পদ | (iv) প্রত্যয়। |

(খ) 'কদা' একটি-

- | | |
|------------------|-----------------|
| (i) বিশেষ্য পদ | (ii) অব্যয় পদ |
| (iii) সর্বনাম পদ | (iv) বিশেষণ পদ। |

(গ) শয়নম্ একটি-

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (i) ক্রিয়া পদ | (ii) বিশেষ্য পদ |
| (iii) অব্যয় পদ | (iv) বিশেষণ পদ। |

(ঘ) 'পক্ষম্' একটি-

- | | |
|------------------|------------------|
| (i) বিশেষণ পদ | (ii) বিশেষ্য পদ |
| (iii) ক্রিয়া পদ | (iv) সর্বনাম পদ। |

(ঙ) 'পশ্যতি' একটি

- | | |
|------------------|-----------------|
| (i) বিশেষ্য পদ | (ii) বিশেষণ পদ |
| (iii) সর্বনাম পদ | (iv) ক্রিয়া পদ |

দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ

গত্ত-ষত্ত-বিধানম्

(ক) গত্ত-বিধান

যে-সকল বিধান বা নিয়ম অনুযায়ী দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ-তে পরিণত হয়, তাদের গত্ত-বিধান বলা হয়।
প্রধানত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ-তে পরিণত হয় :

১। এক পদস্থিত ঝ, ঝ্, র, ও মূর্ধন্য ষ-এই চারবর্ণের পরবর্তী দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়।

ঝ - ত্তৃণম, নৃণম, ঝণম, তিসৃণম ইত্যাদি।

ঝ্ - দাত্তৃণম, পিত্তৃণম, ভ্রাতৃণম, নেত্তৃণম ইত্যাদি।

র - কর্ণঃ, বর্ণঃ, চতুর্ণাম, বিদীর্ণম, ইত্যাদি।

ষ - কৃষঃ, বিষুঃ, তৃষ্ণা, সহিষ্ণু ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : ষ্ফ = ষ + ফ

২। যদি স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, ষ, ব, হ, বা ৎ (অনুস্বার)-এর ব্যবধান থাকে তাহলেও ঝ, ঝ্, র ও ষ-এর পদস্থিত একপদস্থ দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন-

স্বরবর্ণের ব্যবধান- করণম (র + অ + ণ)।

ক-বর্গের ব্যবধান- তর্কেণ (র + ক + এ + ণ)।

প-বর্গের ব্যবধান- দর্পেণ (র + প + এ + ণ)।

ষ-এর ব্যবধান- সৃষ্যেণ (র + ষ + এ + ণ)।

ব-এর ব্যবধান- গর্বেণ (র + ব + এ + ণ)।

হ-এর ব্যবধান- গ্রহণে (র + অ + হ + এ + ণ)।

ৎ (অনুস্বার)-এর ব্যবধান- বৃংহণম (ঝ + ৎ + হ + অ + ণ)

৩। পরা, পূর্ব ও অপর শব্দের পদস্থিত 'অহ' শব্দের দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন-প্রাহঃ, পরাহঃ, পূর্বাহঃ,
অপরাহঃ।

৪। প্র, পরা পরি ও নির্ব-এই চারটি উপসর্গের পরবর্তী নম্ব, নশ, নী প্রত্তি ধাতুর দন্ত্য স্মৃদ্ধন্য শ্ব হয়।

যেমন-

নম্ব-প্রণমতি, পরিণমতি, প্রণামঃ, পরিণামঃ।

নশ-প্রণশ্যতি, প্রণাশঃ, পরিণশ্যতি।

নী-প্রণয়তি, প্রণয়ঃ পরিণতি, পরিণয়ঃ।

দ্রষ্টব্য : ব্ = ব্। ষ = ষ। হ = হ + ণ।

(খ) ষষ্ঠি-বিধান

যে-সকল বিধান বা নিয়ম অনুযায়ী দন্ত্য স্মৃদ্ধন্য ষ-তে পরিবর্তিত হয় তাদের ষষ্ঠি-বিধান বলা হয়। ষ-ত্তৰ চারটি প্রধান বিধান বা নিয়ম নিম্নে প্রদত্ত হল :

১। আ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক্ষ ও ব্-এদের যে-কোন বর্ণের পরস্থিত প্রত্যয়ের দন্ত্য স্মৃদ্ধন্য ষ্ব হয়।

যেমন-

অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পর-মুনিষু, সাধুষু, নদীষু।

ক্ষ-এর পরে-দিক্ষু (ক্ষ = ক্ষ + ষ)

ব্-এর পরে — চতুর্ষু, গীর্ষু, সর্বেষু।

২। ৎ (অনুষ্ঠার) এবংঃ (বিসর্গ)-এর ব্যবধান থাকলেও প্রত্যয়ের দন্ত্য স্মৃদ্ধন্য ষ্ব হয়। যেমন— হবীংষি, ধনূংষি, আয়ুংষু।

৩। ই-কারান্ত ও উকারান্ত উপসর্গের পর সিচ, সথা, সদ, সিধ প্রত্তি ধাতুর দন্ত্য স্মৃদ্ধন্য ষ্ব হয়। যেমন—
ই-কারান্ত উপসর্গের পর- অভিষেকঃ, প্রতিষ্ঠানম্, নিয়াদঃ, প্রতিষেধঃ।

দ্রষ্টব্য : অভিষেকঃ = অভি-সিচ + ষঞ্চ। প্রতিষ্ঠানম্ = প্রতি-সথা + অন্ট। নিয়াদঃ = নি-সদ + ষঞ্চ।
প্রতিষেধঃ = প্রতি-সিধ + ষঞ্চ।

উ-কারান্ত উপসর্গের পর-অনুষ্ঠানম্, অনুযৈধতি।

দ্রষ্টব্য : অনুষ্ঠানম্ = অনু-সথা + অন্ট। অনুযৈধতি = অনু - সিধ + লট্টি।

৪। ট-বর্গের পূর্ববর্তী দন্ত্য স্মৃদ্ধন্য ষ্ব হয়। যেমন-কষ্টম্, স্পষ্টঃ, ওষ্টঃ, দুষ্টঃ।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক (✓) চিহ্ন দাও :

- (ক) তর্কেন/তর্কেণ/তার্কেন/তাৰ্কেণ
- (খ) অপৰাহ্নঃ/অপৰাহ্নঃ/আপৰাহ্নঃ/আপৰাহ্নঃ।
- (গ) অনুষ্টানম্/অনুষ্টাম/অনুষ্টানম/আনুষ্টানম্।
- (ঘ) পরিণ্যশ্যাতি/পৱিণ্যশ্যাতি/পৱিনয্যাতি/পৱিনস্যাতি।

২। শুল্দ কর :

করণম্, হরিনঃ, পূর্বাহ্নঃ, মধ্যাহ্নঃ, নরেশু, নদীস্তু, অনুষ্টানম্।

৩। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

- (ক) এক পদস্থিত ষ্ঠ-এর পরে কোন লং হয়?
- (খ) 'তৃণম' পদে কেন মূর্ধন্য ণ হয়েছে?
- (গ) 'পূর্বাহ' পদে কেন মূর্ধন্য ণ হয়েছে?
- (ঘ) 'প্রণয়ঃ' পদে কেন মূর্ধন্য ণ হয়েছে?
- (ঙ) ই-কারান্ত উপসর্গের পর 'সিচ' ধাতুর দণ্ড্য সং কোন স হয়?
- (চ) 'কষ্টম' পদে মূর্ধন্য-ষ হয়েছে কেন?

৪। ষষ্ঠি-বিধানের তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৫। ষষ্ঠি-বিধান কাকে বলে? উদাহরণসহ ষষ্ঠি-বিধানের প্রথম সূত্র দুটি লেখ।

৬। উদাহারণসহ ষষ্ঠি-বিধানের তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রটি লেখ।

৭। ষষ্ঠি-বিধান কাকে বলে? উদাহরণসহ ষষ্ঠি-বিধানের প্রথম দুটি সূত্র লেখ।

ত্রুটীয়ঃ পাঠঃ

শব্দরূপঃ

প্রথমা থেকে সপ্তমী পর্যন্ত সাতটি বিভক্তি ও সম্মোধন পদের একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনে শব্দের যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, তাদের বলা হয় শব্দরূপ। কোন কোন শব্দের সম্মোধন পদে কোন রূপ হয় না। যেমন- অস্মদ, যুগ্মদ, ত্রি, চতুর ইত্যাদি। নিম্নে কয়েকটি শব্দের রূপ প্রদর্শন করা হল :

পুঁজিঙ্গা শব্দ

১। সখি (বন্ধু)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	সখা	সখায়ো	সখায়ঃ
২য়া	সখায়ম্	সখায়ো	সখীন्
৩য়া	সখ্যা	সখিভ্যাম্	সখিভিঃ
৪র্থী	সখ্যে	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
৫মী	সখ্যঃ	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
৬ষ্ঠী	সখ্যঃ	সখ্যোঃ	সখীনাম্
৭মী	সখ্যো	সখ্যোঃ	সখিষ্যু
সম্মোধন	সখে	সখায়ো	সখায়ঃ

দ্রষ্টব্য : পূর্বস্থিত অপর কোন শব্দের সঙ্গে 'সখি' শব্দের সমাস হলে তার রূপ 'নর' শব্দের মত হয়।
যেমন- শ্রিয়সখ, রাজসখ, কৃষসখ ইত্যাদি।

୨। ପତି (ପ୍ରଭୁ, ସ୍ଵାମୀ)

ବିଭିନ୍ନି	ଏକବଚନ	ଦ୍ୱିବଚନ	ବୃଦ୍ଧିବଚନ
୧ମା	ପତିଃ	ପତୀ	ପତଯଃ
୨ମା	ପତିମ্	ପତୀ	ପତିନ୍
୩ମା	ପତ୍ୟା	ପତିଭ୍ୟାମ୍	ପତିଭିଃ
୪ଥୀ	ପତ୍ୟେ	ପତିଭ୍ୟାମ୍	ପତିଭଃ
୫ମୀ	ପତ୍ୟଃ	ପତିଭ୍ୟାମ୍	ପତିଭଃ
୬ଷ୍ଠୀ	ପତ୍ୟଃ	ପତ୍ୟୋଃ	ପତିନାମ୍
୭ମୀ	ପତ୍ୟୌ	ପତ୍ୟୋଃ	ପତିଷୁ
ସମୋଧନ	ପତେ	ପତୀ	ପତଯଃ

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : ପୂର୍ବସ୍ଥିତ ଅପର କୋନ ଶବ୍ଦେର ସଙ୍ଗେ ସମାପ୍ତ ହଲେ ‘ପତି’ ଶବ୍ଦେର ରୂପ ‘ମୁନି’ ଶବ୍ଦେର ମତ ହୟ । ସେମନ-
ଶ୍ରୀପତି, ଭୂପତି, ନରପତି, ମହୀପତି, ଶଟୀପତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ନୃପତି, କ୍ରିତିପତି ଇତ୍ୟାଦି ।

୩। ସୁଧୀ (ଜ୍ଞାନୀ)

ବିଭିନ୍ନି	ଏକବଚନ	ଦ୍ୱିବଚନ	ବୃଦ୍ଧିବଚନ
୧ମା	ସୁଧୀଃ	ସୁଧିଯୌ	ସୁଧିଯଃ
୨ମା	ସୁଧିଯାମ୍	ସୁଧିଯୌ	ସୁଧିଯଃ
୩ମା	ସୁଧିଯା	ସୁଧିଭ୍ୟାମ୍	ସୁଧିଭିଃ
୪ଥୀ	ସୁଧିଯେ	ସୁଧିଭ୍ୟାମ୍	ସୁଧିଭଃ
୫ମୀ	ସୁଧିଯଃ	ସୁଧିଭ୍ୟାମ୍	ସୁଧିଭଃ
୬ଷ୍ଠୀ	ସୁଧିଯଃ	ସୁଧିଯୋଃ	ସୁଧିଯାମ୍
୭ମୀ	ସୁଧିଯି	ସୁଧିଯୋଃ	ସୁଧିଷୁ
ସମୋଧନ	ସୁଧୀଃ	ସୁଧିଯୌ	ସୁଧିଯଃ

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : ମନ୍ଦଧୀ, ଅଳ୍ପଧୀ, ସୁଶ୍ରୀ, ଗତଭୀ (ନିର୍ଭୀକ) ପ୍ରଭୃତି ଈ-କାରାତ ପୁଣିଙ୍ଗା ଶବ୍ଦେର ରୂପ ‘ସୁଧୀ’ ଶବ୍ଦେର ମତ ।
‘ସୁଧୀ’ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ‘ସୁଧୀ’ ଶବ୍ଦେର ମତ ସେବର ଶବ୍ଦେର ରୂପ ହୟ, ତାଦେର ସେଖାନେଇ ହୁଏ ଇ-କାର
ହବେ, କିନ୍ତୁ ‘ୟ’ ନା ଥାକଲେ ଦୀର୍ଘ ଈ-କାର ହବେ ।

৪। দাত্ (দাতা)

বিভক্তি	একবচন	ধ্বিবচন	বহুবচন
১মা	দাতা	দাতারৌ	দাতারঃ
২য়া	দাতারম्	দাতারৌ	দাতৃন्
৩য়া	দাত্রা	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভিঃ
৪র্থী	দাত্রে	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভ্যঃ
৫মী	দাতুঃ	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভ্যঃ
৬ষ্ঠী	দাতুঃ	দাত্রোঃ	দাতৃণাম্
৭মী	দাতরি	দাত্রোঃ	দাতৃষু
সংযোধন	দাতঃ	দাতরৌ	দাতারঃ

দ্রষ্টব্য : জেত্ (জয়কারী), কর্তৃ (কর্তা), শ্রোত্ (শ্রোতা), হস্ত (ঘাতক), ভর্তৃ (স্বামী), নেতৃ (নেতা), বিধাত্ (বিধাতা) প্রভৃতি ঝ-কারান্ত পুঁথিঙ্গা শব্দের রূপ 'দাত্' শব্দের মত। তবে ভ্রাত্, জামাত্ ও ন্ (মানুষ)-এই কয়টি ঝ-কারান্ত শব্দের রূপে কিছু পার্থক্য আছে।

৫। ভ্রাত্ (ভাই)

বিভক্তি	একবচন	ধ্বিবচন	বহুবচন
১মা	ভাতা	ভাতরৌ	ভাতরঃ
২য়া	ভাতরম্	ভাতরৌ	ভাতৃন্
৩য়া	ভাত্রা	ভাতৃভ্যাম্	ভাতৃভিঃ
৪র্থী	ভাত্রে	ভাতৃভ্যাম্	ভাতৃভ্যঃ
৫মী	ভাতুঃ	ভাতৃভ্যাম্	ভাতৃভ্যঃ
৬ষ্ঠী	ভাতুঃ	ভাত্রোঃ	ভাতৃণাম্
৭মী	ভাতরি	ভাত্রোঃ	ভাতৃষু
সংযোধন	ভাতঃ	ভাতরৌ	ভাতারঃ

দ্রষ্টব্য : পিত্, জামাত্ (জামাতা), দেব্ (দেবর) প্রভৃতি শব্দের রূপ 'ভ্রাত্' শব্দের মত।

৬। গো (গুরুজাতি)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	গৌঃ	গাবৌ	গাবঃ
২য়া	গাম্	গাবৌ	গাঃ
৩য়া	গবা	গোভ্যাম্	গোভিঃ
৪থী	গবে	গোভ্যাম্	গোভঃ
৫মী	গোঃ	গোভ্যাম্	গোভাঃ
৬ষ্ঠী	গোঃ	গবোঃ	গবাম্
৭মী	গবি	গবোঃ	গোমু
সংযোধন	গৌঃ	গাবৌ	গাবঃ

দ্রষ্টব্য : 'গো' শব্দ 'গোজাতি' অর্থে পুঁলিঙ্গ, কিন্তু 'গাভী' অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ।

কুইবলিঙ্গা শব্দ

১। বারি (জল)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	বারি	বারিণী	বারীণি
২য়া	বারি	বারিণী	বারীণি
৩য়া	বারিণা	বারিভ্যাম্	বারিভিঃ
৪থী	বারিণে	বারিভ্যাম্	বারিভঃ
৫মী	বারিণঃ	বারিভ্যাম্	বারিভাঃ
৬ষ্ঠী	বারিণঃ	বারিণোঃ	বারীণাম্
৭মী	বারিণি	বারিণোঃ	বারিমু
সংযোধন	বারে, বারি	বারিণী	বারীণি

দ্রষ্টব্য : দধি, অস্থি (হাড়), সক্থি (উরু) ও অফি (চোখ) ভিন্ন সকল হৃষ্ব ই-কারান্ত কুইবলিঙ্গা শব্দের রূপ 'বারি' শব্দের মত।

২। মধু (মিষ্টি তরলদ্রব্য বিশেষ)

বিভক্তি	একবচন	দ্঵িবচন	বহুবচন
১মা	মধু	মধুনী	মধুনি
২য়া	মধু	মধুনী	মধুনি
৩য়া	মধুনা	মধুভ্যাম্	মধুভ্যঃ
৪র্থী	মধুনে	মধুভ্যাম্	মধুভ্যঃ
৫মী	মধুনঃ	মধুভ্যাম্	মধুভ্যঃ
৬ষ্ঠী	মধুনঃ	মধুনোঃ	মধুনাম্
৭মী	মধুনি	মধুনোঃ	মধুষু
সমোধন	মধো, মধু	মধুনী	মধুনি

দ্রষ্টব্য : অমু (জল), অশু (চাখের জল), জানু (হাঁট), দারু (কাঠ), বস্তু, শ্যশু (দাঢ়ি) প্রভৃতি হস্ত উ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ ‘মধু’ শব্দের মত।

৩। জল (বারি)

বিভক্তি	একবচন	দ্঵িবচন	বহুবচন
১মা	জলম্	জলে	জলানি
২য়া	জলম্	জলে	জলানি
৩য়া	জলেন	জলাভ্যাম্	জলেঃ
৪র্থী	জলায়	জলাভ্যাম্	জলেভ্যঃ
৫মী	জলাং	জলাভ্যাম্	জলেভ্যঃ
৬ষ্ঠী	জলস্য	জলয়োঃ	জলানাম্
৭মী	জলে	জলয়োঃ	জলেষু
সমোধন	জলম্	জলে	জলানি

দ্রষ্টব্য : ফল, বন, কানন, তৃণ, পুষ্প, মূল, পত্র, মিত্র, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, নক্ষত্র, মুখ, নয়ন, নগর, শরীর, যুদ্ধ, ক্ষেত্র প্রভৃতি অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ ‘জল’ শব্দের মত।

সর্বনাম শব্দ
১। অসম (আমি)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	অহম্	আবাম্	বয়ম্
২য়া	মাম্, মা	আবাম্, নৌ	অস্মান्, নঃ
৩য়া	ময়া	আবাভ্যাম্	অস্মাভিঃ
৪র্থী	মহ্যম্, মে	আবাভ্যাম্, নৌ	অস্মভ্যম্, নঃ
৫মী	মৎ	আবাভ্যাম্	অস্মৎ
৬ষ্ঠী	মম, মে	আবয়োঃ, নৌ	অস্মাকম্, নঃ
৭মী	ময়ি	আবয়োঃ	অস্মাসু

দ্রষ্টব্য : অসম শব্দের রূপ তিনি লিঙ্গেই সমান।

২। যুদ্ধদ্ব (তুমি)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	তৃম্	যুবাম্	যুঘম্
২য়া	তৃম, ত্বা	যুবাম্, বাম্	যুঘান্, বঃ
৩য়া	তৃয়া	যুবাভ্যাম্	যুঘাভিঃ
৪র্থী	তৃভ্যম্, তে	যুবাভ্যাম্, বাম্	যুঘভ্যম্, বঃ
৫মী	তৃৎ	যুবাভ্যাম্	যুঘৎ
৬ষ্ঠী	তব, তে	যুবয়োঃ, বাম্	যুঘাকম্, বঃ
৭মী	তৃয়ি	যুবয়োঃ	যুঘাসু

**৩। তদ্ব (সে, তিনি, তা)
পুংলিঙ্গা**

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	সঃ	তো	তে
২য়া	তম্	তো	তান্
৩য়া	তেন	তাভ্যাম্	তৈঃ
৪র্থী	তস্য	তাভ্যাম্	তেভ্যাঃ
৫মী	তস্মাত্	তাভ্যাম্	তেভ্যাঃ
৬ষ্ঠী	তস্য	তয়োঃ	তেযাম্
৭মী	তস্মিন্ঃ	তয়োঃ	তেয়ু

ঙ্গীবলিঙ্গা

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	তৎ	তে	তানি
২য়া	তৎ	তে	তানি
৩য়া	তেন	তাভ্যাম्	তৈঃ
৪র্থী	তস্মৈ	তাভ্যাম্	তেভ্যাঃ
৫মী	তস্মাত্	তাভ্যাম্	তেভ্যাঃ
৬ষ্ঠী	তস্য	তয়োঃ	তেষাম্
৭মী	তস্মিন्	তয়োঃ	তেষু

স্ত্রীলিঙ্গা

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	সা	তে	তাঃ
২য়া	তাম্	তে	তাঃ
৩য়া	তয়া	তাভ্যাম্	তাভিঃ
৪র্থী	তস্ম্য	তাভ্যাম্	তাভ্যাঃ
৫মী	তস্মাঃ	তাভ্যাম্	তাভ্যাঃ
৬ষ্ঠী	তস্মাঃ	তয়োঃ	তসাম্
৭মী	তস্মাম্	তয়োঃ	তসু

৪। কিম্ (কে, কি)

পুঁথিঙ্গা

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	কঃ	কৌ	কে
২য়া	কম্	কৌ	কান্
৩য়া	কেন	কাভ্যাম্	কৈঃ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
৪র্থী	কষ্টে	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
৫মী	কস্মাৎ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
৬ষ্ঠী	কস্য	কয়োঃ	কেষাম্
৭মী	কস্মিন्	কয়োঃ	কেষু

ঙ্গীবলিঙ্গা

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	কিম্	কে	কানি
২য়া	কিম্	কে	কানি
৩য়া	কেন	কাভ্যাম্	কৈঃ
৪র্থী	কষ্টে	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
৫মী	কস্মাৎ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
৬ষ্ঠী	কস্য	কয়োঃ	কেষাম্
৭মী	কস্মিন्	কয়োঃ	কেষু

স্ত্রীলিঙ্গা

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	কা	কে	কাঃ
২য়া	কাম্	কে	কাঃ
৩য়া	কয়া	কাভ্যাম্	কাভিঃ
৪র্থী	কষ্ট্য	কাভ্যাম্	কাভ্যঃ
৫মী	কস্যাঃ	কাভ্যাম্	কাভ্যঃ
৬ষ্ঠী	কস্যাঃ	কয়োঃ	কাসাম্
৭মী	কস্যাম্	কয়োঃ	কাসু

সংখ্যাবচক শব্দ

১। এক (একবচনাত্ত)

বিভক্তি	পুরুলিঙ্গ	লৌবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
১মা	একঃ	একম্	একা
২য়া	একম্	একম্	একাম্
৩য়া	একেন	একেন	একয়া
৪র্থী	একস্টেম	একস্টেম	একস্যে
৫মী	একস্মাত্	একস্মাত্	একস্যাঃ
৬ষ্ঠী	একস্য	একস্য	একস্যাঃ
৭মী	একস্মিন्	একস্মিন্	একস্যাম্

২। দ্বি (দুই) - দ্বিচনান্ত

বিভক্তি	পুরুলিঙ্গ	লৌবলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ
১মা	দো	দ্বে
২য়া	দ্বৌ	দ্বে
৩য়া	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
৪র্থী	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
৫মী	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
৬ষ্ঠী	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ
৭মী	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ

৩। ত্রি (তিনি)-বহুবচনাত্ত

বিভক্তি	পুরুলিঙ্গ	লৌবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
১মা	ত্রয়ঃ	ত্রীণি	ত্রিস্তুঃ
২য়া	ত্রীন্	ত্রীণি	ত্রিস্তুঃ
৩য়া	ত্রিভিঃ	ত্রিভিঃ	ত্রিস্তুভিঃ

ବିଭିନ୍ନ	ପୁଣିଲିଙ୍ଗ	କ୍ଲୀବଲିଙ୍ଗ	ସତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ
୪ଥୀ	ତ୍ରିଭ୍ୟଃ	ତ୍ରିଭ୍ୟଃ	ତିସୃଭ୍ୟଃ
୫ମୀ	ତ୍ରିଭ୍ୟଃ	ତ୍ରିଭ୍ୟଃ	ତିସୃଭ୍ୟଃ
୬ଷ୍ଠୀ	ତ୍ରୟାଗାମ୍	ତ୍ରୟାଗାମ୍	ତିସୃଗାମ୍
୭ମୀ	ତ୍ରିସୁ	ତ୍ରିସୁ	ତିସୃସୁ

୪। ଚତୁର୍ (ଚାର)-ବହୁବଚନାନ୍ତ

ବିଭିନ୍ନ	ପୁଣିଲିଙ୍ଗ	କ୍ଲୀବଲିଙ୍ଗ	ସତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ
୧ମା	ଚତୁରଃ	ଚତୁରି	ଚତସ୍ରଃ
୨ୟା	ଚତୁରଃ	ଚତୁରି	ଚତସ୍ରଃ
୩ୟା	ଚତୁର୍ଭିଃ	ଚତୁର୍ଭିଃ	ଚତସୃଭ୍ୟଃ
୪ଥୀ	ଚତୁର୍ଭ୍ୟଃ	ଚତୁର୍ଭ୍ୟଃ	ଚତସୃଭ୍ୟଃ
୫ମୀ	ଚତୁର୍ଭ୍ୟଃ	ଚତୁର୍ଭ୍ୟଃ	ଚତସୃଭ୍ୟଃ
୬ଷ୍ଠୀ	ଚତୁର୍ଣ୍ଣାମ୍	ଚତୁର୍ଣ୍ଣାମ୍	ଚତସୃଗାମ୍
୭ମୀ	ଚତୁର୍ଷୁ	ଚତୁର୍ଷୁ	ଚତସୃସୁ

ଶବ୍ଦରୂପେର ପ୍ରୟୋଗ

ବନ୍ଦୁଗଣ — ସଖ୍ୟଃ । ପ୍ରିୟବନ୍ଦୁ — ପ୍ରିୟସଖ୍ୟଃ । ପତିର ଦ୍ୱାରା — ପତ୍ୟଃ । ନରପତିର — ନରପତ୍ୟଃ । ମୁନିଗଣେର — ମୁନୀନାମ୍ । ହେ ସୁଧୀ — ସୁଧୀଃ । ଦୁଜନ ଦାତା — ଦାତାରୌ । ଘାତକଗଣେର — ହତ୍ତାଗାମ୍ । ଭାଇଦେର ଦ୍ୱାରା — ଭାତ୍ରଭିଃ । ଗରୁର ଦ୍ୱାରା — ଗବା । ଗରୁଣ୍ଣଲୋ — ଗାବଃ । ମଧୁର ଦ୍ୱାରା — ମଧୁନା । ମଧୁର — ମଧୁନଃ । ଜଳ ଥେକେ — ଜଳାତ୍ । ଆମରା ଦୁଜନ — ଆବାମ୍ । ଆମାର ଦ୍ୱାରା — ମଯା । ଆମା ଥେକେ — ମତ୍ । ସେ (ପୁଂ) — ସଃ, (ଶ୍ରୀ) — ଶା । ତାର — ତସ୍ୟ । ତାକେ(ଶ୍ରୀ) — ତାମ୍ । କାରା — କେ । କାଦେର — କେଷାମ୍ (ପୁଂ), କାଶାମ୍ (ଶ୍ରୀ) । କାର — କସ୍ୟ (ପୁଂ), କସ୍ୟଃ (ଶ୍ରୀ) । ଏକେର ଦ୍ୱାରା — ଏକେନ (ପୁଂ ଓ କ୍ଲୀବ), ଏକୟା (ଶ୍ରୀ) । ଦୂଟି — ଦେ (କ୍ଲୀବ ଓ ଶ୍ରୀ) । ଦୁଜନ (ପୁଂ) — ଦୌ । ଦୁଜନ (ଶ୍ରୀ) — ଦେ । ତିନଜନେର ଦ୍ୱାରା (ପୁଂ) — ତ୍ରିଭ୍ୟଃ । ତିନଜନେର ଦ୍ୱାରା (ଶ୍ରୀ) — ତିସୃଭ୍ୟଃ । ଚାରଟି — ଚତୁରି (କ୍ଲୀବ) । ଚାରଜନ (ପୁଂ) — ଚତୁରଃ । ଚାରଜନ (ଶ୍ରୀ) — ଚତସ୍ରଃ ।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (\checkmark) চিহ্ন দাও :

- (ক) ‘গিত্’ শব্দের রূপ দাত্/আত্/মাত্/কর্ত্ শব্দের মত ।
- (খ) ‘অমু’ শব্দের রূপ সাধু/বিধু/রিপু/মধু/শব্দের মত ।
- (গ) ‘বারি’ শব্দের ঘষ্টীর বহুবচনের রূপ বারীগাম/বারিগাম/বারিণি/বারিণঃ ।
- (ঘ) ‘জল’ শব্দের সঙ্গীর দ্বিতীয়ের রূপ জলস্য/জলয়োঃ/জলানাম/জলেষু ।
- (ঙ) পুঁলিঙ্গ ‘তদ্’ শব্দের সঙ্গীর একবচনের রূপ তষ্য/তশ্য/তস্য/তস্মিন् ।

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- (ক) শব্দরূপ কাকে বলে?
- (খ) ‘জেত্’ শব্দের রূপ কোনু শব্দের মত?
- (গ) ‘ন্’ শব্দের অর্থ কি?
- (ঘ) গাড়ী অর্থে ‘গো’ শব্দ কোনু লিঙ্গ?
- (ঙ) ‘শুশ্রাব’ শব্দের রূপ কোন শব্দের মত?
- (চ) ‘পত্’ শব্দের রূপ কোনু শব্দের মত?
- (ছ) ‘কিম্’ শব্দ কোনু শব্দের মত?
- (জ) ‘কিম্’ শব্দ কোনু লিঙ্গে প্রযুক্ত হয়?
- (ঝ) ‘ত্’ শব্দ কোনু কোনু লিঙ্গে প্রযুক্ত হয়?

৩। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) নরপতেঃ । (খ) মধুনা । (গ) জলাত্ । (ঘ) ময়া । (ঙ) দাতারৌ । (চ) পত্যা । (ছ) বয়ম্ ।
- (জ) ত্বাম্ ।

৪। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

- (ক) প্রিয় বন্ধু । (খ) আমাদের । (গ) তোমাদের । (ঘ) গরুর দ্বারা । (ঙ) মুনিদের । (চ) ভাইদের দ্বারা । (ছ) কাদের । (জ) তাদের । (ঝ) চারজন ।

৫। নির্দেশ অনুযায়ী নিচের শব্দগুলির রূপ লেখ :

- (ক) ‘প্রিয়স্থ’ শব্দের তৃতীয়ার একবচন ।
- (খ) ‘পতি’ শব্দের প্রথমার বহুবচন ।

- (ଗ) 'ଶ୍ରୀପତି' ଶଦେର ସତ୍ତୀର ଏକବଚନ ।
- (ଘ) 'ସୁଧୀ' ଶଦେର ସନ୍ତୋଷିକୀର ବହୁବଚନ ।
- (ଙ) 'ଭର୍ତ୍ତ' ଶଦେର ପ୍ରଥମାର ବହୁବଚନ ।
- (ଘ) 'ଭାତ୍' ଶଦେର ସତ୍ତୀର ଏକବଚନ ।
- (ଛ) 'ବାରି' ଶଦେର ଦ୍ଵିତୀୟାର ବହୁବଚନ ।
- (ଜ) 'ଜଳ' ଶଦେର ପ୍ରଥମାର ବହୁବଚନ ।
- (ଝ) 'ତଦ୍' ଶଦେର କ୍ଲୀବଲିଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମାର ବହୁବଚନ ।
- (ୟ) 'ତଦ୍' ଶଦେର ପୁଣ୍ଲିଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମାର ବହୁବଚନ ।
- (ୟ) 'ଏକ' ଶଦେର ପୁଣ୍ଲିଙ୍ଗେ ଚତୁର୍ଥୀର ଏକବଚନ ।
- (ୟ) 'ଦ୍ଵି' ଶଦେର ପୁଣ୍ଲିଙ୍ଗେ ସନ୍ତୋଷିକୀର ଦ୍ଵିଚନ ।
- (ଡ) 'ଚୁତୁର' ଶଦେର କ୍ଲୀଲିଙ୍ଗେ ତୃତୀୟାର ବହୁବଚନ ।

୬। କିମ୍ ଶଦେର ପୁଣ୍ଲିଙ୍ଗୋର ରୂପ ଲେଖ ।

- ୭। ସୁଅନ୍ଦ ଶଦେର ରୂପ ଲେଖ ।
- ୮। 'ଅନ୍ତମଦ' ଶଦେର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଲେଖ ।
- ୯। ପଞ୍ଚମୀ ଥେକେ ସନ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ମଧୁ' ଶଦେର ରୂପ ଲେଖ ।
- ୧୦। ପଞ୍ଚମୀ ଥେକେ ସନ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧୀ ଶଦେର ରୂପ ଲେଖ ।
- ୧୧। ପ୍ରଥମା ଥେକେ ଚତୁର୍ଥୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଗୋ' ଶଦେର ରୂପ ଲେଖ ।
- ୧୨। ସକଳ ବିଭକ୍ତି ଓ ବଚନେ 'ଦାତ୍' ଶଦେର ରୂପ ଲେଖ ।

চতুর্থঃ পাঠঃ

ধাতুরূপঃ

কর্তৃবাচ্যে সংস্কৃত ধাতুগুলো তিনি প্রকার-পরমৈষিপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী।

বর্তমান কাল বোঝাতে লট্, অতীত কাল বোঝাতে লঙ্, ভবিষ্যৎ কাল বোঝাতে লৃট, বর্তমান অনুজ্ঞা বোঝাতে লোট্ এবং উচিত্য অর্থে বিধিলিঙ্গ-এর প্রয়োগ হয়।

ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন তিঙ্গ বিভক্তি যুক্ত হয়ে ধাতুরূপ গঠিত হয়।

নিম্নে তিঙ্গ বিভক্তির আকৃতি প্রদর্শিত হল :

পরমৈষিপদ

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়মপুরুষ
একবচন	তি	সি	মি
দ্বিবচন	তস্	থস্	বস্
বহুবচন	অস্তি	থ	মস্

লোট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়মপুরুষ
একবচন	তু	হি	আনি
দ্বিবচন	তাম্	তম্	আব
বহুবচন	অস্তু	ত	আম

লঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়মপুরুষ
একবচন	দ্ (ং)	স্ (ঃ)	অম্
দ্বিবচন	তাম্	তম্	ব
বহুবচন	অন্	ত	ম

ବିଧିଲିଙ୍ଗ

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ଯାଏ	ଯାସ୍	ଯାମ୍
ଦ୍ଵିବଚନ	ଯାତାମ୍	ଯାତମ୍	ଯାବ
ବହୁବଚନ	ଯୁସ୍	ଯାତ	ଯାମ

ଲୃଟ୍

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ସ୍ୟତି	ସ୍ୟସି	ସ୍ୟାମି
ଦ୍ଵିବଚନ	ସ୍ୟତସ୍	ସ୍ୟଥସ୍	ସ୍ୟାବସ୍
ବହୁବଚନ	ସ୍ୟତ୍ତି	ସ୍ୟଥ	ସ୍ୟାମସ୍

ଆତମେପଦ

ଲୋଟ୍

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ତେ	ଦେ	ଏ
ଦ୍ଵିବଚନ	ଆତେ	ଆଥେ	ବହେ
ବହୁବଚନ	ଆତେ	ଦେବେ	ମହେ

ଲୋଟ୍

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ତାମ୍	ଦ୍ଵୀ	ଏଇ
ଦ୍ଵିବଚନ	ଆତାମ୍	ଆଥାମ୍	ଆବହୈ
ବହୁବଚନ	ଆତାମ୍	ଦ୍ଵୀମ୍	ଆମହୈ

লঙ্গ

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	ত	থাস्	ই
দ্বিবচন	আতাম্	আথাম্	বহি
বহুবচন	অত	ধৰ্ম	মহি

বিধিলিঙ্গ

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	ঈত	ইথাস্	ঈয়
দ্বিবচন	ঈয়াতাম্	ঈয়াথাম্	ঈবহি
বহুবচন	ঈরন্	ঈধৰম্	ঈমহি

লৃট

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	স্যতে	স্যসে	স্যে
দ্বিবহন	স্যেতে	স্যেথে	স্যাবহে
বহুবচন	স্যন্তে	স্যধের	স্যামহে

নিম্নে পাঁচটি ল-কারে অর্থাৎ লট্, লোট্, লঙ্গ, বিধিলিঙ্গ ও লৃট্ ল-কারে কয়েটি ধাতুরূপ প্রদর্শিত হল।

১। প্রচ্ছ (প্রশ্নকরা, জিজ্ঞেস করা)-পরমৈষণী**লট্**

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	পৃচ্ছতি	পৃচ্ছসি	পৃচ্ছামি
দ্বিবচন	পৃচ্ছতঃ	পৃচ্ছথঃ	পৃচ্ছাবঃ
বহুবচন	পৃচ্ছন্তি	পৃচ্ছথ	পৃচ্ছামঃ

লোট

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	পৃষ্ঠত্ত	পৃষ্ঠ	পৃষ্ঠানি
দ্঵িবচন	পৃষ্ঠতাম্	পৃষ্ঠতম্	পৃষ্ঠাব
বহুবচন	পৃষ্ঠত্ত্ব	পৃষ্ঠত	পৃষ্ঠাম

লঙ্ঘ

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	অপৃষ্ঠৎ	অপৃষ্ঠঃ	অপৃষ্ঠম্
দ্঵িবচন	অপৃষ্ঠতাম্	অপৃষ্ঠতম্	অপৃষ্ঠাব
বহুবচন	অপৃষ্ঠন্ত	অপৃষ্ঠ	অপৃষ্ঠাম

বিধিলিঙ্গ

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	পৃষ্ঠেৎ	পৃষ্ঠেঃ	পৃষ্ঠেয়ম্
দ্঵িবচন	পৃষ্ঠতাম্	পৃষ্ঠতম্	পৃষ্ঠব
বহুবচন	পৃষ্ঠেয়ঃ	পৃষ্ঠেত	পৃষ্ঠেম

লৃট

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	প্রক্ষয়তি	প্রক্ষসি	প্রক্ষয়ামি
দ্঵িবচন	প্রক্ষয়তঃ	প্রত্যথঃ	প্রক্ষয়াবঃ
বহুবচন	প্রক্ষয়তি	প্রক্ষয়	প্রক্ষয়ামঃ

২। ক্ৰ (কৰা)-উভয়পদী পৰামৈপদী

লাট্

বচন	প্ৰথমপুৰুষ	মধ্যমপুৰুষ	উভমপুৰুষ
একবচন	কৰোতি	কৰোধি	কৰোমি
দ্বিবচন	কৰুতাঃ	কৰথঃ	কৰ্বঃ
বহুবচন	কৰ্বতি	কৰুথ	কৰ্মঃ

লোট্

বচন	প্ৰথমপুৰুষ	মধ্যমপুৰুষ	উভমপুৰুষ
একবচন	কৰোতু	কৰুৰু	কৰোণি
দ্বিবচন	কৰুতাম্	কৰুতম্	কৰোব
বহুবচন	কৰ্বতু	কৰুত	কৰোম

লঙ্গ

বচন	প্ৰথমপুৰুষ	মধ্যমপুৰুষ	উভমপুৰুষ
একবচন	অকৰোঁ	অকৰোঃ	অকৰৱম্
দ্বিবচন	অকৰুতাম্	অকৰুতম্	অকৰ্ব
বহুবচন	অকৰ্বন্	অকৰুত	অকৰ্ম

বিধিলিঙ্গ

বচন	প্ৰথমপুৰুষ	মধ্যমপুৰুষ	উভমপুৰুষ
একবচন	কৰ্যাঃ	কৰ্যাঃ	কৰ্যাম্
দ্বিবচন	কৰ্যাতাম্	কৰ্যাতম্	কৰ্যাব
বহুবচন	কৰ্যুঃ	কৰ্যাত	কৰ্যাম

লৃট্

বচন	প্ৰথমপুৰুষ	মধ্যমপুৰুষ	উভমপুৰুষ
একবচন	কৱিষ্যতি	কৱিষ্যসি	কৱিষ্যামি
দ্বিবচন	কৱিষ্যতঃ	কৱিষ্যথঃ	কৱিষ্যাবঃ
বহুবচন	কৱিষ্যত্তি	কৱিষ্যথ	কৱিষ্যামঃ

ଆତନେପଦ

ଲଟ୍

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	କୁରୁତେ	କୁରୁଷେ	କୁରେ
ଦ୍ଵିବଚନ	କୁର୍ବାତେ	କୁର୍ବାଥେ	କୁର୍ବହେ
ବହୁବଚନ	କୁର୍ବତେ	କୁରୁଧେ	କୁର୍ମହେ

ଲୋଟ୍

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	କୁରୁତାମ୍	କୁରୁମ୍	କରବୈ
ଦ୍ଵିବଚନ	କୁର୍ବାତାମ୍	କୁର୍ବାଥାମ୍	କରବାବହୈ
ବହୁବଚନ	କୁର୍ବତାମ୍	କୁରୁଧମ୍	କରବାମହୈ

ଲଙ୍ଘ

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ଅକୁରୁତ	ଅକୁରୁଥାଃ	ଅକୁରି
ଦ୍ଵିବଚନ	ଅକୁର୍ବାତାମ୍	ଅକୁର୍ବାଥାମ୍	ଅକୁର୍ବହି
ବହୁବଚନ	ଅକୁର୍ବତ	ଅକୁରୁଧମ୍	ଅକୁର୍ମହି

ବିଧିଲିଙ୍ଗ

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	କୁର୍ବିତ	କୁର୍ବିଥାଃ	କୁର୍ବିୟ
ଦ୍ଵିବଚନ	କୁର୍ବିଯାତାମ୍	କୁର୍ବିଯାଥାମ୍	କୁର୍ବିବହି
ବହୁବଚନ	କୁର୍ବିରନ୍	କୁର୍ବିଧମ୍	କୁର୍ବିମହି

লট

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	করিষ্যতে	করিষ্যসে	করিষ্যে
দ্঵িবচন	করিষ্যতে	করিষ্যথে	করিষ্যাবহে
বহুবচন	করিষ্যন্তে	করিষ্যথেন	করিষ্যামহে

৩। দৃশ্য (দেখা)-পরামৈপদী

লট

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	পশ্যতি	পশ্যসি	পশ্যামি
দ্঵িবচন	পশ্যতঃ	পশ্যথঃ	পশ্যামঃ
বহুবচন	পশ্যত্তি	পশ্যথ	পশ্যামঃ

লোট

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	পশ্যত্	পশ্য	পশ্যানি
দ্঵িবচন	পশ্যতাম্	পশ্যতম্	পশ্যাব
বহুবচন	পশ্যত্তু	পশ্যত	পশ্যাম

লঙ্গ

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	অপশ্যৎ	অপশ্যঃ	অপশ্যাম্
দ্঵িবচন	অপশ্যতাম্	অপশ্যতম্	অপশ্যাব
বহুবচন	অপশ্যত্তন्	অপশ্যত	অপশ্যাম

ବିଧିଲିଙ୍ଗ

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ପଶ୍ୟେ	ପଶ୍ୟେ	ପଶ୍ୟେମ
ଦ୍ଵିବଚନ	ପଶ୍ୟତାମ्	ପଶ୍ୟତମ্	ପଶ୍ୟେବ
ବହୁବଚନ	ପଶ୍ୟେଯୁଃ	ପଶ୍ୟେତ	ପଶ୍ୟେମ

ଲୃଟ୍

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟତି	ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟସି	ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟାମି
ଦ୍ଵିବଚନ	ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟତଃ	ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟଥଃ	ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟାବଃ
ବହୁବଚନ	ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟତି	ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟଥ	ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟାମଃ

ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟ : ଲୃଟ୍, ଲୋଟ୍, ଲଙ୍ଗ୍ ଓ ବିଧିଲିଙ୍ଗ-ଏର ‘ଦୃଶ୍ୟ’ ସ୍ଥାନେ ପଶ୍ୟ’ ହୟ, ଲୃଟ୍-ଏ କିନ୍ତୁ ହୟ ନା ।

୪ । ପା (ପାନ କରା)– ପରିମୈପଦୀ

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ପିବତି	ପିବସି	ପିବାମି
ଦ୍ଵିବଚନ	ପିବତଃ	ପିବଥଃ	ପିବାବଃ
ବହୁବଚନ	ପିବତି	ପିବଥ	ପିବାମଃ

ଲୋଟ୍

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ପିବତୁ	ପିବ	ପିବାନି
ଦ୍ଵିବଚନ	ପିବତାମ୍	ପିବତମ୍	ପିବାବ
ବହୁବଚନ	ପିବତୁ	ପିବତ	ପିବାମ

লঙ্গ

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	অপিবৎ	অপিবঃ	অপিবম্
দ্঵িবচন	অপিবতাম্	অপিবতম্	অপিবাৰ
বহুবচন	অপিবন्	অপিবত	অপিবাম

বিধিলিঙ্গ

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	পিবেৎ	পিবেঃ	পিবেয়ম্
দ্঵িবচন	পিবেতাম্	পিবেতম্	পিবেব
বহুবচন	পিবেয়ুঃ	পিবেত	পিবেম

লৃট

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	পাস্যতি	পাস্যসি	পাস্যামি
দ্঵িবচন	পাস্যতঃ	পাস্যথঃ	পাস্যাবঃ
বহুবচন	পাস্যত্তি	পাস্যথ	পাস্যামঃ

দ্রষ্টব্য : লট, লোট, লঙ্গ ও বিধিলিঙ্গে ‘পা’ ধাতুর ‘পা’-স্থানে ‘পিব’ হয়, লৃট –এ হয় না।

৫।**হস্ত (হাসা)-পরিস্থেপনী****লট**

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	হস্তি	হস্তসি	হস্তামি
দ্঵িবচন	হস্তঃ	হস্তথঃ	হস্তাবঃ
বহুবচন	হস্ততি	হস্তথ	হস্তামঃ

ଲୋଟ୍

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ହସତୁ	ହସ	ହସାନି
ଦ୍ଵିବଚନ	ହସତାମ୍	ହସତମ୍	ହସାବ
ବହୁବଚନ	ହସତ୍ର	ହସତ	ହସାମ

ଲଙ୍ଘ

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ଅହସଂ	ଅହସଃ	ଅହସମ୍
ଦ୍ଵିବଚନ	ଅହସତାମ୍	ଅହସତମ୍	ଅହସାବ
ବହୁବଚନ	ଅହସନ୍	ଅହସତ	ଅହସାମ

ବିଧିଲିଙ୍ଗ

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ହସେ	ହସେଃ	ହସେଯମ୍
ଦ୍ଵିବଚନ	ହସେତାମ୍	ହସେତମ୍	ହସେବ
ବହୁବଚନ	ହସେୟୁଃ	ହସେତ	ହସେମ

ଲୃଟ୍

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ହସିଷ୍ୟାତି	ହସିଷ୍ୟାସି	ହସିଷ୍ୟାମି
ଦ୍ଵିବଚନ	ହସିଷ୍ୟାତଃ	ହସିଷ୍ୟାଥଃ	ହସିଷ୍ୟାବଃ
ବହୁବଚନ	ହସିଷ୍ୟାତ୍ତି	ହସିଷ୍ୟାଥ	ହସିଷ୍ୟାମଃ

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : ବଦ୍, ପଠ୍, ଲିଖ୍, କୃଜ୍, ପଢ୍ ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁର ବୂପ ହସ୍ ଧାତୁର ମତ ।

ଲଟ୍

- ବଦ୍ - ବଦତି, ବଦତଃ, ବଦନ୍ତି ।
- ପଠ୍ - ପଠନ୍ତି, ପଠନ୍ତଃ, ପଠନ୍ତି ।
- ଲିଖ୍ - ଲିଖନ୍ତି, ଲିଖନ୍ତଃ, ଲିଖନ୍ତି ।
- କୃଜ୍ - କୃଜନ୍ତି, କୃଜନ୍ତଃ, କୃଜନ୍ତି ।
- ଚର୍ - ଚରନ୍ତି, ଚରନ୍ତଃ, ଚରନ୍ତି ।
- ପଢ୍ - ପଢନ୍ତି, ପଢନ୍ତଃ, ପଢନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ।

৬। খাদ্ (খাওয়া)-পরিস্মেপদী লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	খাদতি	খাদসি	খাদামি
দ্঵িবচন	খাদতঃ	খাদথঃ	খাদাবঃ
বহুবচন	খাদন্তিৎ	খাদথ	খাদামঃ

লোট

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	খাদতু	খাদ	খাদানি
দ্঵িবচন	খাদতাম্	খাদতম্	খাদাব
বহুবচন	খাদতু	খাদত	খাদাম

লঙ্গ

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	অখাদৎ	অখাদৎঃ	অখাদম্
দ্঵িবচন	অখাদতাম্	অখাদতম্	অখাদাব
বহুবচন	অখাদন্	অখাদত	অখাদাম

বিধিলিঙ্গ

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	খাদেৎ	খাদেঃ	খাদেয়ম্
দ্঵িবচন	খাদেতাম্	খাদেতম্	খাদেব
বহুবচন	খাদেয়ৎ	খাদেত	খাদেম

লৃট

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	খাদিয্যতি	খাদিয্যসি	খাদিয্যামি
দ্঵িবচন	খাদিয্যতঃ	খাদিয্যথঃ	খাদিয্যাবঃ
বহুবচন	খাদিয্যন্তি	খাদিয্যথ	খাদিয্যামঃ

৭। বৃৎ (বর্তমান থাকা) - আত্মনেপদী লট

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	বর্ততে	বর্তসে	বর্তে
দ্঵িবচন	বর্তেতে	বর্তেথে	বর্তাবহে
বহুবচন	বর্তন্তে	বর্তন্ধে	বর্তামহে

লোট

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	বর্ততাম্	বর্তষ্য	বর্তে
দ্঵িবচন	বর্তেতাম্	বর্তেথাম্	বর্তাবহৈ
বহুবচন	বর্তন্তাম্	বর্তন্ধম্	বর্তামহৈ

লঙ্গ

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	অবর্তত	অবর্তথাঃ	অবর্তে
দ্঵িবচন	অবর্তেতাম্	অবর্তেথাম্	অবর্তাবহি
বহুবচন	অবর্তন্ত	অবর্তন্ধম্	অবর্তামহি

বিধিলিঙ্গ

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	বর্তেত	বর্তেথাঃ	বর্তেয়
দ্঵িবচন	বর্তেয়তাম্	বর্তেয়থাম্	বর্তেবহি
বহুবচন	বর্তেরন्	বর্তেন্ধম্	বর্তেমহি

লট - আত্মনেপদী

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	বর্তিষ্যতে	বর্তিষ্যসে	বর্তিষ্যে
দ্঵িবচন	বর্তিষ্যয়তে	বর্তিষ্যথে	বর্তিষ্যাবহে
বহুবচন	বর্তিষ্যন্তে	বর্তিষ্যন্ধে	বর্তিষ্যামহে

লৃট-পরামৈপদী

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	বৰ্দ্ধস্যতি	বৰ্দ্ধস্যাসি	বৰ্দ্ধস্যামি
দ্বিবচন	বৰ্দ্ধস্যতঃ	বৰ্দ্ধস্যথঃ	বৰ্দ্ধস্যাবঃ
বহুবচন	বৰ্দ্ধস্যতি	বৰ্দ্ধস্যথ	বৰ্দ্ধস্যামঃ

দ্রষ্টব্য : বৃৎ-ধাতু আত্মনেপদী হলেও লৃট-এ উভয়পদী অর্থাৎ পরামৈপদী ও আত্মনেপদী। নিম্নলিখিত

ধাতুগুলোর রূপ বৃৎ-ধাতুর মত। তবে লৃট-এই ধাতুগুলো উভয়পদী নয়, আত্মনেপদী।

লৃট

দীপ্ (দীপ্তি পাওয়া) – দীপ্যতে দীপ্যেতে দীপ্যত্তে

বিদ্ (থাকা) – বিদ্যতে বিদ্যেতে বিদ্যত্তে

জন् (জন্মান) – জায়তে জাহেতে জায়ত্তে

মন্ (চিন্তা করা) – মন্যতে মন্যেতে মন্যত্তে

যুধ্ (যুদ্ধ করা) – যুধ্যতে যুধ্যেতে যুধ্যত্তে

রম্ (খেলা করা) – রমতে রমেতে রমত্তে

৮। শী (শয়ন করা)-আত্মনেপদী

লৃট

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	শেতে	শেয়ে	শয়ে
দ্বিচন	শয়াতে	শয়াথে	শেবহে
বহুবচন	শেরতে	শেয়েরে	শেমহে

ଲୋଟ

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ଶେତାମ্	ଶେସ	ଶୈୟ
ଦ୍ଵିବଚନ	ଶୟାତାମ্	ଶ୍ୟାଥାମ্	ଶ୍ୟାବହେ
ବହୁବଚନ	ଶେରତାମ্	ଶେରମ	ଶ୍ୟାମହେ

ଲଙ୍ଘ

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ଅଶେତ	ଅଶେଥା:	ଅଶ୍ୟ
ଦ୍ଵିବଚନ	ଅଶ୍ୟାତାମ୍	ଅଶ୍ୟାଥାମ୍	ଅଶେବହି
ବହୁବଚନ	ଅଶେରତ	ଅଶେରମ	ଅଶେମହି

ବିଧିଲିଙ୍ଗ

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ଶୟାତ	ଶ୍ୟାଥା:	ଶ୍ୟାଯ
ଦ୍ଵିବଚନ	ଶ୍ୟାଯାତାମ୍	ଶ୍ୟାଯାଥାମ୍	ଶ୍ୟାଯବହି
ବହୁବଚନ	ଶ୍ୟାଯାରନ୍	ଶ୍ୟାଯାରମ	ଶ୍ୟାଯମହି

ଲୃଟ

ବଚନ	ପ୍ରଥମପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ଶ୍ୟାଯ୍ୟତେ	ଶ୍ୟାଯ୍ୟସେ	ଶ୍ୟାଯ୍ୟେ
ଦ୍ଵିବଚନ	ଶ୍ୟାଯ୍ୟୋତେ	ଶ୍ୟାଯ୍ୟୋଥେ	ଶ୍ୟାଯ୍ୟବହେ
ବହୁବଚନ	ଶ୍ୟାଯ୍ୟୁତେ	ଶ୍ୟାଯ୍ୟୁଧେ	ଶ୍ୟାଯ୍ୟମହେ

ଧ୍ୟାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟେ ପ୍ରୟୋଗ

ଦେ ଜିଜେସ କରେଛିଲ - ସଃ ଅପ୍ରଚଳିତ । ବିଶ୍ରାମ କର - ବିଶ୍ରାମଃ କୁରୁ । ଆମରା ଚାଦ ଦେଖଛି - ବୟଂ ଚନ୍ଦ୍ରଂ ପଶ୍ୟାମଃ ।
 ତାରା ପାନ କରେ - ତେ ପିବନ୍ତି । ଆମି ହାସବ - ଅହଂ ହସିଯାମି । ବାଲକଟି ବଲେଛିଲ - ବାଲକଃ ଅବଦଂ । ମାଲବିକା
 ଲିଖବେ - ମାଲବିକା ଲେଖିଯାତି । ପାତା ପଡ଼େ - ପତ୍ରଂ ପତତି । ପାଖି ଡାକେ - ବିଗହଃ କୃଜତି । ଆମି ଥାବ - ଅହଂ
 ଖାଦିଯାମି । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୀପିତ ପାଞ୍ଚେ - ସୂର୍ଯ୍ୟଃ ଦୀପ୍ୟତେ । ତୋମାର ଶୋଯା ଉଚିତ - ତ୍ରଂ ଶ୍ୟାଥା:

অনুশীলনী

১। শুন্ধ উভরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- (ক) পরমেশ্বরদে লোট্-এ মধ্যম পুরুষের একবচনে তিঙ্গ বিভক্তির আকৃতি- তু/অন্য/হি/ত।
- (খ) পরমেশ্বরদে লঙ্গ-এ প্রথম পুরুষের একবচনে তিঙ্গ বিভক্তির রূপ- স/দ/হি/আনি।
- (গ) আত্মনেপদে লোট্-এ উভমপুরুষের বহুবচনে তিঙ্গ বিভক্তির রূপ- আমহৈ/আবহৈ/বহৈ/মহৈ।
- (ঘ) বৃৎ-ধাতুর লট্-এ উভমপুরুষের একবচনের রূপ- বর্তামহৈ/বর্তাবহৈ/বৈর্তে/বর্তে।
- (ঙ) জন্ম ধাতুর লঙ্গ-এ প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ- অজায়ত/অজায়তে/অজায়স্ব/অজায়তাম্।

২। বাক্য রচনা কর :

পৃষ্ঠামি, কুর্বঃ, অপশ্যৎ, পশ্যামি, শেতে।

৩। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

- (ক) আমি জিজেস করব। (খ) আমরা চাঁদ দেখছি। (গ) গবুটি জলপান করেছিল। (ঘ) মাধবী লিখবে। (ঙ) পাখি ভাকে।

৪। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) বিশ্বামং কুরু। (খ) কমলা নদীমং অপশ্যৎ। (গ) তে জলং পাস্যন্তি। (ঘ) গত্রং পততি। (ঙ) সূর্যঃ দীপ্যাতে।

৫। নির্দেশ অনুযায়ী ধাতুরূপ লেখ :

- (ক) লট্-বিভক্তিতে পা-ধাতুর উভমপুরুষের বহুবচনের রূপ।
- (খ) লঙ্গ-বিভক্তিতে মধ্যমপুরুষের একবচনে প্রচৃতি-ধাতুর রূপ।
- (গ) বিধিলঙ্গ-বিভক্তিতে মধ্যমপুরুষের বহুবচনে দৃশ্য-ধাতুর রূপ।
- (ঘ) লঙ্গ-বিভক্তিতে হস্ত-ধাতুর মধ্যমপুরুষের একবচনের রূপ।
- (ঙ) লট্-বিভক্তিতে রঘু-ধাতুর প্রথম পুরুষের বহুবচনের রূপ।
- (চ) বিধিলঙ্গ-বিভক্তিতে খাদ্য-ধাতুর উভমপুরুষের একবচনের রূপ।
- (ছ) লট্-বিভক্তিতে বৃৎ-ধাতুর আত্মনেপদে মধ্যমপুরুষের একবচনের রূপ।
- (জ) লট্-বিভক্তিতে যুধি-ধাতুর প্রথম পুরুষের বহুবচনের রূপ।

৬। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- (ক) কিভাবে ধাতুরূপ গঠিত হয়?
- (খ) আভ্যন্তরীন সঙ্গ-এ মধ্যমপুরুষের একবচনে কৃ-ধাতুর রূপ কি?
- (গ) দৃশ্য-স্থানে কোথায় কোথায় ‘পশ্য’ হয়?
- (ঘ) পা-ধাতুর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ‘পিব’ হয়?
- (ঙ) চর্ব-ধাতুর রূপ কোন্ ধাতুর মত?
- (চ) বৃৎ-ধাতু কোন্ পদী?
- (ছ) যুৎ-ধাতুর রূপ কোন্ ধাতুর মত?
- (জ) লট্ট-এ জন্ম-ধাতুর প্রথমপুরুষের একবচনের রূপ কি?

৭। লট্ট-এ শী-ধাতুর রূপ লেখ ।

৮। লট্ট পরম্পরাদে বৃৎ-ধাতুর রূপ লেখ ।

৯। লট্ট-এ কৃজ্ঞ-ধাতুর রূপ লেখ ।

১০। লোট্ট-এ হস্ম-ধাতুর রূপ লেখ ।

১১। বিধলিঙ্গ-এ পা-ধাতুর রূপ লেখ ।

১২। লট্ট-এ দৃশ্য-ধাতুর রূপ লেখ ।

১৩। লঙ্গ পরম্পরাদে কৃ-ধাতুর রূপ লেখ ।

১৪। লট্ট-এ সকল পুরুষ ও বচনে ও প্রাচ্ছ-ধাতুর রূপ লেখ ।

পঞ্চমঃ পাঠঃ

কারক-বিভক্তিঃ

(১) কারক

অহং পঠামি (আমি পড়ি)। কৃষ্ণা রামায়ণং পঠতি (কৃষ্ণা রামায়ণ পড়ছে)।

প্রথম উদাহরণে ‘পঠামি’ ক্রিয়াটি সম্পন্ন করছে ‘অহং’ (পদ) শব্দটি। সুতরাং ‘পঠামি’ ক্রিয়াপদের সঙ্গে ‘অহং (অহম্)’ পদের সম্বন্ধ আছে। দ্বিতীয় উদাহরণে ‘পঠতি’ ক্রিয়ার সম্পাদিকা ‘কৃষ্ণা’। আবার ‘রামায়ণং (রামায়ণম্)’ পদটি ‘পঠতি’ ক্রিয়াপদের অবলম্বন। সুতরাং দেখা যায় ‘পঠতি’ ক্রিয়াপদের সঙ্গে ‘কৃষ্ণা’ এবং ‘রামায়ণং’ পদের সম্বন্ধ আছে। এরূপভাবে—

ক্রিয়ার সাথে বাক্যের অন্যান্য যে-সব পদের অনুযায় বা সম্বন্ধ আছে তাকে কারক বলে।

এজন্য বলা হয়, “ক্রিয়ানুয়ি কারকম্”।

কারক ছয় প্রকার— কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

(ক) কর্তৃকারক

যে কোন কার্য সম্পাদন করে, তাকে কর্তৃকারক বলে। যেমন— মহেশঃ পঠতি (মহেশ পড়ছে)। বৃক্ষঃ তবতি (বৃক্ষ হচ্ছে)।

(খ) কর্মকারক

যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে বলা হয় কর্মকারক। সাধারণত ক্রিয়াপদকে ‘কি’ বা ‘কাকে’ দিয়ে প্রশ্ন করে যে-উভয় পাওয়া যায়, তাকে কর্মকারক বলা হয়। যেমন—

গোপালঃ চন্দ্ৰং পশ্যতি (গোপাল চাঁদ দেখছে)।

পুত্ৰঃ মাতারম্ অপশ্যৎ (পুত্র মাতাকে দেখেছিল)।

(গ) করণকারক

কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে করণকারক বলা হয়। যেমন—

রথেন সংগ্রহতে রাজা (রাজা রথে বিচরণ করছেন)।

বালিকা হস্তেন গুহ্যতি (বালিকাটি হাত দ্বারা গ্রহণ করছে)।

(ঘ) সম্পদান কারক

যাকে স্বত্ত্ব অর্থাৎ অধিকার ত্যাগ করে কোন কিছু দান করা হয়, তাকে সম্পদান কারক বলে। যেমন— নিরন্মায় অনুং দেহি (অনুইনকে অনু দাও)।

অশ্বজনায় আলোকং দেহি (অশ্বজনকে আলো দাও)

(ঙ) অপাদান কারক

একটি বস্তু থেকে অন্য একটি বস্তু পৃথক হওয়ার পর যে-বস্তুটি স্থির থাকে, তাকে অপাদান কারক বলা হয়। যেমন— বৃক্ষাং পত্রাণি পতন্তি (গাছ থেকে পাতা পড়ছে)। স গ্রামাং আয়তি (সে গ্রাম থেকে আসছে)।

প্রথম উদাহরণে বৃক্ষ থেকে পাতাগুলো পড়ছে, কিন্তু বৃক্ষ স্থির হয়ে আছে। দ্বিতীয় উদাহরণে সে গ্রাম থেকে সরে এসেছে, কিন্তু গ্রাম স্থির হয়ে আছে। সুতরাং ‘বৃক্ষ’ ও ‘গ্রাম’ অপাদান কারক।

(চ) অধিকরণ কারক

যে-সময়ে, যে-স্থানে বা যে-বিষয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে অধিকরণ কারক বলে। যেমন—

সময়— বর্ষাসু বৃষ্টিঃ ভবতি (বর্ষায় বৃষ্টি হয়)।

বসন্তে কোকিলঃ কৃজতি (বসন্তে কোকিল ডাকে)।

স্থান— বনে ব্যাঘ্রাঃ নিবসন্তি (বনে বাঘ বাস করে)।

আকাশে চন্দ্রঃ উদেতি (আকাশে চাঁদ উঠছে)।

বিষয়— স ব্যাকরণে পত্তিতঃ (তিনি ব্যাকরণে পত্তি)।

সজীতে নিপুণা লীলা (লীলা সজীতে নিপুণ)।

বিভক্তি (শব্দবিভক্তি)

শব্দবিভক্তি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম পদ গঠন করে। শব্দবিভক্তি সাত প্রকার—
প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

(ক) প্রথমা বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

- ১। যা ধাতু নয়, প্রত্যয়ও নয়, অর্থচ যার অর্থ আছে, তাকে প্রাতিপদিক বলে। প্রাতিপদিক অর্থে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন— বৃক্ষঃ, জলম, নদী, পুষ্পমৃ ইত্যাদি।
- ২। কর্তৃবাচে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন— নদী প্রবহতি (নদী প্রবাহিত হচ্ছে)। ব্রাহ্মণঃ পূজয়তি (ব্রাহ্মণ পূজা করছেন)।

- ৩। অব্যয় শব্দের যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন- বিশ্বামিত্রঃ ইতি মহর্ষিঃ আসীৎ (বিশ্বামিত্র নামে একজন মহর্ষি ছিলেন। “বিষবৃক্ষোৎপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্” (বিষবৃক্ষও বর্ধন করে নিজে ছেদন করা উচিত নয়)।
- ৪। কর্মবাচ্যে কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন- শিশুনা চন্দ্ৰঃ দৃশ্যতে (শিশু কৃত্ক চন্দ্ৰ দৃষ্ট হয়)। ছাত্রেণ পুস্তকং পঠ্যতে (ছাত্র কৃত্ক পুস্তক পঠিত হয়)।

(খ) দ্বিতীয়া বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্ৰসমূহ

- ১। কর্তৃবাচ্যে কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- স জলং পিৰতি (সে জল পান করছে)। অহং তৎ জানামি (আমি তাকে জানি)।
- ২। ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- বালকঃ ধীৱৎ গচ্ছতি (বালকটি ধীরে ধীরে যাচ্ছে)। বালিকা মধুৱৎ গায়তি (বালিকাটি মধুৱ ঘৰে গাইছে)।
- ৩। ব্যাপ্তি অর্থে কালবাচক ও পথবাচক শব্দের সঙ্গে দ্বিতীয়া হয়। যেমন- কালবাচক শব্দের সঙ্গে: সঃ মাসং ব্যাকরণং পঠ্যতি (সে একমাস যাবৎ ব্যাকরণ পড়ছে)। পথবাচক শব্দের সঙ্গে: ক্রোশং গিৰিঃ তিষ্ঠতি (পাহাড়টি একক্রোশ পর্যন্ত অবস্থান করছে)।
- ৪। অন্তরা (মধ্যে) ও অন্তরেণ (ব্যতীত) শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- ত্বাং মাং চ অন্তরা হরিঃ তিষ্ঠতি (তোমার ও আমার মধ্যে হরি অবস্থান করছে)।
শ্রমমূল অন্তরেণ বিদ্যা ন ভবতি (শ্রম বিনা বিদ্যা হয় না)।
- ৫। অভিতঃ (সম্মুখে), পরিতঃ (চারদিকে), উভয়তঃ (উভয়দিকে), নিকষা (নিকটে), সর্বতঃ (সকলদিকে), ধিক্, বিনা, যাবৎ, প্রতি প্রত্যুতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন-
গ্রামমূল অভিতঃ নদী (গ্রামের সম্মুখে নদী)।
গৃহং পরিতঃ উদ্যানানি (ঘরের চারদিকে বাগান)।
গ্রামমূল উভয়তঃ বনম্ (গ্রামের উভয় দিকে বন)।
নগরং নিকষা নদী প্রবহতি (শহরের নিকট দিয়ে নদী প্রবাহিত হচ্ছে)।
উদ্যানং সর্বতঃ পুষ্পানি (বাগানের সর্বত্র পুষ্প)
দেশদ্রোহিণং ধিক্ (দেশদ্রোহীকে ধিক্)।
দুঃখং বিনা সুখং ন ভবতি (দুঃখ বিনা সুখ হয় না)।
নদীং যাবৎ পন্থাঃ (নদী পর্যন্ত পথ)।
দীনং প্রতি দয়াং কুরু (দরিদ্রের প্রতি দয়া কর)।

(গ) তৃতীয়া বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

- ১। করণকারকে প্রধানত তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন— বয়ং লেখন্যা লিখামঃ (আমরা কলম দিয়ে লিখি)। অহং হস্তেন গৃহামি (আমি হাত দিয়ে গ্রহণ করছি)।
- ২। সহ, সার্ধম्, সম্ম, প্রতি সহার্থক শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন— পিতা পুত্রেণ সহ গচ্ছতি (পিতা পুত্রের সঙ্গে যাচ্ছেন)। কেনাপি (কেন + অপি) সার্ধং কলহং ন কৰ্যাত্ (কারো সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নয়)। গুরুঃ শিষ্যেণ সহ গচ্ছতি (গুরু শিষ্যের সঙ্গে যাচ্ছেন)।
- ৩। উন, ইন, শুন্য, রহিত, অলম্ ও প্রয়োজনার্থক শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন—
একেন উনঃ (এক কম)। ধর্মেণ ইনঃ (ধর্মইন)। ধনেন শুন্যঃ (ধনশুন্য)। বিবেকেন রহিতঃ (বিবেকইন)। বিবাদেন অলম্ (বিবাদের প্রয়োজন নেই)। মম ধনেন প্রয়োজনম্ অস্তি (আমার ধনের প্রয়োজন আছে)।
- ৪। যে-অঙ্গের বিকারকশত অঙ্গীর পরিবর্তন সম্ভব করা যায়, সেই অঙ্গে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন— স চক্রুষ্ণা কাণঃ (সে কানা)। পাদেন খঞ্জঃ বালকঃ (বালকটির পা খোঢ়া)।
- ৫। যে-লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্ন দ্বারা কোনও ব্যক্তি সূচিত হয়, সেই লক্ষণবোধক শব্দের সঙ্গে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন— পুস্তকেন ছাত্রং জানামি (পুস্তকের দ্বারা ছাত্রকে বুঝাতে পারি)। জটাভিঃ তাপসম্ জানামি (জটাসমূহের দ্বারা তপস্মীকে বুঝাতে পারি)।
- ৬। হেতু অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন— ময়ূরঃ হর্ষেণ নৃত্যতি (ময়ূর আনন্দে নাচছে)। বৃন্দা শোকেন
রোদিতি (বৃন্দা শোকে কাঁদছেন)।

(ঘ) চতুর্থী বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

- ১। সম্প্রদান কারকে প্রধানত চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন— তৃক্ষার্তায় জলং দেহি (তৃক্ষার্তকে জল দাও)।
বস্ত্রহীনায় বস্ত্রং দেহি (বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দাও)।
- ২। তাদর্থে অর্থাৎ নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন— দানায় ধনম্ (দানের জন্য ধন)। অশুয়া ঘাসঃ
(গোড়ার জন্য ঘাস)।
- ৩। হিত, সুখ ও নমস্ শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন— ব্রাহ্মণায় হিতম্ (ব্রাহ্মণের হিত)। সুখং শিষ্যায়
(শিষ্যের সুখ)। রামকৃষ্ণায় নমঃ (রামকৃষ্ণকে নমস্কার)।

(ঙ) পঞ্চমী বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

- ১। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন— আরোহী অশুৎ পততি (আরোহী ঘোড়া থেকে পড়ে
যাচ্ছে)। মেষাত্ বৃষ্টিঃ ভবতি (মেষ থেকে বৃষ্টি হয়)।

- ২। দুয়োর মধ্যে একের উত্কর্ষ বোঝাতে নিকৃষ্টের উভর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন- ধনাৎ বিদ্যা গরীয়াসী (ধন থেকে বিদ্যা বড়)। পিতুৎ গরীয়াসী মাতা (পিতা থেকে মাতা বড়)।
- ৩। হেতু অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন- শীতাং কম্পতে বৃদ্ধঃ (বৃদ্ধ শীতে কাঁপছেন)। শোকাং ক্রন্দতি মাতা (মা শোকে কাঁদছেন)।
হেতু অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি ও হয়। যেমন- শীতেন কম্পতে বৃদ্ধঃ (বৃদ্ধ শীতে কাঁপছেন)।
- ৪। 'বহিস' ও 'প্রভৃতি' শব্দ যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন- স গ্রামাং বহিঃ গচ্ছতি (সে গ্রামের বাইরে যাচ্ছে)। শৈশবাং প্রভৃতি স কৃফতত্ত্বঃ (শৈশব থেকে সে কৃফতত্ত্ব)।

(চ) ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

- ১। সমন্বয় পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন- অম জননী দয়াবতী (আমার জননী দয়াশীলা)। নৃপস্য পুত্রঃ মূর্খঃ (রাজার পুত্র মূর্খ)।
- ২। তৃপ্তি ধাতুর যোগে বিকল্পে করণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন- ন অগ্নিঃ ত্প্যতি কাষ্ঠালাম্ /কাষ্ঠেঃ (অগ্নি কাষ্ঠসমূহের দ্বারা তৃপ্ত হয় না)।
- ৩। অনাদর বোঝালে যাকে অনাদর করা হয়, তাতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন- বুদতঃ শিশোঃ মাতা অগচ্ছৎ (মাতা ক্রন্দনরত শিশুকে ফেলে চলে গোলেন)।
- ৪। জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা সংজ্ঞা দ্বারা সমুদয় থেকে একের পৃথকীকরণকে বলা হয় নির্ধারণ। নির্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন- কৰীনাং কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ (কবিদের মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ)। বীরাগাং কর্ণঃ শ্রেষ্ঠঃ (বীরদের মধ্যে কর্ণ শ্রেষ্ঠ)।

(ছ) সপ্তমী বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

- ১। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন- গগনে উদ্দেতি ভানুঃ (সূর্য আকাশে উদ্দিত হচ্ছে)। বসন্তে পিকঃ কৃজতি (বসন্তে কোকিল ডাকে)। স কাব্যে নিপুণঃ (তিনি কাব্যে নিপুণ)।
- ২। অনাদরে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন- বুদতি পুত্রে পিতা অগচ্ছৎ (পিতা রোদনরত শিশুকে ফেলে চলে গোলেন)।
- ৩। নির্ধারণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন- ধীরেষু ভীষঃ শ্রেষ্ঠঃ (ধীরদের মধ্যে ভীষ শ্রেষ্ঠ)। ছাত্রেষু বিপুলঃ উত্তমঃ (ছাত্রদের মধ্যে বিপুল উত্তম)

৪। যার ক্রিয়ার কাল দ্বারা অন্য কোন কাজের কাল স্থির করা হয়, তার সঙ্গে সম্পত্তী বিভক্তি যুক্ত হয়। একে ভাবে সম্পত্তী বলে। যেমন—

সূর্যে উদিতে পদ্মং প্রকাশতে (সূর্য উদিত হলে পদ্ম প্রকাশিত হয়)।

চন্দ্রে উদিতে কুমুদিনী বিকশতি (চন্দ্র উদিত হলে কুমুদ বিকশিত হয়)।

৫। নিপুণ, উৎসুক, সাধু প্রত্তি শব্দযোগে সম্পত্তী বিভক্তি হয়। যেমন—

বিজয়ঃ সজীতে নিপুণঃ (বিজয় সজীতে পারদর্শী)।

কমলঃ ব্যাকরণে সাধুঃ (কমল ব্যাকরণে পারদর্শী)।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (\checkmark) চিহ্ন দাও :

(ক) যাকে আশুর করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্ম/অপাদান/অধিকরণ/করণ কারক বলে।

(খ) যে বস্তু দান করা হয়, তাকে সম্প্রদান/কর্ম/অপাদান/অধিকরণ কারক বলে।

(গ) যাকে দান করা হয়, তাকে বলা হয় সম্প্রদান/অপাদান/অধিকরণ/করণ কারক।

(ঘ) ‘অন্তরেণ’ শব্দযোগে হয় ৪র্থী/৫মী/৬ষ্ঠী/২য়া বিভক্তি।

(ঙ) ‘ঝাতে’ শব্দযোগে হয় ৪র্থী/৫মী/৬ষ্ঠী/৭মী বিভক্তি।

(চ) ‘নিপুণ’ শব্দযোগে হয় ২য়া/৪র্থী/৭মী/৫মী বিভক্তি।

(ছ) তৃপ্তি ধাতুর যোগে বিকল্পে করণে হয় ৫মী/১মা/৭মী/৬ষ্ঠী বিভক্তি।

২। বাক্য রচনা কর :

ইতি, চ, ধিক্, পরিতঃ, নিকষা, প্রতি, উভয়তঃ।

৩। উদাহরণ দাও :

অব্যয়যোগে ১মা, নির্বারণে ৬ষ্ঠী, ভাবে ৭মী, অনাদরে ৬ষ্ঠী, কালাধিকরণে ৭মী, ব্যাপ্ত্যর্থে ২য়া, তাদর্থে ৪র্থী, অপেক্ষার্থে ৫মী।

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) ‘অলম্’ শব্দযোগে কোন বিভক্তি হয়?

(খ) ‘ক্রিয়ানুয়ি কারকম্’ বলতে কি বোঝা?

- (গ) 'যাবৎ' শব্দযোগে কোন্ বিভক্তি হয়?
- (ঘ) সম্প্রদান কারকে কোন্ বিভক্তি হয়?
- (ঙ) নমস् (নমঃ) শব্দযোগে কোন্ বিভক্তি হয়?
- (চ) অপেক্ষার্থে কোন্ বিভক্তি হয়?

৫। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) অহং তৎ জানামি। (খ) শ্রমম্ অন্তরেণ বিদ্যা ন ভবতি। (গ) বয়ং লেখন্যা লিখামঃ। (ঘ) পুস্তকেন ছাত্রং জানামি।) (ঙ) পিতৃঃ গরীয়সী মাতা। (চ) জ্ঞানাত্ম ঝাতে সুখং নাস্তি।

৬। সংকৃতে অনুবাদ কর :

- (ক) বৃন্দ শীতে কাঁপছেন। (খ) বীরদের মধ্যে ভীষ্ম শ্রেষ্ঠ। (গ) আকাশে চাঁদ উঠছে। (ঘ) বিজয় সজীতে নিপুণ। (ঙ) শৈশব থেকে সে কৃফুক্ত। (চ) সে গ্রামের বাইরে যাচ্ছে। (ছ) তৃষ্ণার্তকে জল দাও।

৭। রেখাঙ্কিত পদসমূহের কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

- (ক) সঃ মাসং ব্যাকরণং পঠতি। (খ) পিতা পুত্রেণ সহ গচ্ছতি। (গ) পাদেন খঞ্জঃ বালকঃ। (ঘ) জটাঙ্গিঃ তাপসং জানামি (ঙ) মেঘাত্ বৃষ্টিঃ ভবতি। (চ) শীতাত্ কম্পতে বৃদ্ধা। (ছ) ন অগ্নিঃ ত্প্যতি কাষ্ঠানাম। (জ) কবিষ্য কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ।

৮। উদাহরণসহ পঞ্চমী বিভক্তি প্রয়োগের তিনটি ক্ষেত্র উল্লেখ কর।

৯। সাধারণত কোন্ কোন্ স্থলে চতুর্থী বিভক্তি হয়? প্রতিস্থলে একটি করে উদাহরণ দাও।

১০। দ্বিতীয়া বিভক্তি প্রয়োগের তিনটি ক্ষেত্র উল্লেখ কর এবং প্রতিক্ষেত্রে উদাহরণ দাও।

১১। অধিকরণ কারক কাকে বলে? উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

১২। অপাদান কারক কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

১৩। কারক কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের একটি করে উদাহরণ দাও।

১৪। কারক কাকে বলে? উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দাও।

ଷଷ୍ଠ ପାଠ :

ସମାସପ୍ରକରଣମ्

ବିଦ୍ୟାୟାଃ ଆଲୟଃ = ବିଦ୍ୟାଲୟଃ

ମହାନ् ଜନଃ = ମହାଜନଃ

ଉପରେର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣେ ‘ବିଦ୍ୟାୟାଃ’ ଏକଟି ପଦ ଏବଂ ‘ଆଲୟଃ’ ଆରେକଟି ଭିନ୍ନ ପଦ । ଏ ଦୁଟୋ ପଦ ମିଳିତ ହେଁ ‘ବିଦ୍ୟାଲୟଃ’ ପଦଟି ଗଠିତ ହୋଇଛେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣେ ‘ମହାନ୍’ ଏକଟି ପଦ ଏବଂ ‘ଜନଃ’ ଆରେକଟି ପୃଥିକ ପଦ । ଏ ଦୁଟୋ ପଦେର ମିଳନେ ଗଠିତ ହୋଇଛେ ‘ମହାଜନଃ’ ପଦ ।

ଏରୁପଭାବେ ପରମ୍ପରା ସଙ୍କଷିପିତ୍ତ ଦୁଇ ବା ବହୁପଦେର ଏକପଦେ ମିଳନକେ ସମାସ ବଲେ ।

ସମାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏକତ୍ରୀକରଣ ବା ସଂକ୍ଷେପ ।

ସମାସେର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା: ଶବ୍ଦଗଠନ, ବାକ୍ୟେର ଶୁଣିମୁଦ୍ରାରତା ସାଧନ ଓ ବାକ୍ୟକେ ସଂକିପ୍ତକରଣ - ଏହି ତିନଟି ସମାସେର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରୟୋଜନ ।

ସମ୍ବିଧି ଓ ସମାସେର ପାର୍ଥକ୍ୟ : ସମ୍ବିଧିତେ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ ହେଁ, ଆର ସମାସେ ମିଳନ ହେଁ ଦୁଇ ବା ବହୁପଦେର ।

ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ : ‘ବ୍ୟାସ’ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ବିଭକ୍ତ ହେଁ ଅବସ୍ଥାନ । ସୁତରାଂ ଯେ-ବାକ୍ୟେର ସାହାଯ୍ୟେ ସମାସେର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦଗୁଲୋକେ ବିଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିକ କରା ହେଁ, ତାର ନାମ ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ । ବ୍ୟାସବାକ୍ୟେର ଅନ୍ୟ ନାମ ସମାସବାକ୍ୟ ଓ ବିଗ୍ରହବାକ୍ୟ । ସେମନ- ନନ୍ଦୀ ମାତା ସୟ ସଃ = ନନ୍ଦୀମାତୃକଃ ।

ସମସ୍ୟମାନ ପଦ : ଯେ-ସକଳ ପଦେର ମିଳନେ ସମାସ ଗଠିତ ହେଁ, ତାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକକେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ବଲା ହେଁ । ସେମନ- ନବମ୍ = ନବାନ୍ନମ୍ । ଏଥାନେ ‘ନବମ୍’ ଓ ‘ଅନ୍ନମ୍’ ଦୁଟୋ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ।

ସମସ୍ତପଦ : ସମାସବଳ୍ୟ ପଦକେ ବଲା ହେଁ ସମସ୍ତପଦ । ଜାଯା ଚ ପତିଶ = ଦମପତ୍ତି, ଏଥାନେ ‘ଦମପତ୍ତି’ ଏକଟି ସମସ୍ତପଦ ।

ସମାସେର ଶ୍ରେଣୀଭେଦ : ସମାସ ପ୍ରଧାନତ ଚାର ପ୍ରକାର- ଅବ୍ୟାୟୀଭାବ, ତୃତ୍ୟାନ୍ତିର୍ମୁଖ, ଦୟନ୍ତ ଓ ବହୁବ୍ରୀହି । କର୍ମଧାରୟ ଓ ଦିଗ୍ବୁ ସମାସ ତୃତ୍ୟାନ୍ତିର୍ମୁଖ ସମାସେରଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ । କାରୋ କାରୋ ମତେ ସମାସ ଛୟ ପ୍ରକାର- ଦୟନ୍ତ, ଦିଗ୍ବୁ, ଅବ୍ୟାୟୀଭାବ, ତୃତ୍ୟାନ୍ତିର୍ମୁଖ, କର୍ମଧାରୟ ଓ ବହୁବ୍ରୀହି । ଆମରାଓ ସମାସ ଛୟ ପ୍ରକାର ବଲାଛି ।

୧ । ଅବ୍ୟାୟୀଭାବ ସମାସ

ଅବ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବେ ଥେକେ ଯେ-ସମାସ ହେଁ ଏବଂ ଅବ୍ୟାୟେର ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦ ମିଳନ ହେଁ ।

অব্যয়ীভাব সমাসে শেষের পদটি থাকে বিশেষ্য এবং অব্যয় ও ক্লীবলিঙ্গ হয়।

সামীপ্য, সাদৃশ্য, অভাব, পশ্চাত, যোগ্যতা, বীপ্সা, অনতিক্রম প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

সামীপ্য :	কূলস্য সমীপম্	= উপকূলম্
	গৃহস্য সমীপম্	= উপগৃহম্
সাদৃশ্য :	দ্বীপস্য সদৃশম্	= উপদ্বীপম্
	হরেঃ সদৃশম্	= সহরি
অভাব :	ভিক্ষায়াঃ অভাবঃ	= দুর্ভিক্ষম্
	মক্ষিকাণাম্ অভাবঃ	= নিমক্ষিকম্
পশ্চাত :	পদস্য পশ্চাতঃ	= অনুপদম্
	রথস্য পশ্চাতঃ	= অনুরথম্
যোগ্যতা :	রূপস্য যোগ্যম্	= অনুরূপম্
	দিনঃ দিনম্	= প্রতিদিনম্
	গৃহঃ গৃহম্	= প্রতিগৃহম্
অনতিক্রম:	বিধিম্ অনতিক্রম্য	= যথাবিধি
	শক্তিম্ অনতিক্রম্য	= যথাশক্তি

২। তৎপুরুষ সমাস

যে-সমাসের পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি (দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী) বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

বিভক্তির লোপ অনুসারে তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার— দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ, চতুর্থী তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ ও সপ্তমী তৎপুরুষ।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ : পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি লোপ পায়। যেমন—

গৃহঃ গতঃ = গৃহগতঃ

শরণম্ আপনঃ = শরণাপনঃ

তৃতীয়া তৎপুরুষ : পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি লোপ পায়। যেমন—

কৌটেন দষ্টঃ = কৌটদষ্টঃ

পদেন দলিতঃ = পদদলিতঃ

চতুর্থী তৎপুরুষ : পূর্বপদের চতুর্থী বিভক্তি লোপ পায়। যেমন—

দেবায় দত্তঃ = দেবদত্তঃ

পুত্রায় হিতম् = পুত্রহিতম্

পঞ্চমী তৎপুরুষ : পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তি লোপ পায়। যেমন—

বৃক্ষাণ পতিতঃ = বৃক্ষপতিতঃ

শাপাণ মুক্তঃ = শাপমুক্তঃ

ষষ্ঠী তৎপুরুষ : পূর্বপদের ষষ্ঠী বিভক্তি লোপ পায়। যেমন—

রাজঃ পুত্রঃ = রাজপুত্রঃ

কাল্যাঃ দাসঃ = কালিদাসঃ

সপ্তমী তৎপুরুষ : পূর্বপদের সপ্তমী বিভক্তি লোপ পায়। যেমন—

রংগে নিপুণঃ = রংগনিপুণঃ

তর্কে পতিতঃ = তর্কপতিতঃ

৩। কর্মধারয় সমাস

যে-সমাসে সাধারণত পূর্বপদ বিশেষণ, পরপদ বিশেষ্য ও সমস্ত পদটি বিশেষ্য হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

কর্মধারয় সমাস যেহেতু তৎপুরুষ সমাসের শ্রেণীভেদ, সেহেতু তৎপুরুষ সমাসের মত এই সমাসের পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়।

ব্যাসবাক্যসহ কয়েকটি কর্মধারয় সমাস :

নীলম্ উৎপলম্

= নীলোৎপলম্

রক্তং কমলম্

= রক্তকমলম্

নবম্ অনুম্	= নবানুম্
মহান् বীরঃ	= মহাবীরঃ
মহান् রাজা	= মহারাজঃ
প্রিযঃ সখা	= প্রিয়সখঃ
নব গ্রহাঃ	= নবগ্রহাঃ
সুন্দরং গৃহম্	= সুন্দরগৃহম্

৪। দ্বিগু সমাস

যে-সমাসে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকে এবং সমাহার অর্থ প্রকাশ করে, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসবদ্ধ পদ সাধারণত ক্লীবলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যেমন—

ক্লীবলিঙ্গ	ত্রয়াণাং ভূবনানাং সমাহারঃ	= ত্রিভূবনম্
	চতুর্ণাং যুগানাং সমাহারঃ	= চতুর্যুগম্
	পঞ্চানাং গবাং সমাহারঃ	= পঞ্চগবম্
স্ত্রীলিঙ্গ	ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ	= ত্রিলোকী
	পঞ্চানাং বটানাং সমাহারঃ	= পঞ্চবটী
	সপ্তানাং শতানাং সমাহারঃ	= সপ্তশতী

৫। দ্বন্দ্ব সমাস

যে-সমাসে সমস্যমান পদের প্রত্যেকটির অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় এবং ব্যসবাকে প্রত্যেক সমস্যমান পদের পরে 'চ' — এই অব্যয় যুক্ত হয়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন—

রামশ লক্ষণশ	= রামলক্ষণৌ
ভীমশ অর্জুনশ	= ভীমার্জুনৌ
কর্ণশ অর্জুনশ	= কর্ণার্জুনৌ

দেবাশ অসুরাশ	= দেবাসুরাঃ
মাতা চ পিতা চ	= মাতাপিতরৌ
জায়া চ পতিশ	= দমপতী
ইন্দ্রশ বরুণশ	= ইন্দ্রাবরুণৌ
মিত্রশ বরুণশ	= মিত্রাবরুণৌ
কৃষ্ণশ অর্জুনশ	= কৃষ্ণার্জুনৌ

৬। বহুবীহি সমাস

যে-সমাসে সমস্যমান পদের কোনটির অর্থ প্রধানরূপে না বুঝিয়ে অন্য পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়,
তাকে বহুবীহি সমাস বলে। এই সমাসের ব্যাসবাকে পুঁলিঙ্গে ‘যস্য’ ও স্ত্রীলিঙ্গে ‘যস্যাঃ’ পদ ব্যবহৃত হয়।

যেমন—

নদী মাতা যস্য সঃ	= নদীমাতৃকঃ
গীতম্ অশ্঵রং যস্য সঃ	= গীতাশ্঵রঃ
শোভনং হৃদয়ং যস্য সঃ	= সুহৃৎ
মহাঞ্ঠো বাহু যস্য সঃ	= মহাবাহুঃ
মহাঞ্ঠো ভূজো যস্য সঃ	= মহাভূজঃ
মহত্তী মতিঃ যস্য সঃ	= মহামতিঃ
যুবতিঃ জায়া যস্য সঃ	= যুবজানিঃ
সীতা জায়া যস্য সঃ	= সীতাজানিঃ
বীণা পাণো যস্যাঃ সা	= বীণাপাণিঃ
মৃতঃ ধৰঃ যস্যাঃ সা	= বিধৰা

প্রশ্নমালা

১। শুন্ধ উত্তরটির পাশে টিক (\checkmark) চিহ্ন দাও :

- (ক) গৃহস্য সমীপম् = প্রতিগৃহম্/উপগৃহম্/পরিগৃহম্/সগৃহম্ ।
- (খ) ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ = ত্রিলোকী/ত্রিলোকম/ত্রিলোকি/ত্রিলোকঃ ।
- (গ) তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের/মধ্যপদের/উভয়পদের/পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে ।
- (ঘ) সমাহার অর্থ প্রকাশ করে দিগ্ব/দ্বন্দ্ব/তৎপুরুষ/অব্যবীয়ভাব সামস ।

২। একপদে প্রকাশ কর :

- (ক) বিদিম্ অনতিক্রম্য । (খ) রণে নিপুণঃ । (গ) সপ্তানাং শতানাং সমাহারঃ । (ঘ) নদী মাতা যস্য সঃ । (ঙ) ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ । (চ) ভিক্ষায়া অভাবঃ ।

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- (ক) সমাস শব্দের অর্থ কি?
- (খ) সন্ধি ও সমাসের মধ্যে পার্থক্য কি?
- (গ) সমাসের প্রয়োজনীয়তা কি?
- (ঘ) অব্যয়ীভাব সমাসবস্থ পদ কোন লিঙ্গ হয়?
- (ঙ) বহুব্রাহি সমাসে কোন পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে?

৪। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) তে বিদ্যালয়ং গচ্ছতি । (খ) অর্জুনঃ রণনিপুণ আসীৎ । (গ) বাংলাদেশো নদীমাতৃকঃ । (ঘ) সানীলোৎপলং চিনোতি । (ঙ) কালিদাসঃ মহাকবিঃ ।

৫। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

- (ক) ফলাটি বৃক্ষ থেকে পতিত হয়েছে । (খ) যব্যাতি শাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন । (গ) সে আমার প্রিয় বন্ধু । (ঘ) বালিকারা লালপন্থ চয়ন করছে । (ঙ) এটি পথওবটী ।

৬। সমাস ও ব্যাসবাক্য লেখ :

দম্পতী, উপকূলম্, কালিদাসঃ, নবান্নম্, পথওবটী ।

- ୭। ବହୁତ୍ରୀହି ସମାସ କାକେ ବଲେ? ଏହି ସମାସେର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟେ ସାଧାରଣତ କି ଥାକେ? ଉଦାହରଣ ଦାଓ ।
- ୮। ତୃତୀୟ ସମାସ କାକେ ବଲେ? ବିଭିନ୍ନର ଲୋଗ ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ସମାସ କଯ଼ ପ୍ରକାର ଓ କି କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରେର ଉଦାହରଣ ଦାଓ ।
- ୯। ଅବ୍ୟାୟିଭାବ ସମାସ କାକେ ବଲେ? କୋନ୍ କୋନ୍ କେତେ ଅବ୍ୟାୟିଭାବ ସମାସ ହୁଏ? ପ୍ରତିକ୍ଷେତ୍ରେ ଉଦାହରଣ ଦାଓ ।
- ୧୦। ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ, ସମସ୍ତପଦ ଓ ସମସ୍ୟମାନ ପଦେର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିଯେ ଲେଖ ।
- ୧୧। ସମାସ କାକେ ବଲେ? ଉଦାହରଣ ଦିଯେ ବୁଝିଯେ ଦାଓ ।

সম্প্রতি পাঠঃ

সন্ধিপ্রকরণম्

সন্ধি : অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থিত দুটি বর্ণের পরস্পর মিলনকে সন্ধি বলা হয়। যেমন— মহা + ঈশঃ = মহশ্চঃ। এখানে ‘মহা’ পদের অন্তস্থিত ‘আ’ এবং ‘ঈশঃ’ পদের পূর্বস্থিত ‘ঈ’ মিলিত হয়ে ‘এ’ হয়েছে।

সন্ধির অপর নাম সংহিতা।

সন্ধির শ্রেণীবিভাগ : সন্ধি দুই প্রকার— স্বরসন্ধি বা আচসন্ধি এবং ব্যঞ্জনসন্ধি বা হল্সন্ধি। বিসর্গসন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধিরই অন্তর্গত।

স্বরসন্ধি বা আচসন্ধি : স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বা আচসন্ধি বলা হয়। যেমন— দেব + আলযঃ = দেবালযঃ। এখানে ‘দেব’ পদের অন্তস্থিত অ এবং ‘আলযঃ’ পদের প্রথমে অবস্থিত আ মিলিত হয়ে আ হয়েছে।

ব্যঞ্জনসন্ধি বা হল্সন্ধি : ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের অথবা স্বরবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জনসন্ধি বা হল্সন্ধি বলে। যেমন— চলৎ + চিত্রম্ = চলচিত্রম্। এখানে চলৎ পদের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ ৎ (ত)-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণ চ থাকায় ৎ স্থানে চ হয়েছে এবং উভয়ের মিলনে হয়েছে চ। বাক্ + ঈশঃ = বাগীশঃ। এখানে ‘বাক্’ শব্দের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ ‘ক্’-এর পর স্বরবর্ণ ‘ঈ’ থাকায় ক্ স্থানে গ্ হয়েছে।

বিসর্গসন্ধি : বিসর্গের সঙ্গে স্বর অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন— পুনঃ + আগতঃ = পুনরাগতঃ। এখানে ‘পুনঃ’ পদের অন্তস্থিতঃ (বিসর্গ)-এর পরে স্বরবর্ণ ‘অ’ থাকায় বিসর্গস্থানে রঃ হয়েছে। কঃ + চিৎ = কশিতঃ। এখানে ‘কঃ’ পদের অন্তস্থিত বিসর্গের পরে ‘চ’ — এই ব্যঞ্জনবর্ণ থাকায় বিসর্গস্থানে ‘শঃ’ হয়েছে।

সন্ধির প্রয়োজনীয়তা : সন্ধির দ্বারা শব্দগঠন, বাক্যসংক্ষেপণ ও শুনিমধুরতা সম্পাদিত হয়।

সন্ধির অপরিহার্যতা : একপদে, ধাতু বা ধাতুঘটিত শব্দের পূর্বে উপসর্গের যোগে, সমাসে এবং সূত্রে সন্ধি অবশ্যিক রয়ে যায়।

স্বরসন্ধির নিয়ম

১। অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-আর কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে আ-কার হয়,
আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় :

অ + অ = আ

নীল + অঞ্চলঃ = নীলাঞ্চলঃ

অ + আ = আ

হিম + আলযঃ = হিমালযঃ

আ + অ = আ

মহা + অর্ধ = মহার্ধঃ

আ + আ = আ

মহা + আশযঃ + মহাশযঃ

- ২। হুষ ই-কার কিংবা দীর্ঘ ই-কারের পর হুষ ই-কার কিংবা দীর্ঘ ই-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে দীর্ঘ ই-কার হয়, দীর্ঘ ই-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

ই + ই = ঈ	কবি + ইন্দ্ৰঃ = কবীন্দ্ৰঃ
ই + ঈ = ঈ	গিরি + ঈশঃ = গিৱীশঃ
ঈ + ই = ঈ	মহী + ইন্দ্ৰঃ = মহীন্দ্ৰঃ
ঈ + ঈ = ঈ	লক্ষ্মী = ঈশঃ = লক্ষ্মীশঃ

- ৩। হুষ উ-কার কিংবা দীর্ঘ উ-কারের পর হুষ উ-কার কিংবা দীর্ঘ উ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ উ-কার হয়, উ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

উ + উ = উ	বিশু + উদযঃ বিধৃদযঃ
উ + ঔ = উ	বাযু + উর্মি = লাযুর্মিৎঃ
ঔ + উ = উ	বধু + উৎসবঃ = বধূৎসবঃ
ঔ + উ = উ	ভূ + উর্ধ্বম = ভূর্ধ্বম

- ৪। অ-কার কিংবা আ-কারের পর হুষ ই-কার কিংবা দীর্ঘ ই-কার থাকলে উভয়ের মিলনে এ-কার হয়। এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + ই = এ	দেব + ইন্দ্ৰঃ = দেবেন্দ্ৰঃ
আ + ই = এ	মহা = ইন্দ্ৰঃ = মহেন্দ্ৰঃ
অ + ঈ = এ	গণ + ঈশঃ = গণেশঃ
আ + ঈ = এ	মহা + ঈশুরঃ = মহেশুরঃ

- ৫। অ-কার কিংবা আ-কারের পর হুষ উ-কার কিংবা দীর্ঘ উ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে ও-কার হয়, ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + উ = ও	চন্দ্ৰ + উদযঃ = চন্দ্ৰোদযঃ
আ + উ = ও	গঙ্গা + উদকম = গঙ্গোদকম
অ + ঔ = ও	গৃহ + উর্ধ্বম = গৃহোর্ধ্বম
আ + ঔ = ও	গঙ্গা + উর্মিৎঃ = গঙ্গোর্মিৎঃ।

- ৬। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঝ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে অ্ৰহয়। অৱ-এর 'অ' পূৰ্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং রং রেফ (‘) রূপে পূৰ্ববর্ণের মস্তকে যায়। যেমন-

অ + ঝ = অ্ৰ	সন্ত + ঝষিঃ = সন্তৰ্ষিঃ
অ + ঝ = অ্ৰ	দেব + ঝষিঃ = দেবৰ্ষিঃ
আ + ঝ = অ্ৰ	মহা + ঝষিঃ = মহৰ্ষিঃ
আ + ঝ = অ্ৰ	রাজা + ঝষিঃ = রাজৰ্ষিঃ

- ৭। অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে ঐ-কার হয়, ঐ-কার পূৰ্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + এ = ঐ	এক + এক্য = একৈক্য
আ + এ = ঐ	সদা + এব = সদৈব
অ + ঐ = ঐ	মত + ঐক্য = মতৈক্য
আ + ঐ = ঐ	মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য

- ৮। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে ঔ-কার হয়, ঔ-কার পূৰ্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + ও = ঔ	জল + ওঘঃ = জলৌঘঃ
আ + ও = ঔ	মহা + ওষধিঃ = মহৌষধিঃ
অ + ঔ = ঔ	গত + ঔৎসুক্য = গতৌৎসুক্য
আ = ঔ = ঔ	মহা + ঔদার্য = মহৌদার্য

- ৯। ত্ৰিষ্ঠ ই-কার কিংবা দীৰ্ঘ ই-কারের পর যদি ত্ৰিষ্ঠ-ই-কার কিংবা দীৰ্ঘ ই-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকে, তবে ত্ৰিষ্ঠ ই-কার বা দীৰ্ঘ ই-কার স্থানে 'ঘ' হয়। উক্ত ঘ ঘ-ফলা (ঘ)-রূপে পূৰ্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পূৰ্ববর্তী স্বরবর্ণ ঘ-কারে যুক্ত হয়। যেমন-

ই + অ = ই-স্থানে ঘ	যদি + অপি = যদ্যপি
ই + উ = ই-স্থানে ঘ	অভি + উদযঃ = অভুদযঃ
ই + ঊ = ই-স্থানে ঘ	প্রতি + উষঃ = প্রত্যুষঃ
ই + এ = ই-স্থানে ঘ	প্রতি + এক্য = প্রতোক্য
ই + আ = ই-স্থানে ঘ	দেবী + আগতা = দেব্যাগতা
ই + এ = ই-স্থানে ঘ	বাপী + এষা = বাপ্যেষা

১০। উ-কার কিংবা উ-কারের পর যদি উ-কার কিংবা উ-কার ব্যতীত অন্য স্বরবর্ণ থাকে, তবে উ-কার বা উ-কার স্থানে 'ব' হয়। উক্ত 'ব' পূর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পূর্ববর্তী স্বর ব-কারে যুক্ত হয়।

যেমন-

উ + এ = উ-স্থানে ব্

অনু + এষণম् = অন্ত্যেষণম্

উ + ই = উ-স্থানে ব্

অনু + ইতৎ = অন্তিতৎ

উ + আ = উ-স্থানে ব্

সু + আগতম্ = স্বাগতম্

উ + অ = উ-স্থানে ব্

অনু + অয়ৎ = অন্ত্যয়ৎ

১১। স্বরবর্ণ পরে থাকলে পদান্তে অবস্থিত এ-স্থানে অয়, ঐ-স্থানে আয়, ও-স্থানে অব্ এবং উ-স্থানে আব্ হয়। যেমন-

এ + অ = এ-স্থানে অয়

শে + অনম্ = শয়নম্

ঐ + অ = ঐ-স্থানে অয়

গৈ + অকৎ = গায়কৎ

ঐ + অ = ঐ-স্থানে আয়

নৈ + অকৎ = নায়কৎ

ও + অ = ও-স্থানে অব্

ভো + অনম্ = ভবনম্

ও + অ = ও-স্থানে অব্

পো + অনৎ = পৰনৎ

উ + ই = উ-স্থানে আব্

নৌ + ইকৎ = নাবিকৎ

উ + উ = উ-স্থানে আব্

তৌ + উকৎ = তাবুকৎ

ব্যঞ্জনসম্বন্ধির সাধারণ নিয়মসমূহ

১। যদি ত্ ও দ্-এর পরে চ কিংবা ছ থাকে, তাহলে ত্ ও দ্ স্থানে চ হয়। যেমন-

ত্ + চ = চ

মহৎ + চক্রম্ = মহচক্রম্

দ্ + চ = চ

বিপদ্ + চয়ৎ = বিপচয়ৎ

ত্ + চ = চ

বিপৎ + চয়ৎ = বিপচয়ৎ

ত্ + ছ = ছ

মহৎ + ছত্রম্ = মহচছত্রম্

দ্ + ছ = ছ

তদ্ + ছবিঃ = তচ্ছবিঃ

২। ত্ ও দ্-এর পরে জ্ বা ব্যাখাকলে ত্ ও দ্ স্থানে জ্ হয়। যেমন-

ত্ + জ = জ

যাবৎ + জীবেৎ = যাবজ্জীবেৎ

ত্ + জ = জ

যাবৎ + জীবনম् = যাবজ্জীবনম্

ত্ + ব্য = ব্য

কৃৎ + বটিকা = কুঞ্চিটিকা

দ্ + জ = জ

তদ্ + জন্ম = তজন্ম

দ্ + ব্য = ব্য

তদ্ + বন্ধুনৎকারঃ = তঙ্গুনৎকারঃ

৩। পদের অন্তিমিথাত ত-কার কিংবা দ্-কারের পর হ-কার থাকলে ত-স্থানে দ্ এবং হ-স্থানে দ্ হয়।

যেমন-

ত্ + হ = স্থ

উৎ + হারঃ = উদ্ধারঃ

ত্ + হ = স্থ

উৎ + হতঃ = উন্ধতঃ

ত্ + হ = স্থ

উৎ + হৃতঃ = উন্ধৃতঃ

দ্ + হ = স্থ

তদ্ + হিতম্ = তদ্ধিতম্

দ্ + হ = স্থ

পদ্ + হতিঃ = পদ্ধতিঃ

৪। চ-কার কিংবা জ্-কারের পর দণ্ড্য ন-থাকলে ন-স্থানে এও হয়। যেমন-

চ + ন = চঞ্চ

যাচ + না = যাচঞ্চণা

জ্ + ন = জ্ঞ

যজ্ + নঃ = যজ্ঞঃ

জ্ + ন = জ্ঞ

রাজ্ + নী = রাজ্ঞী

৫। ত্ কিংবা দ্-এর পর যদি ল থাকে তবে ত্ ও দ্ স্থানে ল হয়। যেমন-

ত্ + ল = ল

উৎ + লেখঃ = উল্লেখঃ

ত্ + ল = ল

উৎ + লিখিতঃ = উল্লিখিতঃ

ত্ + ল = ল

উৎ + লাসঃ = উল্লাসঃ

দ্ + ল = ল

তদ্ + লীলা = তল্লীলা

৬। পদের অন্তিমত ত্-কার কিংবা দ্-কারের পর যদি তালব্য শ্ থাকে, তাহলে ত্ ও দ্-স্থানে চ এবং তালব্য শ্-স্থানে ছ হয়। যেমন-

ত্ + শ = ছ

তৎ + শুষ্ঠা = তঙ্গুষ্ঠা

ত্ + শ = ছ

মৃৎ + শকটিকম্ব = মৃচ্ছকটিকম্ব

ত্ + শ = ছ

উৎ + শূসঃ = উচ্ছূসঃ

দ্ + শ = ছ

তদ্ + শোকঃ = তচ্ছোকঃ

৭। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ কিংবা য, র, ল, ব, হ পরে থাকলে পদের অন্তে অবস্থিত ক্-স্থানে গ, চ-স্থানে জ, ট-স্থানে ড এবং প্-স্থানে ব হয়। যেমন-

বাক্ + ঈশঃ = বাগীশঃ

দিক্ + গজ = দিগৃগজঃ

শিচ + অন্তঃ = শিজন্তঃ

অচ + অন্তঃ = অজন্তঃ

সম্মাত্ + বদতি = সম্মাড় বদতি

অপ্ + হরণম্ = অব্হরণম্

৮। অন্তঃস্ত বর্ণ য, র, ল, ব, বা উচ্চবর্ণ শ, ষ, স হ পরে থাকলে পদের অন্তিমত ম্ স্থানে অনুষ্ঠার (ঁ) হয়। যেমন-

করুণম্ + রোদিতি = করুণঁ রোদিতি

ধনম্ + লভতে = ধনঁ লভতে

সম্ + বাদঃ = সংবাদঃ

শ্যায্যাম্ + শেতে = শ্যায্যাঁ শেতে

ক্রেশম্ + সহতে = ক্রেশঁ সহতে

মৃগম্ + হতবান् = মৃগঁ হতবান্

৯। সপর্শবর্ণ পরে থাকলে পদের অস্তিস্থিত ম-স্থানে অনুস্থার (১) অথবা যে-বর্গের বর্ণ পরে থাকে, সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন-

কিম্ + করোষি = কিংকরোষ, কিঙ্করোষি

শীঘ্রম্ + চলতি = শীঘ্রংচলতি, শীঘ্রংচলতি

ধনম্ + দেহি = ধনংদেহি, ধনদেহি

চন্দ্রম্ + পশ্য = চন্দ্ৰংপশ্য, চন্দ্ৰমপশ্য

১০। হৃষ্টবর্ণের পরে অবস্থিত ছ-স্থানে ছঃ হয়। যেমন-

পরি + ছেদঃ = পরিছেদঃ

বি + ছেদঃ = বিছেদঃ

অব + ছেদঃ = অবছেদঃ

বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষছায়া

বিসর্গসম্বিধির সাধারণ নিয়মসমূহ

১। বিসর্গের পরে চ কিংবা ছ থাকলে বিসর্গস্থানে শ, ট কিংবা ঠ পরে থাকলে বিসর্গস্থানে ষ্ট এবং ত্ কিংবা থ্ পরে থাকলে বিসর্গস্থানে স্ হয়। যেমন-

ঃ + চ = শ

পূর্ণঃ + চন্দ্ৰঃ + পূর্ণচন্দ্ৰঃ

ঃ + ছ = ষ্ট

মুনেঃ + ছাত্রাঃ = মুনেশ্ছাত্রাঃ

ঃ + ট = ষ্ট

ধনুঃ + টজ্জ্বারঃ = ধনুষ্টজ্জ্বারঃ

ঃ + ত = স্ত

নিঃ + তারঃ = নিস্তারঃ

ঃ + ত = স্ত

উদিতঃ + তপনঃ = উদিতস্তপনঃ

২। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ কিংবা য্ ব্ ল্ ব্ হ পরে থাকলে অ-কারের পরস্থিত বিসর্গস্থানে ও-কার হয়। যেমন-

শান্তঃ + গজঃ

= শান্তো গজঃ

ভগ্নঃ + ঘটঃ

= ভগ্নো ঘটঃ

শিরঃ + মণঃ

= শিরোমণি

লোহিতঃ + রবিঃ	= লোহিতো রবিঃ
কৃতঃ + লোভঃ	= কৃতো লোভঃ
শীতলঃ + বায়ুঃ	= শীতলো বায়ুঃ
মনঃ + হরঃ	= মনোহরঃ
ভীতঃ + হরিণঃ	= ভীতো হরিণঃ

৩। র পরে থাকলে বিসর্গস্থানে যে র হয় তার লোপ হয় এবং পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়। যেমন-

নিঃ + রবঃ	= নীরবঃ
নিঃ = ঝোগঃ	= নীরোগঃ
নিঃ + রসঃ	= নীরসঃ
চক্ষু + ঝোগঃ	= চক্ষুরোগঃ

৪। অ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকলে অ-কারের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয় এবং লোপের পরে আর সম্ভিত হয় না। যেমন-

কৃতঃ + আয়াতঃ	= কৃত আয়াতঃ
অতঃ + এব	= অতএব
দেবঃ + আগতঃ	= দেব আগতঃ
সূর্যঃ + উদিতঃ	= সূর্য উদিতঃ

৫। ক-ধাতু নিষ্পত্তি পদ পরে থাকলে নমঃ, তিরঃ, পুনঃ এই অব্যয় তিনটির বিসর্গস্থানে দণ্ড্য স্থ হয়।

যেমন-

নমঃ + কারঃ	= নমস্কারঃ
তিরঃ + কারঃ	= তিরস্কারঃ
পুরঃ + কারঃ	= পুরস্কারঃ

৬। ক, খ, প, ফ পরে থাকলে নিঃ, দুঃ, প্রাদুঃ, আবিঃ, বহিঃ, চতুঃ প্রভৃতি শব্দের অর্থাৎ অ-কার এবং আ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণের প্রস্তুতি বিসর্গস্থানে মূর্ধন্য ষ্ট হয়। যথা—

নিঃ+ করঃ	= নিষ্করঃ
দুঃ + করম্	= দুষ্করম্
বহিঃ + কৃতঃ	= বহিষ্কৃতঃ
আবিঃ + কারঃ	= আবিষ্কারঃ
চতুঃ + পথম্	= চতুষ্পথম্
চতুঃ + পদঃ	= চতুষ্পদঃ

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উভয়টিতে টিক (\checkmark) টিক দাও :

- (ক) বিধু + উদয়ঃ = বিধুদয়ঃ/বিধুদয়ঃ/বিধুদয়ঃ/বিন্ধুদয়ঃ।
- (খ) অ-কার এবং ও-কার মিলে হয় এ-কার/ঐ-কার/ও-কার/শি-কার/ও-কার।
- (গ) নিস্তারঃ = নিঃ + তারঃ/নি + তারঃ/নী + তারঃ/নির + তারঃ।
- (ঘ) মলোহরঃ = মন + হরঃ/মলো + হরঃ/মনঃ + হরঃ/মনে + হরঃ।
- (ঙ) উচ্চবর্ণ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম-স্থানে হয় বিসর্গ/চন্দ্রবিন্দু/অনুস্বার/ন।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) - + জীবেৎ = যাবজ্জীবেৎ। (খ) উৎ + হতঃ = -। (গ) অনু + - = অন্বেষণম। (ঘ) - + দীশঃ = বাণীশঃ। (ঙ) - + ছায়া = বৃক্ষছায়া। (চ) পূর্ণঃ + চন্দ্রঃ = -।

৩। সম্বিচ্ছেদ কর :

- মহাশয়ঃ, দেবেন্দ্রঃ, মহেশ্বরঃ, রাজর্ষঃ, আগতম্, গায়কঃ, উচ্চারণম্, উদ্ধারঃ, তচ্ছৃত্তা, বহিষ্কৃতঃ, নমস্কারঃ অতএব।

৪। সম্বিধ কর :

এক + একম, প্রতি + উষঃ, তৌ + উকঃ, উৎ + লেখঃ, পরি + ছেদঃ, নিঃ + তারঃ, নিঃ + রবঃ,
মনঃ + হরঃ, মুনেঃ + ছাত্রাঃ।

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- (ক) স্বরসম্বিধির অন্য নাম কি?
- (খ) ব্যঙ্গসম্বিধির অন্য নাম কি?
- (গ) সম্বিধির প্রয়োজনীয়তা কি?
- (ঘ) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সম্বিধি অপরিহার্য?
- (ঙ) অ-কারের পর আ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে কি হয়?
- (চ) অ-কারের পর ও-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে কি হয়?
- (ছ) ত্-এর পর চ থাকলে ত্-স্থানে কি হয়?

৬। যথাসম্ভব সম্বিধি ব্যবহার করে সংস্কৃত অনুবাদ কর :

- (ক) দেবী এলেন। (খ) আচার্যের আদেশ। (গ) প্রভাতে সূর্যের উদয়। (ঘ) তিনি আমার মাথার মণি।
- (ঙ) পূর্ণ চন্দ্ৰ। (চ) ঘোড়া দোড়ায়। (ছ) দুর্জন থেকে ভয়।

৭। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) স আগতঃ। (খ) শিশুহসতি। (গ) প্রাত্ত্রমণঃ কুরু। (ঘ) কমলমিব নয়নম্। (ঙ) পিত্রাদেশঃ পালয়।
- (চ) রামঃ সীতায়ঃ অন্তৈষণঃ চকার।

৮। বিসর্গসম্বিধি কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৯। স্বরসম্বিধি ও ব্যঙ্গসম্বিধির পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

১০। সম্বিধি কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

অষ্টমঃ পাঠঃ

বাচপ্রকরণম्

‘বাচ’ শব্দের অর্থ বক্তব্য বিষয়। মানুষের বক্তব্য বিষয় প্রকাশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ ভঙ্গি বা রীতি-নীতি আছে। এই রীতি-নীতি বা ভঙ্গিই বাচ।

সংস্কৃতে বাচ চার প্রকার— কর্তৃবাচ, কর্মবাচ, ভাববাচ ও কর্মকর্তৃবাচ।

১। কর্তৃবাচ

বাক্যের যে-রীতিতে কর্তার কথাই প্রধানভাবে বলা হয়, তাকে কর্তৃবাচ বলে।

এই বাচে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি ও কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কর্তার অধীন হয়, অর্থাৎ কর্তায় যে পুরুষ ও যে বচন হয়, ক্রিয়াও সেই পুরুষ ও সেই বচন হয়। যেমন—

অহং রামায়ণং পঠামি (আমি রামায়ণ পড়ি)

ততঃ রামায়ণং পঠসি (তুমি রামায়ণ পড়ি)

বালকঃ চন্দ্ৰং পশ্যতি (বালকটি চাঁদ দেখছে)

বালকৌ অনুঃ খাদতঃ (দুজন বালক ভাত খাচ্ছে)

বালকাঃ অনুঃ খাদতি (বালকেরা ভাত খাচ্ছে)।

২। কর্মবাচ

বাক্যের যে-রীতিতে কর্মের প্রাধান্য থাকে, তাকে কর্মবাচ বলে।

কর্মবাচে কর্তায় তৃতীয়া ও কর্মে প্রথমা বিভক্তি হয় এবং কর্ম অনুসারে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, অর্থাৎ কর্ম যে পুরুষ ও যে বচনের হয়, ক্রিয়াও সেই পুরুষ ও সেই বচনের হয়। সকল ধাতুই আত্মনেপদী হয় এবং লট, লোট, লঙ্ঘ ও বিধিলিঙ্গ-এর চারটি ল-কারে ধাতুর উক্তর ‘য়’ হয়। যেমন—

তেন অহং দৃশ্যে (তার দ্বারা আমি দৃষ্ট হচ্ছি)।

তেন ততঃ দৃশ্যসে (তার দ্বারা তুমি দৃষ্ট হচ্ছো)।

ময়া স দৃশ্যতে (মে আমার দ্বারা দৃষ্ট হচ্ছে)।

তেন পুস্তকং পঠ্যতে (তার দ্বারা পুস্তক পঠিত হচ্ছে)।
 তেন পুস্তকো পঠ্যতে (তার দ্বারা দুটি পুস্তক পঠিত হচ্ছে)।
 তেন পুস্তকানি পঠ্যন্তে (তার দ্বারা পুস্তকগুলি পঠিত হচ্ছে)।

৩। ভাববাচ্য

যে-বাচ্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে, তাকে ভাববাচ্য বলে।
 ভাববাচ্যে কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, কর্ম থাকে না এবং ক্রিয়াপদ প্রথমপূরুষের একবচনাত্ত হয়।
 কর্মবাচ্যের মত লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্গ এই চারটি ল-কারে ধাতুর উভৰ 'ঘ' হয় এবং ধাতু আত্মনেপদী হয়।
 কেবল অকর্মক ধাতুর ক্ষেত্রেই ভাববাচ্য হয়। যেমন—

তেন নৃতাতে (তার নাচা হচ্ছে)।
 ময়া স্থীয়তে (আমার থাকা হচ্ছে)।
 শিশুনা শয্যতে (শিশুর শোয়া হচ্ছে)।
 বালকৈঃ হস্যতে (বালকদের হাসা হচ্ছে)।

৪। কর্মকর্তৃবাচ্য

যে-বাচ্যে কর্তার নিজগুণেই যেন আপনা থেকে কাজ হচ্ছে এরূপ বোঝায়, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে। 'ভিদ্যাতে বৃক্ষঃ'-বৃক্ষটি ভেঙে যাচ্ছে বললে বোঝায় বৃক্ষটি আপনা-আপনিই ভেঙে যাচ্ছে। এরূপ- পচাতে ওদনঃ (ভাত রান্না হচ্ছে)। ছিদ্যতে বস্ত্রম্ (কাপড় ছিড়ছে)।

বাচ্য পরিবর্তন

অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে এক বাচ্যের বাক্যকে অন্য বাচ্যে পরিবর্তন করার নাম বাচ্য পরিবর্তন। বাচ্য পরিবর্তনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন :

- ১। কর্তৃবাচ্যের বাক্যে যদি কর্ম থাকে, তাহলেই তাকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তন করা যায়, নতুনা কর্তৃবাচ্যকে ভাববাচ্যে পরিণত করা চলে।
- ২। কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিণত করা যায়।
- ৩। ক্রিয়া সক্রমক হলেও যদি কর্ম না থাকে, তবে সেই বাক্যকে ভাববাচ্যে পরিণত করা চলে।

কর্ম ও ভাববাচ্যের কতিপয় ধাতুরূপানৰ্শ

ধাৰু	লট্	ধাৰু	লট্
ক্ৰি	ক্ৰিয়াতে	গম	গম্যাতে
গৈ	গীয়াতে	দা	দীয়াতে
দৃশ্ৰি	দৃশ্যতে	ভুজ্	ভুজ্যতে
শ্ৰু	শ্ৰূয়তে	পঠ	পঠ্যতে
পা	পীয়াতে	শী	শীয়াতে

বাচ্য পরিবৰ্তনের সাধারণ নিয়ম

কৃত্ববাচ্য :

- ১। কৰ্ত্তায় প্ৰথমা
- ২। কৰ্ত্তার বিশেষণে প্ৰথমা
- ৩। কৰ্মে দ্বিতীয়া
- ৪। কৰ্মের বিশেষণে দ্বিতীয়া
- ৫। কৰ্ত্তা অনুযায়ী ক্ৰিয়া

কৰ্মবাচ্য :

- ১। কৰ্ত্তায় তৃতীয়া
- ২। কৰ্ত্তার বিশেষণে তৃতীয়া
- ৩। কৰ্মে প্ৰথমা
- ৪। কৰ্মের বিশেষণে প্ৰথমা
- ৫। কৰ্ম অনুযায়ী ক্ৰিয়া
- ৬। লট্, লোট্, লঙ্ ও বিখিলিঙ্গ এই চারটি ল-কাৰে য-যোগ
- ৭। ধাৰু আত্মনেপদী।

ভাববাচ্য :

- ১। কৰ্ত্তায় তৃতীয়া
- ২। ক্ৰিয়া প্ৰথমপুৰুষের একবচনাত্ত
- ৩। লট্, লোট্, লঙ্ ও বিখিলিঙ্গ ল-কাৰে ধাৰুৰ সঙ্গে য-যোগ
- ৪। ধাৰু আত্মনেপদী।

বাচ্য পরিবর্তনের আদর্শ

কর্তৃবাচ্য :	সঃ অনুং খাদতি (সে ভাত খায়)।
কর্মবাচ্য :	তেন অনুং খাদয়তে (তার ভাত খাওয়া হচ্ছে)।
কর্তৃবাচ্য :	শিক্ষকঃ ছাত্রান् পশ্যতি (শিক্ষক ছাত্রদেরকে দেখছেন)।
কর্মবাচ্য :	শিক্ষকেন ছাত্রাঃ দৃশ্যতে (শিক্ষকের দ্বারা ছাত্রগণ দৃষ্ট হচ্ছে)।
কর্তৃবাচ্য :	স বেদং পঠতি (সে বেদ পাঠ করছে)।
কর্মবাচ্য :	তয়া বেদঃ পঠ্যতে (তার দ্বারা বেদ পঠিত হচ্ছে)।
কর্তৃবাচ্য :	বৃন্থঃ ব্রাহ্মণঃ বেদং পঠতি (বৃন্থ ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করছেন)।
কর্মবাচ্য :	বৃন্ধেন ব্রাহ্মণেন বেদঃ পঠ্যতে (বৃন্থ ব্রাহ্মণের দ্বারা বেদ পঠিত হচ্ছে)।
কর্তৃবাচ্য :	তে বনে তিষ্ঠতি (তারা বনে থাকে)
ভাববাচ্য :	তৈঃ বনে স্থীয়তে (তাদের বনে থাকা হয়)।
কর্তৃবাচ্য :	অহং তিষ্ঠামি (আমি থাকি)।
ভাববাচ্য :	ময়া স্থীয়তে (আমার থাকা হয়)।
কর্তৃবাচ্য :	শিশুঃ হসতি (শিশু হাসছে)।
ভাববাচ্য :	শিশুনা হস্যতে (শিশুর হাসা হচ্ছে)।

প্রশ্নমালা

১। শুন্ধ উত্তরটির পাশে টিক (\checkmark) টিক দাও :

- (ক) কর্তৃবাচ্যে কর্তৃকারকে ১মা/৪থী/৩য়া/৬ষ্ঠী বিভক্তি হয়।
- (খ) ভাববাচ্যে প্রাধান্য থাকে কর্তার/কর্মের/অব্যয়ের/ক্রিয়ার।
- (গ) কর্মবাচ্যে কর্তায় ২য়া/৩য়া/১মা/৪থী বিভক্তি হয়।
- (ঘ) ‘পচ্যতে ওদনঃ’ কর্তৃবাচ্যের/কর্মবাচ্যের/ভাববাচ্যের/কর্মকর্তৃবাচ্যের উদাহরণ।
- (ঙ) ভাববাচ্যে কর্তায় ১মা/৪থী/৬ষ্ঠী/৩য়া বিভক্তি হয়।
- (চ) ‘তেন অনুং খাদয়তে’ কর্মবাচ্যের/কর্তৃবাচ্যের/কর্মকর্তৃবাচ্যের/ভাববাচ্যের উদাহরণ।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- (ক) কর্মবাচ্যে কর্তায় কোন্ বিভক্তি হয়?
- (খ) ভাববাচ্যে লট্ প্রভৃতি চারটি ল-কারে ধাতুর উত্তর কিসের আগম হয়?
- (গ) কর্মবাচ্যে ধাতু কোন্ পদী হয়?
- (ঘ) বাচ্য পরিবর্তন কাকে বলে?
- (ঙ) ‘তয়া বেদঃ পঠ্যতে’— এটি কোন্ বাচ্যের উদাহরণ?

৩। বাচ্যান্তর কর :

- (ক) সা বেদং পঠতি। (খ) তে বনে তিষ্ঠতি। (গ) ময়া চন্দ্ৰঃ দৃশ্যতে। (ঘ) শিশুঃ হসতি। (ঙ) তেন অহং দৃশ্যে।

৪। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) অহং পুৱাণং পঠামি। (খ) তেন পুস্তকানি পঠ্যতে। (গ) বালকৈঃ হস্যতে। (ঘ) ছিদ্যতে বস্ত্ৰম্।
- (ঙ) তেন অনুং খাদ্যাতে। (চ) ভিদ্যতে বৃক্ষঃ।

৫। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

- (ক) আমার থাকা হচ্ছে। (খ) ভাত রান্না হচ্ছে। (গ) বালকটি চাঁদ দেখছে। (ঘ) তুমি রামায়ণ পড়।
- (ঙ) তার দ্বারা পুস্তক পঠিত হচ্ছে। (চ) তার দ্বারা তুমি দৃষ্ট হচ্ছ।

৬। কর্তৃবাচ্যকে ভাববাচ্যে পরিণত করার নিয়মগুলো লেখ।

৭। কর্তৃবাচ্যকে কর্মবাচ্যে পরিণত করার নিয়মগুলো লেখ।

৮। বাচ্য পরিবর্তনের সময় কোন বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন?

৯। কর্মকর্তৃবাচ্য কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

১০। ভাববাচ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

১১। কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

১২। প্রত্যেক বাচ্যের দুটি করে উদাহরণ দাও।

১৩। বাচ্য কাকে বলে? বাচ্য কত প্রকার ও কি কি?

নবমঃ পাঠঃ

লিঙ্গাপ্রকরণম्

‘লিঙ্গ’ শব্দের অর্থ চিহ্ন। যার দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী বোঝায় কিংবা স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই নয় এরূপ বোঝায়, তাকে লিঙ্গ বলা হয়।

সংস্কৃতে লিঙ্গ তিনি প্রকার—(১) পুংলিঙ্গ (২) স্ত্রীলিঙ্গ ও (৩) ক্লীবলিঙ্গ।

বাংলা বা ইংরেজি ব্যাকরণে পুরুষবাচক শব্দগুলো পুংলিঙ্গ, স্ত্রীবাচক শব্দগুলো স্ত্রীলিঙ্গ এবং যেসব শব্দে স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই বোঝায় না, সেগুলো ক্লীবলিঙ্গ। সংস্কৃতে কিন্তু এভাবে লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায় না। যেমন— ‘দার’ শব্দ স্ত্রীবাচক শব্দও পুংলিঙ্গ, ‘মিত্র’ শব্দ পুরুষবাচক শব্দও ক্লীবলিঙ্গ এবং ‘বৃক্ষ’ শব্দ বন্ধবাচক হলেও পুংলিঙ্গ।

সংস্কৃতে লিঙ্গ নির্ণয়ের জন্য অনেক নিয়ম আছে। এখানে সাধারণ দু-একটি নিয়ম দেখান হল:

পুংলিঙ্গ

১। দেব, অসুর, স্বর্গ, গিরি, সমুদ্র ইত্যাদি অর্থ প্রকাশক সকল শব্দ পুংলিঙ্গ। যেমন—

- (ক) দেববাচক- দেবঃ, সুরঃ, অমরঃ ইত্যাদি।
- (খ) অসুরবাচক- অসুরঃ, দৈত্যঃ, দানবঃ ইত্যাদি।
- (গ) স্বর্গবাচক- স্বর্গঃ, ত্রিদিবঃ, সুরলোকঃ ইত্যাদি।
- (ঘ) গিরিবাচক- গিরিঃ, পর্বতঃ, শৈলঃ ইত্যাদি।
- (ঙ) সমুদ্রবাচক- সমুদ্রঃ, সাগরঃ, অর্বৎঃ ইত্যাদি।

২। দেবগনের নামও পুংলিঙ্গবাচক শব্দ। যেমন— ইন্দ্ৰঃ, বিষ্ণুঃ, শিবঃ, গণেশঃ, কাৰ্ত্তিকেযঃ ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ

১। আ-কারান্ত, ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন- লতা, নদী, বধু ইত্যাদি।

২। ঝ-কারান্ত মাত্ (মা), দুহিত্ (কন্যা), স্বস् (ভগ্নী), ননান্দ (ননদ) প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন— মাতা, দুহিতা, স্বসা, ননন্দা।

ক্লীবলিঙ্গ

১। মুখ, নয়ন, বন, কুসুম, ধন ও অনুবাচক শব্দগুলো ক্লীবলিঙ্গ। যেমন-

- (ক) মুখবাচক- মুখম্, বদনম্, আননম্ ইত্যাদি।
- (খ) নয়নবাচক- নয়নম্, সেত্রম্, লোচনম্ ইত্যাদি।
- (গ) বনবাচক- বনম্, অরণ্যম্, বিপিনম্ ইত্যাদি।
- (ঘ) কুসুমবাচক- কুসুমম্, পুষ্পম্ ইত্যাদি।
- (ঙ) অনুবাচক- অনুম্, খাদ্যম্, ভোজ্যম্ ইত্যাদি।
- (চ) ধনবাচক- ধনম্, বিত্তম্, দ্রবণম্ ইত্যাদি।

লিঙ্গ পরিবর্তন

পুঁলিঙ্গা শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গা রূপান্তরিত করতে হলে পুঁলিঙ্গা শব্দের শেষে প্রধানত আ ও ঈ যোগ করতে হবে।
যেমন-

পুঁলিঙ্গা	স্ত্রীলিঙ্গা	পুঁলিঙ্গা	স্ত্রীলিঙ্গা
অশৃৎ	অশূ	মৃগৎ	মৃগী
কৃষৎ	কৃষা	ব্রাহ্মৎ	ব্রাহ্মণী
কোকিলৎ	কোকিলা	নদৎ	নদী
কৃশৎ	কৃশা	সুন্দরৎ	সুন্দরী
দীনৎ	দীনা	কুমারৎ	কুমারী
মৃষিকৎ	মৃষিকা	পিতামহৎ	পিতামহী
সিংহৎ	সিংহী	মাতামহৎ	মাতাহী
ব্যাঘৎ	ব্যাঘী	বালকৎ	বালিকা

অনুশীলনী

- লিঙ্গ কাকে বলে? সংস্কৃতে লিঙ্গ কত প্রকার ও কি কি?
- বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণের সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণের লিঙ্গের পার্থক্য কি?
- উদাহরণসহ পুঁলিঙ্গা নির্দেশক প্রথম নিয়মটি উল্লেখ কর।
- স্ত্রীলিঙ্গা নির্দেশক দুটি নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ কর।
- লিঙ্গ পরিবর্তন কর:
কৃশা, অশৃৎ, মৃগী, দীনৎ, পিতামহৎ।
- নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
(ক) ‘দার’ শব্দ কোন্ লিঙ্গ?
(খ) ‘লিঙ্গ’ শব্দের অর্থ কি?
(গ) মুখবাচক শব্দ কোন্ লিঙ্গ?
(ঘ) গিরিবাচক শব্দ কোন্ লিঙ্গ?
(ঙ) আ-কারান্ত শব্দ কোন্ লিঙ্গ?
(১) শুধু উত্তরটির পাশে টিক (/) চিহ্ন দাও:
(ক) সংস্কৃতে লিঙ্গ তিন/দুই/চার/পাঁচ প্রকার।
(খ) বনবাচক শব্দ পুঁলিঙ্গা/স্ত্রীলিঙ্গা/কুীবলিঙ্গা/উভয়লিঙ্গা।
(গ) স্বর্গবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গা/কুীবলিঙ্গা/পুঁলিঙ্গা/উভয়লিঙ্গা।
(ঘ) ঈ-কারান্ত শব্দ পুঁলিঙ্গা/উভয়লিঙ্গা/কুীবলিঙ্গা/স্ত্রীলিঙ্গা।
(ঙ) ‘নদ’ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ নদী/নদি/নদা/নদো।

ত্রৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ অনুবাদঃ

(ক) সংস্কৃতানুবাদ

বাংলা, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষায় বৃপ্তান্ত করার নাম সংস্কৃতানুবাদ।

সংস্কৃতানুবাদের সাধারণ নিয়ম

- ১। সাধারণত বাংলায় শব্দের সঙ্গে যে-বিভক্তি যুক্ত থাকে এবং পদটি যে বচনের হয়, সংস্কৃতে অনুবাদ করার সময় সে-বচন ও সে-বিভক্তি প্রয়োগ করতে হয়। যেমন-

একজন মানুষ- নরঃ । দুজন মানুষ- নরৌ। মানুষেরা- নরাঃ ।

বালকের- বালকস্য । ছাত্রকে- ছাত্রম् । নারীদের- নারীগাম্ । নদীতে- নদ্যাম् ।

আমাকে- মাম । তোমার দ্বারা- তৃয়া । কঃ- কে (পুঁ), কাদের- কেবাম (পুঁ), কাসাম (স্ত্রী) । কে- কা (স্ত্রী) ।
- ২। কর্তা অনুসারে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় অর্থাৎ কর্তা যে-পুরুষ ও যে-বচনের হয়, ক্রিয়াপদও সেই পুরুষ ও সেই বচনের হয়। যেমন- বালকটি পড়ে- বালকঃ পঠিতি । দুজন বালক পড়ে- বালকৌ পঠতঃ । বালকেরা পড়ে- বালকাঃ পঠন্তি । তুমি পড়- তৃম্ পঠসি । তোমরা দুজন পড়- যুবাম্ পঠথঃ । তোমরা পড়- যৃয়ম্ পঠথ । আমি পড়ি- অহম্ পঠামি । আমরা দুজন পড়ি- আবাম্ পঠাবঃ । আমরা পড়ি- বয়ম্ পঠামঃ ।
- ৩। বর্তমান কালে লট্ট-এর প্রয়োগ হয়। যেমন- আমি বলি- অহং বদামি । সে বলে সঃ বদতি ।
- ৪। অতীতকালে লঙ্ঘ-এর প্রয়োগ হয়। যেমন- তুমি গিয়েছিলে- তৃম্ অগচ্ছঃ । আমি পড়েছিলাম- অহম্ অপঠম্ । শ্রীকৃষ্ণ বললেন- শ্রীকৃষঃ অবদৎ ।
- ৫। ভবিষ্যৎ কাল অর্থে লৃট্ট-এর প্রয়োগ হয়। যেমন- তারা লিখবে- তে লেখিষ্যন্তি । আমি বলব- অহম্ বদিষ্যামি । সে যাবে- সঃ গমিষ্যতি ।
- ৬। বর্তমান অনুজ্ঞা অর্থাৎ আদেশ, উপদেশ প্রভৃতি বোঝাতে লোট্ট-এর প্রয়োগ হয়। যেমন- পড়- পঠ । যা-ও- গচ্ছ । বল- বদ । দাও- দেহি । সেবা কর- সেবন ।

দ্রষ্টব্য : বর্তমান অনুজ্ঞায় কর্তা তৃম্য (তুমি), যুবাম্ (তোমরা দুজন), যৃয়ম্ (তোমরা) সাধারণত উহু থাকে ।

- ৭। উচিত অর্থে বিধিলিঙ্গের প্রয়োগ হয়। বাংলায় ক্রিয়ার পরে ‘উচিত’ শব্দ থাকলে কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি থাকলেও সংস্কৃতে কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন- তার যাওয়া উচিত- সঃ গচ্ছৎ। আমার পড়া উচিত- অহম্ পঠেয়ম्। তাদের বলা উচিত- তে বদেয়ুঃ।
- ৮। বাক্যে সম্বিধ কর্তার ইত্তাধীন, যেমন- তুমি পান করছ- তত্ম পিবসি/তৎ পিবসি। তোমরা যাচ্ছ- যুঘম্ গচ্ছথ/ যূঘং গচ্ছথ।
- ৯। কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন- বালকটি দেখে- বালকঃ পশ্যতি। আমি দেখি- অহং পশ্যামি। তারা দেখে- তে পশ্যতি।
- ১০। কর্তৃবাচ্যে কর্মে ২য়া বিভক্তি হয়। যেমন- বালিকা রামায়ণ পড়ছে- বালিকা রামায়ণং পঠতি। আমি তাকে জানি- অহং তাং জানামি।
- ১১। করণে তৃয়া বিভক্তি হয়। যেমন- আমরা কলম দ্বারা লিখি- বয়ং লেখন্যা লিখামঃ। সকলেই চক্ষু দ্বারা দেখে- সর্বে এব চক্ষুয়া পশ্যতি।
- ১২। সম্পদানে ৪র্থী বিভক্তি হয়। যেমন- ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও- ভিক্ষুকায় ভিক্ষাং দেহি। ব্রাহ্মণ তৃষ্ণার্তকে জল দান করেন- ব্রাহ্মণঃ তৃষ্ণার্তায় জলং দদাতি।
- ১৩। অপাদানে ৫মী বিভক্তি হয়। যেমন- গাছ থেকে পাতা পড়ে- বৃক্ষাং পত্রং পততি। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়- মেঘাং বৃষ্টিঃ ভবতি।
- ১৪। সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন- আমার গৃহ- মম গৃহম্। তার বই- তস্য পুস্তম্। কৃপের জল- কৃপস্য জলম্।
- ১৫। অধিকরণে ৭মী হয়। যেমন- জলে মাছ থাকে- জলে মৎস্যঃ বসতি। বর্ষায় বৃষ্টি হয়- বর্ষাসু বৃষ্টিঃ ভবতি। বসন্তে কোকিল ডাকে- বসন্তে কোকিলঃ কৃজতি। তিনি ব্যাকরণে নিপুণ- স ব্যাকরণে নিপুণঃ।
- ১৬। ‘নিকষা’ শব্দযোগে ষষ্ঠী বিভক্তি না হয়ে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- গ্রামের নিকটে নদী- গ্রামং নিকষা নদী। শহরের নিকট রাস্তা- নগরং নিকষা পন্থাঃ।
- ১৭। ‘সহ’ শব্দযোগে ৩য়া বিভক্তি হয়। যেমন- পিতা পুত্রের সঙ্গে যাচ্ছেন- পিতা পুত্রেণ সহ গচ্ছতি। রাম সীতার সঙ্গে যাচ্ছেন- রামঃ সীতয়া সহ গচ্ছতি।
- ১৮। ‘প্রয়োজন’ শব্দের যোগে ৩য়া বিভক্তি হয়। যেমন- আমার ধনের প্রয়োজন নেই- মম ধনেন প্রয়োজনং নাস্তি।
- ১৯। ধিক-, অভিতঃ (সমুখে), পরিতঃ (চারদিকে), উভয়তঃ (দুদিকে), প্রতি প্রত্বতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- ভাগ্যহীন আমাকে ধিক- ধিক মাং ভাগ্যহীনম্। গ্রামের সমুখে বাগান- গ্রামম্ অভিতঃ উদ্যানম্।

গ্রামের চারদিকে রাস্তা- গ্রামং পরিতঃ পন্থানঃ। শহরের দুদিকে নদী- নগরম্ উভয়তঃ নদী। দরিদ্রের প্রতি দয়া কর- দরিদ্রং প্রতি দয়াৎ কুরু।

- ২০। ব্যাপ্তি অর্থে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- সে একমাস যাবৎ রামাযণ পড়ছে- স মাসং ব্যাকরণং পঠতি। আমি এক বছর যাবৎ বেদান্ত পড়ছি- অহং বর্ষং দেবান্তং পঠামি।
- ২১। নমস্ত (নমঃ) শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন- শিবকে নমস্কার- শিবায নমঃ। গুরুকে নমস্কার- গুরবে নমঃ।

প্রশ্নমালা

১। শুন্ধ উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- (ক) আমি পড়ি - অহং পঠতি/অহং পঠামি/অহং পঠামঃ/ বয়ং পঠাবঃ।
- (খ) তৃষ্ণি পড় - তৃষ্ণ পঠতু/তৃষ্ণ পঠতি/তৃষ্ণ পঠসি/তৃষ্ণ পঠেৎ।
- (গ) গ্রামের সমুখে বাগান- গ্রামম্ অভিতঃ উদ্যানম/গ্রামং নিকষা বনম/গ্রামং পরিতঃ কাননম/গ্রামং যাবৎ বনম্।
- (ঘ) দরিদ্রের প্রতি দয়া কর- দরিদ্রস্য প্রতি দয়াৎ কুরু/দরিদ্রেণ প্রতি দয়াৎ কুরু/দরিদ্রায প্রতি দয়াৎ কুরু/দরিদ্রং প্রতি দয়াৎ কুরু।

২। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

- ক) আমি খাই। (খ) বালকেরা চাঁদ দেখে। (গ) ধান থেকে চাল হয়। (ঘ) তিনি বেদ পড়েছিলেন। (ঙ) তারা জল পান করবে। (চ) তুমি গীতা পড়ছ। (ছ) তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত। (জ) ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। (ঝ) নদীতে জল আছে। (ঝঃ) আমি জল পান করেছিলাম। (ট) তারা চোখ দিয়ে দেখে। (ঠ) এটি তার বই। (ড) জলে মাছ বাস করে। (ঢ) তিনি একমাস যাবৎ সাহিত্য পড়ছেন। (ণ) গ্রামের চারদিকে বন। (ত) শহরের দুদিকে নদী। (থ) পাপীকে ধিক। (দ) আমি তার সঙ্গে যাব। (ধ) নারায়ণকে নমস্কার। (ন) গুরুকে প্রণাম করি।

(খ) সংস্কৃত থেকে বাংলা অনুবাদ

বালকঃ চন্দ্রং পশ্যতি- বালকটি চাঁদ দেখছে।

অহং বেদম্ অপঠঠম- আমি বেদ পাঠ করেছিলাম।

১১০
সর্বে জনাঃ চক্ষুষ্যা পশ্যতি- সকল লোক চক্ষু দ্বারা দেখে।

বিদ্যালয়ং নিকষা উদ্যানম্ অস্তি- বিদ্যালয়ের নিকটে উদ্যান আছে।

পিতরং সেবন্ত- পিতাকে সেবা কর।

ত্রং গচ্ছঃ- তোমরা যাওয়া উচিত।

তে তীর্থক্ষেত্রং দ্রুক্ষ্যতি- তারা তীর্থক্ষেত্র দর্শন করবে।

স হস্তেন গৃহাতি ফলম্- সে হাত দ্বারা ফল গ্রহণ করে।

গগনে চন্দ্ৰঃ উদেতি- আকাশে চাঁদ উঠেছে।

অহং বালিকাং জানামি- আমি বালিকাটিকে জানি।

ভিক্ষুকাং ভিক্ষাং দেহি- ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।

সন্ন্যাসী মাসং বেদান্তং পঠতি- সন্ন্যাসী একমাস যাবৎ বেদান্ত পড়ছেন।

দেবৈ নমঃ- দেবীকে নমস্কার।

বিবাদেন অলম্- বিবাদের প্রয়োজন নেই।

গ্রামং পরিতঃ বনানি- গ্রামের চারদিকে বন।

দেবং পূজয়- দেবতাকে পূজা কর।

নিরন্তং প্রতি দয়াং কুরু- নিরন্তের প্রতি দয়া কর।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (\checkmark) চিহ্ন দাও :

(ক) অহং জলং পাস্যামি- আমি জলপান করব/আমি জলপান করেছিলাম/আমি জলপান করি/আমার জলপান করা উচিত।

(খ) পূজাং কুরু- পূজা করছেন/ পূজা কর/পূজা করেছিলেন/পূজা করবেন।

(গ) মম ভাতা- আমার ভাইয়েরা/আমার ভাইকে/আমার ভাইয়ের/আমার ভাই।

(ঘ) গগনে নক্ষত্রাণি শোভন্তে- আকাশে চাঁদ উঠেছে/আকাশে সূর্য কিরণ দিচ্ছে/আকাশে মেঘ জমেছে/আকাশে তারকাকাঞ্জি শোভা পাচ্ছে।

অভিধানিকা

অ

অতঃ- অতএব । অত্রাত্মে- ইত্যবসরে ।

অথ - তারপর । অবতারবরিষ্ঠঃ- অবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । অবতাররূপেণ- অবতাররূপে । অবতীর্ণ্য- অবতীর্ণ হয়ে । অবদৎ- বলেছিল । অবস্থাপ্য- অবস্থাপন করে ।

আ

আগত্য - এসে । আসীৎ - ছিল । আহারাং - আহার থেকে । আলোচ্য - পর্যালোচনা করে ।

ই

ইতি - এই । ইব - মত ।

ঈ

ঈশ্বরঃ - সৃষ্টিকর্তা, প্রভু ।

উ

উচ্যতে - বলা হয় । উৎপাদ্য - উৎপাদন করে । উপাসতে - উপাসনা করেন ।

ঝ

ঝাতুনাম - ঝাতুসমূহের মধ্যে ।

ঝ

একৈকম - একটি একটি করে । এতৎ - এই । এষাম - এদের (পুঁ) ।

ক

কপদীকেঃ- কড়িগুলো দিয়ে । কর্মণ - কর্মে । করিষ্যামি - করব । কশ্চিৎ - কোনও (পুঁ), কাচিং - কোনও (স্ত্রী) । কির্মস্ম - কিসের জন্য । কুত্র - কোথায় । কুসুমাকরঃ - বসন্ত । কৃত্তা - করে । কোটরাং - কোটির থেকে । কোপাং - গ্রেডবৰ্শত ।

খ

খতিতবস্তঃ - খড় খড় করেছিল । খাদামি - খাই ।

গ

গচ্ছন् - যেতে যেতে | গতে - গেলে | গৃহাঃ - ঘর থেকে | গোবিন্দায় - গোবিন্দকে |

ঘ

ঘোরাকৃতিম্ - ভয়ংকর আকৃতিবিশিষ্ট |

চ

চিন্তয়িত্তা - চিন্তা করে | চূর্ণিতঃ - যা চূর্ণ করা হয়েছে |

জ

জরাগ্রস্তঃ - জরাপীড়িত | জ্ঞাত্তা - জেনে | জ্ঞানযজতঃ - জ্ঞানরূপ যজত | জ্ঞানেন - জ্ঞানের দ্বারা |

ড

ডিঘাঃ - ডিমগুলো |

ত

তদর্থম् - তার জন্য | তয়োঃ - তাদের দুজনের | তর্হি - তাহলে | ত্ত্বা - তোমার দ্বারা | তান् - তাদেরকে |
তেষাম্ - তাদের (পুঁ) | তেষু - তাদের মধ্যে (পুঁ) | তৌ - তারা দুজন |

দ

দত্তা - দান করে | দানেন - দানের দ্বারা | দুরতিক্রম্যঃ- যা সহজে অতিক্রম করা যায় না |

ধ

ধনুর্গুণম্ - ধনুকের ছিলা | ধনুষা - ধনুকের দ্বারা |

ন

নারীগাম - নারীগণের | নিধায় - স্থাপন করে, রেখে | নিযোজ্য - নিযুক্ত করে | নীড়েষু - বাসাগুলোতে |

প

পক্ষিণাম - পাখিদের | পরান্তপ - হে শত্রুপীড়নকারী | পলায়তে - পলায়ন করে | পলায়িতুম্ - পালাতে | পশুনাম -
পশুদের | পশুভিঃ - পশুদের দ্বারা | পুণ্যতিথো- পুণ্যতিথিতে | পুষ্পেভ্যঃ - পুষ্পগুলো থেকে | প্রকোপায় -
কেন্দ্রের কারণ | প্রাপ্নোমি - পাই |

ফ

ফলেষু - ফলগুলোতে |

ବ

ବନମାର୍ଗେଣ - ବନପଥ ଦିଯେ । ବହିକୃତବାନ - ବେର କରେ ଦିଯେଛିଲ । ବିଦୟୀତ - କରା ଉଚିତ । ବିନ୍ଦତି - ଲାଭ କରେ ।
ବିପଦି - ବିପଦେ । ବିଗହାଃ - ପାଥିଗୁଲୋ ।

ଭ

ଭକ୍ତ୍ୟା- ଭକ୍ତିର ଦ୍ୱାରା । ଭବତୁ - ହୋକ । ଭବଞ୍ଜମ - ଆପନାକେ । ଭକ୍ଷୟିତୁମ - ଖେତେ । ଭୂଷଣମ - ଅଳଙ୍କାର । ଭେତବ୍ୟମ
- ଭୟ ପାଓଯାର ଯୋଗ୍ୟ ।

ମ

ମତ୍ତା - ମନେ କରେ । ମହତାମ - ମହଦ୍ୟକ୍ରିଗଣେର । ମାମ - ଆମାକେ । ମିତ୍ରମ - ବନ୍ଧୁ ।

ଯ

ଯତ୍ତେନ - ଯତ୍ତେର ସଜ୍ଜୋ । ଯଥାଭିଲାଷମ - ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ । ଯଦା - ଯଥନ । ଯାସ୍ୟାମି- ଯାବ ।

ର

ରକ୍ଷଣାୟ - ରକ୍ଷାର ଜଳ୍ୟ । ରବମ - ଶବ୍ଦ । ରୌଦ୍ରାକୁଲିତଃ - ରୌଦ୍ରେର ଦ୍ୱାରା ଝାନ୍ତ ।

ଲ

ଲଭ୍ୟତେ - ଲାଭ କରା ହୟ । ଲଗ୍ନଡ୍ରେନ- ଲାଠି ଦିଯେ ।

ଶ

ଶରେଣ - ତୀର ଦ୍ୱାରା । ଶଶ୍ଵତ - ସର୍ବଦା । ଶୀତାତ - ଶୀତେର ଫଳେ । ଶୋଚତି - ଶୋକ କରେ । ଶୋଭନ୍ତେ - ଶୋଭା ପାଇ ।
ଶୁତ୍ତା - ଶୁନେ ।

ଘ

ଘଟ - ଛୟା

ସ

ସମାଯାତି - ଆସେ । ସର୍ବତଃ - ସକଳ ଦିକେ । ସରୋବରସ୍ୟ - ସରୋବରେର । ଝାନାର୍ଥମ - ଝାନେର ଜଳ୍ୟ ।

ହ

ହୃଦୟତି - ଆନନ୍ଦିତ ହୟ ।

ଦ୍ରୁଷ୍ଟ୍ୟ : ବହୁ = ବହୁବଚନ । ପୁଃ = ପୁଣିଲିଙ୍ଗ । ସତ୍ରୀ-ସତ୍ରାଲିଙ୍ଗ ।

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম-সংস্কৃত

উদারতা মহৎ গুণ।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।